HAND-BOOK

OF

BENGALI LITERATURE

PART II.

CCMPILED

BY

MAHENDRA NATH BHATTACHARJYA. M. A.

THIRD EDITION

বাঙ্গালা

সাহিত্য-সংগ্রহ।

দ্বিতীয়ভাগ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ,

সঙ্কলিত।

তৃতীয়াঙ্কন।

" কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কাল গচ্ছতি ধীমতাম্ ।"

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

১২৮২।

বিজ্ঞাপন ।

সাহিত্য সংগ্রহ দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় বার অঙ্কিত হইল। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় বিরচিত বেতাল পঞ্চবিংশতি, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, জীবনচরিত, সীতার বনবাস, বিধবাবিবাহ; ৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত কাদম্বরী ও রাসেলাস; শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত চারুপাঠ, ধর্ম্মনীতি ও উপাসক সম্প্রদায়; শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিক্ষা প্রণালী; ৺রামকমল ভট্টাচার্য্যকৃত বেকনের সন্দর্ভের বাঙ্গালা অনুবাদ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কৃত রোমের ইতিহাস; শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ কৃত রামবনবাস; ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কৃত মহাভারতের ভাষা অনুবাদ; শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন বশাক প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণের ভাষা অনুবাদ এবং শুভকরী, বিবিধার্থসংগ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ ও বিজ্ঞানরহস্য প্রভৃতি সামযিক

পত্র হইতে কতিপয় প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক প্রচারিত হইল। বিজ্ঞান রহস্য হইতে যে কয়েটী প্রস্তাব উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই কয়েকটী মাত্র এই পুস্তক প্রকাশয়িতার লিখিত। বাঙ্গালা গদ্য লেখকদিগের আদিগুরু অশেষ গুণসাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় বিরচিত প্রবন্ধ লইয়া যে পুস্তকের আরম্ভ, মাদৃশ সামান্য জন বিরচিত প্রস্তাব দিয়া তাহার উপসংহার করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

সাহিত্য সংগ্রহ।

দ্বিতীয় ভাগ।

রাজার প্রতি ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ।

যিনি, এই জগন্মণ্ডল প্রলয়পয়োধিজলে নিলীন হইলে মীনরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন; যিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়জলনিমগ্ন মেদিনী-মণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন; যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন; যিনি নরসিংহ আকার স্বীকার করিয়া নখকুলিশ প্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন; যিনি দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামন অবতার হইয়া দেবরাজকে পুনর্ব্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছেন; যিনি যমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃবধামর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ভুজবন ছেদন করিয়াছেন, এবং একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন; যিনি দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনু-

সারে দশরথ-গৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া বানর-সৈন্যসমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক দুর্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছেন; যিনি দ্বাপর যুগের অন্তে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যবধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া অশেষ-প্রকার লীলা করিয়াছেন; যিনি দেবমার্গবিপ্লাবনের নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া দয়ালুত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; যিনি সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশানামক, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া ভুবনমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন, এবং অতিদ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া করতলে করাল করবাল ধারণ-পূর্ব্বক দেববিদ্বেষী, ধর্ম্মমার্গপরিভ্রষ্ট নষ্টমতি দুরাচার-দিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন, সেই ত্রিলোকীনাথ বৈকুণ্ঠস্বামী ভূতভাবন ভগবান্ আপনকার রক্ষা করুন।

কালিদাস।

সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে কালিদাস-প্রণীত রঘুবংশ সেই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। কালিদাস কাদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদনে অধিকারী, সেই সহৃদয়

মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় কোন দেশের কোন কবি আমাদিগের কালিদাসের ন্যায় সকল বিষয়ে সমানসৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন, স্বরচিত-কাব্য-সমূহে সেই শক্তি সম্পূর্ণ রূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা সকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়। তাহাতে অত্যুক্তির সংস্রবমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ এবম্বিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও একান্তহৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা অতি মনোহর; বোধ হয়, কোন দেশের কোন কবি উপমা-বিষয়ে কালিদাসের সদৃশ নহেন। তিনি এরূপ সংক্ষেপে ও এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া উপমা সংকলন করেন যে, পাঠকমাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তিমাত্র উপমান ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়াছে, যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বে সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা তাঁহার উত্তরকালে

সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, কি কবি, কি অন্যান্য গ্রন্থকার, কাঁহারই রচনা তাঁহার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল, মধুর ও ললিত; তিনি একটীও অনাবশ্যক, অথবা পরিবর্ত্তসহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সমস্ত তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে, রচনা বা ভাবসঙ্কলনের নিমিত্ত এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিতে হয় নাই; বস্তুতঃ এরূপ রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি, এই উভয়ের একত্র সঙ্ঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্তই কালিদাসপ্রণীত কাব্যের এত আদর ও এত গৌরব; এই নিমিত্তই প্রসন্নরাঘবকর্ত্তা জয়দেব স্বীয় নাটকের প্রস্তাবনাতে কালিদাসকে "কবিকুলগুরু" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং এই নিমিত্তই কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কালিদাসের নাম দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে।

কালিদাস এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি, এইরূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তি সম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিমানশূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্যজ্ঞান করিতেন যে, শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে

হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "যেমন বামন উন্নত-পুরুষ-প্রাপ্য-ফল-গ্রহণাভিলাষে বাহু প্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, অক্ষম আমি কবিকীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব।" কালিদাস অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিলেন; সুতরাং ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

জয়দেব।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। বীরভূমির প্রায়ঃ দশক্রোশ দক্ষিণে, অজয়-নদের উত্তর তীরে কেন্দুলিনামে যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিল্বনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ কেন্দুলিগ্রামে অদ্যাপি, জয়দেবের স্মরণার্থে, প্রতিবৎসর পৌষ মাসে বৈষ্ণবদিগের মেলা হইয়া থাকে। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় হওয়া দুর্ঘট।

গীতগোবিন্দ জয়দেবপ্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিত পদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও

প্রসাদ গুণ প্রায়ঃ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী জয়দেব রচনাবিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী হইত তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব-শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃতকবি হইয়াছেন, ইনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক আছে। সঙ্গীতসমূহে রাগ তানের বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। অনেকানেক কলাবতেরা, ভাষাসঙ্গীতের ন্যায়, গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ-সহকারে বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা রাধা কৃষ্ণেরলীলা বর্ণন করিয়াছেন।

সর আইজাক নিউটন।

নিউটন কেম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে, আলোক পদার্থের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ অত্যন্ত যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে এই বিষয়ে লোকের অত্যল্প জ্ঞান ছিল।

বিখ্যাত পণ্ডিত ডেকার্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অন্তরীক্ষব্যাপী স্থিতিস্থাপক-গুণোপেত অতিবিরল পদার্থবিশেষের সঞ্চালনবিশেষ দ্বারা আলোকের উৎপত্তি হয়। নিউটন এই মত খণ্ডন করিলেন। তিনি অন্ধকারাবৃত গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বহুকোণবিশিষ্ট এক খণ্ড কাচ লইয়া কপাটের ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা তদুপরি সূর্য্যের কিরণ পাতিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন, আলোক কাচের মধ্যে দিয়া গমন করিয়া এপ্রকার ভঙ্গুর হইয়াছে যে, ভিত্তির উপর সপ্তবিধ বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর অসাধারণ কৌশল পূর্ব্বক অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া এই কয়েক মহোপকারক বিষয় নির্দ্ধারিত করিলেন; আলোক পদার্থ কিরণাত্মক; ঐ সকল কিরণকে বিভক্ত করিয়া অণু করা যাইতে পারে; শুক্ল আলোকের প্রত্যেক কিরণে রক্ত, পীত, নীল, এই তিন মূলীভূত কিরণ আছে, এই ত্রিবিধ কিরণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক ভঙ্গুর হইয়া থাকে। নিউটনের এই অসাধারণ অভিনব আবিক্রিয়াকে দৃষ্টিবিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলসূত্রস্বরূপ গণনা করিতে হইবেক।

এক দিবস নিউটন উপবনমধ্যে উপবিষ্টআছেন; এমন সময়ে দৈবযোগে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী আতাবৃক্ষ হইতে এক ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি তৎ-

ক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামক সাধারণকারণবিষয়ক পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর এই বিষয় পুনর্ব্বার আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে কারণানুসারে আতা ভূতলে পতিত হইল, সেই কারণেই চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী স্ব স্ব কক্ষে ব্যবস্থাপিত আছে, এবং তাহাই পরামাদ্ভুত শক্তি সহকারে অতি সহজে সমুদায় জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর গতি নিয়মিত করিতেছে। এইরূপে গুরুত্বের নিয়ম প্রকাশিত হইল। এই নিয়মের জ্ঞান দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার অপেক্ষাকৃত অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

নিউটন উদারস্বভাবতা প্রযুক্ত সামান্য সামান্য লৌকিক ব্যাপারেও বিশেষ অবহিত ছিলেন। সর্ব্বদা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন; এবং তাঁহারও সাক্ষাৎ করিতে আসিলে সমুচিত সমাদর করিতেন। কথোপকথন কালে আত্মপ্রাধান্য প্রখ্যাপন করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সরল ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন; এই নিমিত্ত সকল ব্যক্তিই তাঁহার সহবাস বাসনা করিত। লোকের সর্ব্বদা যাতায়াত দ্বারা মহার্হ সময়ের অপক্ষয় হইলেও, তিনি কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিতেন না; কিন্তু প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বিশেষ বিশেষ সময় নিরূপিত থাকাতে, অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত সময়াল্পতানিবন্ধন কোন ক্ষোভ থাকিত

না। তিনি অবসর পাইলেই হস্তে লেখনী ও সম্মুখে পুস্তক লইয়া বসিতেন।

নিউটন অত্যন্ত দয়ালু ও দানশীল ছিলেন; এবং কহিতেন, যাহারা জীবদ্দশায় দান না করে, তাহাদের দান, দানই নয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেও তদীয় অদ্ভুত ধীশক্তির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই। আর আহারনিয়ম, সার্ব্বকালিক প্রফুল্লচিত্ততা ও স্বাভাবিক শরীরপটুতা প্রযুক্ত জরা তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন। তাঁহার নয়নে সজীবতা, তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তা স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। দেখিলেই, তাঁহার আকৃতি গম্ভীরতা ও দয়ালুতাতে পরিপূর্ণ বোধ হইত। অন্তিম ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শনশক্তি অব্যাহত ছিল। কেশ সকল শেষ বয়সে তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছিল। চরম দশাতে তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য দৈহিক যাতনা ঘটে। কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধসহিষ্ণুতাপ্রভাবে তাহাতে নিতান্ত কাতর হয়েন নাই। অনন্তর ১৭২৭ খৃঃ অব্দের ২০ এ মার্চ্চ চতুরশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

নিউটনের চরিত্র সাধারণ লোকের চরিত্রের ন্যায় নহে। উহা এমন সুন্দর যে, চরিতাখ্যায়ক ব্যক্তি লিখিতে লিখিতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন; এবং

যে উপায়ে তিনি মনুষ্য-মণ্ডলী-মধ্যে অবিসংবাদিত প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে মহোপকার ও মহার্থলাভ হইতে পারে। নিউ-টন অত্যুৎকৃষ্ট বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন; কিন্তু তদ-পেক্ষায় ন্যূনবুদ্ধিরাও তদীয় জীবনবৃত্তপাঠে পদে পদে উপদেশ লাভ করিতে পারেন। তিনি অলৌকিক বুদ্ধি-শক্তিপ্রভাবে গ্রহগণের গতি, ধূমকেতুদিগের কক্ষ, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন আলোক ও বর্ণ, এই উভয় পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই বিষয় কোন ব্যক্তির মনেও উদয় হয় নাই। তিনি সাতিশয় পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে অদ্ভুত বিশ্ব-রচনার যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আর তাঁহার সমুদায় গবেষণা দ্বারাই সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা, প্রজ্ঞা ও অনুকম্পা প্রকাশ পাইয়াছে।

এইরূপ লোকত্তরবুদ্ধি-বিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও, তিনি স্বভাবতঃ এমন বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে যে, আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি; কিন্তু জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বিধবা বিবাহ।

হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচরণগুণে পুণ্য ভূমি বলিয়া সর্ব্বত্রে আদৃত হইয়াছিলে। কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থাদেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে; অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিবারণ করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ় সংকল্প করিয়া লৌকিকরক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা

করা যাইতে পারে না যে, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন ও দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিক রক্ষা ব্রতের উদ্যাপন করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে হতভাগা বিধবাদিগের দুরাবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন; তোমরা প্রাণতুল্যা কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, * * * কিন্তু কি আশ্চর্য্য শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমারা মনে কর পতি বিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতীর শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বোধ হয় না, দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়, কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমুলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায়

বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য-দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য বিস্তার করিতেছিস! তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্ম বহিভূ্ত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিক-রক্ষা গুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর দোষস্পর্শশূন্য-প্রকৃত-সাধুপুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিক রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষও সর্ব্ব দোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন।

সীতাকে বনবাস দিতে হইবে ভাবিয়া রামের খেদ।

হায়! এরূপ ঘটিবে বলিয়াই কি আমার মুখ হইতে তাদৃশ বিষম প্রতিজ্ঞাবাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল! হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্যবাসসহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের, এমন নরাধমের, এমন হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়াছিলে যে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও তোমার ভাগ্যে সুখভোগ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি চন্দনতরুভ্রমে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্র গুণে অধম, নতুবা বিনা অপরাধে তোমায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইব কেন? হায়! যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ হয় তাহা হইলে, আমি পরিত্রাণ পাই আর বাঁচিয়া ফল কি; আমার জীবিতপ্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে, জগৎ শূন্য ও জীর্ণ অরণ্যপ্রায় বোধ হইয়াছে।

হা মাতঃ! হা তাত জনক! হা দেবি বসুন্ধরে! হা ভগবতি অরুন্ধতি! হা কুলগুরো বশিষ্ঠ! হা ভগবন্ বিশ্বামিত্র! হা প্রিয়বন্ধো বিভীষণ! হা পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব! হা বৎস অঞ্জনানন্দনন্দন! তোমরা কোথায় রহিয়াছ, কিছুই জানিতেছ না, এখানে দুরাত্মা

রাম তোমাদের সর্ব্বনাশে উদ্যুক্ত হইয়াছে। অথবা আর, আমি তাদৃশ মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণে অধিকারী নহি; আমার ন্যায় মহাপাতকী নাম গ্রহণ করিলে, নিঃসন্দেহ তাঁহাদের পাপস্পর্শ হইবেক। আমি যখন সরলহৃদয়া শুদ্ধাচারিণী পতিপ্রাণা কামিনীরে, নিতান্ত নিরপরাধী জানিয়াও, অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে? হা রামময়জীবিতে! পাষাণময় নৃশংস রাম হইতে পরিণামে তোমার যে এরূপ দুর্গতি ঘটিবেক, তাহা তুমি স্বপ্নেও ভাব নাই। নিঃসন্দেহ রামের হৃদয় বজ্রলেপময়, নতুবা এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? অথবা, বিধাতা জানিয়া শুনিয়াই আমায় ঈদৃশ কঠিনহৃদয় করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে, অনায়াসে এরূপ নৃশংস কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব কেন?

কিয়ৎক্ষণ পরে রাম, উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ ও নয়নে অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া, সস্নেহসম্ভাষণ পূর্ব্বক অনুজদিগকে সম্মুখদেশে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা, আসনপরিগ্রহ করিয়া, কাতর নয়নে রামচন্দ্রের নিতান্ত নিষ্প্রভ মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রামের নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে তাঁহারাও,

যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া, প্রভূতবাষ্পবারি-মোচন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণ, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বিনয়পূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্য! আপনকার এই অবস্থা অবলোকন করিয়া আমরা ম্রিয়মাণ হইয়াছি। ভবদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবশ্যই কোন অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টসঙ্ঘটন হইয়াছে। গভীর জলধি কখন অল্প কারণে আকুলিত হয় না, সামান্য বায়ুবেগপ্রভাবে হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না। অতএব, কি কারণে আপনি এরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা করুন। আপনকার মুখারবিন্দ সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান ও প্রভাতসময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে। ত্বরায় বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

রাম কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! শ্রবণ কর; আমাদের পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশে যে মহানুভাব নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাপালন ও অশেষবিধ অলৌকিক কর্ম্মসমুদয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পরম পবিত্র রাজবংশকে ত্রিলোকবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

আমার মত হতভাগ্য আর নাই; আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সেই চিরপবিত্র ত্রিলোকবিখ্যাত বংশকে দুষ্পরিহর কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিয়াছি। লক্ষ্মণ! তোমার কিছুই অবিদিত নাই। যৎকালে আমরা তিন জনে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করি, দুর্ব্বৃত্ত দশানন আমাদের অনুপস্থিতিতে বলপূর্ব্বক সীতারে হরণ করিয়া লইয়া যায়। সীতা একাকিনী সেই দুর্ব্বৃত্তের আলয়ে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। অবশেষে, আমরা সুগ্রীবের সহায়তায়, সেই দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করি। আমি সেই একাকিনী পরগৃহবাসিনী সীতারে গ্রহণ করিয়া গৃহে আনিয়াছি, ইহাতে পৌরগণ ও জানপদবর্গ অসন্তোষ প্রদর্শন ও অযশ ঘোষণা করিতেছে। এজন্য, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জানকীরে পরিত্যাগ করিব। সর্ব্ব প্রযত্নে প্রজারঞ্জন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, নিতান্ত অনার্য্যের ন্যায়, বৃথা জীবনধারণের ফল কি বল। এক্ষণে, তোমরা প্রশান্ত মনে অনুমোদন প্রদর্শন কর, তাহা হইলে আমি উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাই।

সন্ধ্যাকালে তপোবনের শোভা।

ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দন

সহিত যে অর্ঘ্যদান করিয়াছিলেন সেই রক্তচন্দনে অনু-লিপ্ত হইয়াই যেন, রবি রক্তবর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তদনন্তর পর্ব্বতশৃঙ্গে আরো-হণ করিল। বোধ হইল যেন, পর্ব্বতশিখর সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। রবি অস্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যাসমীরণে তরুশাখা সকল সঞ্চালিত হইলে বোধ হইল যেন, তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলীসঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিল। বিহগকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বসি-লেনও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগি-লেন। দুহ্যমান হোমধেনুর মনোহর দুগ্ধধারাধ্বনি আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিল। হরিদ্বর্ণ কুশ দ্বারা অগ্নিহোত্রবেদি আচ্ছাদিত হইল। দিনের বেলায় দিন-করের ভয়ে গিরিগুহার অভ্যন্তরে লুকাইয়া ছিল; এই সময় সময় পাইয়া অন্ধকার তথা হইতে সহসা বহি-র্গত হইল। সন্ধ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তাহার শোকে দুঃখিত ও তিমিররূপ মলিনবসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। ভাস্করের প্রতাপে গ্রহগণ তস্ক-রের ন্যায় ভয়ে লুকাইয়াছিল, অন্ধকার পাইয়া অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সুধাংশুর

অংশু অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল যেন, প্রিয়সমাগমে আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্ব দিক্ দশন-বিকাশ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাসিতেছে। প্রথমে কলামাত্র, ক্রমে অর্দ্ধমাত্র, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণমণ্ডল শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদায় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। কুমুদিনী বিকসিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যাসমীরণ সুখাসীন আশ্রমমৃগগণকে আহ্লাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ্ গন্ধময় ও তপোবন জ্যোৎস্নাময় হইল।

যৌবনকাল।

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমুতত্র চতুষ্টয়ম্॥

যৌবন অতিবিষম কাল। যৌবনরূপ বনে প্রবেশিলে বন্যজন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুধর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। যৌবন প্রভাবে মনে এক প্রকার তম উপস্থিত হয় উহা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আরম্ভে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়। বিষয়তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়গণকে আক্রমণকরে। তখন অতি গর্হিত অসৎ কর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থ সম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ

হয় না। সুরাপান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও, ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধনমদে উন্মত্ত হইলে হিতাহিত বা সদসদ্বিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অনুগামী। অহঙ্কৃত পুরুষেরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, বিদ্বান্ ওপ্রধান বলিয়া ভাবে, অন্যের নিকটেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন মতের বিপরীত কথাশুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। প্রভুত্বরূপ হলাহলের ঔষধ নাই; প্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে। আপন সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের দুঃখ, সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা প্রায় স্বার্থপর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাজ্য, যৌবন,প্রভুত্ব ওঅতুলঐশ্বর্য্য, এ সকল কেবল অনর্থপরম্পরা। অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরূপ দৃঢ় নৌকা না থাকিলে উহার প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য থাকে না।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয় একথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরাভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় ইহার কি

দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খেকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণে স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ড কি প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন। উহা শরীরের বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয় এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়, সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে; অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদ্‌দিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয়, এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতেই উৎপন্ন হয়।

প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখ। ইনি অতি দুঃখে লব্ধ ও অতিযত্নে রক্ষিত হইলেও কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকেন না। রূপবান্, গুনবান্, বিদ্বান, সদ্বংশজাত, সুশীল ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য পুরুষাধমের আশ্রয় লন। দুরাচার লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করে, সে স্বার্থনিষ্পাদনপর ও লুব্ধ প্রকৃতি হইয়া দ্যূতক্রীড়াকে বিনোদ, পশুধর্ম্মকে রসিকতা, যথেষ্টাচারকে প্রভুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। মিথ্যা স্তুতিবাদ করিতে না পারিলে ধনীদিগের নিকটে জীবিকা লাভ করা কঠিন। যাহারা অন্যকার্য্যপরাঙ্মুখ ও কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য হয় এবং সর্ব্বদা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধনেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারাই ধনিগণের সন্নিধানে বসিতে পায় ও প্রশংসাভাজন হয়। প্রভু স্তুতিবাদককে যথার্থবাদী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সহিতই আলাপ করেন, তাহাকেই সদ্বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ভাবেন, তাহার পরামর্শক্রমেই কার্য্য করিয়া থাকেন। স্পষ্টবক্তা উপদেষ্টাকে নিন্দক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, নিকটেও বসিতে দেন না।

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র লোকেরাই অপথে পদার্পণ করে। নির্ব্বোধেরাই সদসদ্বিবেচনা করিতে পারে না। মূঢ় ব্যক্তিরাই চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে অসমর্থ। সাধু-

গর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সুখাভিলাষ কি? পরিণাম-বিরস বিষয় ভোগে যাহারা সুখ প্রাপ্তির আশা করে, ধর্ম্মবুদ্ধিতে বিষলতাবনে তাহাদিগের জলসেক করা হয়। তাহারা কুবলয়মালা বলিয়া অসিলতা গলে দেয়, মহারত্ন বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, মৃণাল বলিয়া মত্ত হস্তীর দন্ত উৎপাটন করিতে যায়, রজ্জু বলিয়া কালসর্প ধরে।

তীর্থযাত্রা।

অন্যান্য ধর্ম্ম কর্ম্মের ন্যায়, তীর্থযাত্রাও উদ্দেশ বুঝিয়া কখন বা সৎকর্ম্ম, কখন বা মিথ্যা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সত্যের অনুসন্ধানের নিমিত্ত দূর দেশে ভ্রমণ করা বিহিত নয়। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত যে সত্যানুসন্ধান আবশ্যক, তাহা সর্ব্বত্র সম্পন্ন হইতে পারে, অনুসন্ধান করিলেও সর্ব্বত্র সত্যের দর্শন পাওয়া যায়। ধর্ম্মবুদ্ধি ও চিত্ত প্রসন্ন হইবেক এই উদ্দেশে স্থান পরিবর্ত্ত করাও উচিত নয়; কারণ, স্থান পরিবর্ত্ত দ্বারা মনের চাঞ্চল্যও জন্মিতে পারে। কিন্তু যেখানে পূর্ব্বকালে গুরুতর ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সর্ব্বদা তথায় গতায়াত করিলে মনে সেই সেই ঘটনা জাগ্রতী থাকে। এই নিমিত্ত যে স্থান হইতে ধর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি হয়, লোক তথায় গমন করে এবং তথায় যে সকল বিস্ময়াবহ

ব্যাপার ঘটিয়াছিল, নিরন্তর তাহা স্মৃতিপথারূঢ় থাকাতে, মনে দৃঢ়তর ধর্ম্মনিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা। তীর্থবিশেষে ভ্রমন করিলে জগদীশ্বর অনুকূল ও সানুগ্রহ হইবেন এই উদ্দেশে যাহারা তীর্থযাত্রা করে তাহাদিগের পর ভ্রান্ত ও মিথ্যাধর্ম্মপরায়ণ আর নাই। যাঁহারা মনে করেন যে তীর্থ যাইলে মনের স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মিবেক, মনের স্বাস্থ্য ও শান্তি জন্মিলে পাপকর্ম্মেরও অনেক নিবৃত্তি হইবেক, তাঁহারাও ভ্রান্ত বটেন, কিন্তু এই উদ্দেশে যাইলে তাঁহাদিগের তাদৃশ দোষ দেওয়া যায় না। যিনি মনে করেন, তীর্থ যাইলে জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া সমুদায় পাপ মোচন করিবেন, তিনি নিতান্ত অন্ধ। এইরূপ ভাবিলে পবিত্র ধর্ম্মের ও বিশুদ্ধ বিবেচনাশক্তির অপমান করা হয়।

সুখের এক প্রধান কারণ জ্ঞান।

সুখ দুঃখের কারণপরম্পরা এত বিস্তৃত, এমত অনির্দ্ধারিত, এত জটিল, অবান্তর কারণবশতঃ এত বিভিন্ন প্রকার ও দৈবের এত পরতন্ত্র যে, সুখ দুঃখ ঘটিবার পূর্ব্বে প্রায় উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি যুক্তিশক্তি দ্বারা উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিয়া অবস্থা অবলম্বন করিতে উৎসুক হন, অন্বেষণ ও

বিচার, করিতে করিতেই তাঁহার কালক্ষেপ হয়। পরন্তু জ্ঞান যে সুখের এক প্রধান কারণ, তাহার সংশয় নাই। জ্ঞান সুখের কারণ না হইলে কেহই জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা পাইত না। অজ্ঞান অভাব পদার্থ, তদ্দ্বারা কিছুই বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানাবস্থায় কোন বস্তুই চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সে সময় অন্তঃকরণ ও আত্মা জড়ীভূত হইয়া থাকে। যখন আমরা কিছু শিখিতে পারি, আমাদিগের মনে আহ্লাদ জন্মে। যখন কিছু ভুলিয়া যাই, তখন অনুতাপ উপস্থিত হয়। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই ন্যায়ানুগত বোধ হইতেছে যে, যখন জ্ঞানোপার্জ্জনের কোন প্রতিবন্ধকতা না ঘটে, তৎকালে আমরা যত শিখিতে ও যত জানিতে পারি এবং আমাদিগের মন যত বিস্তৃত ও বহুবিষয়ী হইতে থাকে, ততই আমরা সুখী হই। যদি বিশেষ বিশেষ সুখ সামগ্রী ধরিয়া সুখের গণনা করা যায়, তাহা হইলে ইউরোপীয়দিগেরই অধিক সুখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে রোগ ও যে আঘাতে আমাদিগকে প্রাণত্যাগ করিতে অথবা সংশয়াপন্ন হইতে হয়, তাহা তাঁহারা অনায়াসে সুস্থ করিতে পারেন। শীত, বাত, আতপাদি জন্য আমাদিগকে যে দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা তাঁহারা সহজে নিবারণ করিতে সক্ষম। আমরা

শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অতিকষ্টে যে কর্ম্ম সম্পাদন করি, তাহা তাঁহারা কলে কৌশলে অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। দূরবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন দেশেও তাঁহাদিগের এরূপ যোগাযোগ আছে যে, আপনাপন বন্ধুবান্ধব হইতে কেহ দূরবর্ত্তী নয় বলিলেও বলা যায়। তাঁহাদিগের রাজনিতিকৌশলে জনসমাজের অনেক দুঃখ নিবারণ হইয়া থাকে। তাঁহারা পর্ব্বতের মধ্য দিয়াও পথ প্রস্তুত করিতে পারেন, নদীর উপর দিয়াও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল গৃহে বাস করেন তাহা স্বাস্থ্যকর, সুদৃশ্য ও বহুকাল-স্থায়ী। তাঁহাদিগের বিষয়াদিও নিরাপদে রক্ষিত হইয়া থাকে।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ও নীতি শাস্ত্রের উপদেশক।

জিতেন্দ্রিয় লোকেরা ভয়েরও দাস নয়, আশারও অধীন নয়, ঈর্ষারও পরতন্ত্র নয়, ক্রোধেও প্রজ্বলিত হয় না, লোভেও মুগ্ধ হয় না, মমতা ও স্নেহেও আর্দ্র হইয়া যায় না। গগনমণ্ডল যখন নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত থাকে অথবা যৎকালে নভোমণ্ডলে প্রবল ঝড় বহিতে থাকে, উভয় কালেই দিনমণি যেরূপ সমভাবে গত্যা-য়াত করেন, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শান্তমূর্ত্তি হইয়া অবিকৃত চিত্তে ও সমভাবে সংসারের তরঙ্গ সহ্য করেন,

ও নির্জ্জন প্রদেশসুলভ সুখ স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন; কোন কালেই তাঁহার অবিচলিত চিত্ত বিকৃত হয় না।

নীতিশাস্ত্রের উপদেশকদিগকে সহসা বিশ্বাস বা প্রশংসা করা উচিত নয়। তাঁহারা যখন বাগাড়ম্বর করেন তৎকালে তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় বোধ হয়; কিন্তু তাঁহাদিগের চরিত্র মনুষ্যের চরিত্র অপেক্ষা পবিত্র বা উৎকৃষ্ট নয়।

পুরাবৃত্ত পাঠের ফল।

কোন বিষয় বিশেষ- রূপে জানিতে হইলে তাহার কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হয়। মানবগণের বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে তাহাদিগের কর্ম্ম দেখিতে হয়। তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি, কোন্ কার্য্য ন্যায়ানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে, কোন্ কর্ম্মই বা কেবল ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এবং সেই সেই কর্ম্ম আরম্ভের প্রধান কারণই বা কি? বর্ত্ত-মান বিষয় যথার্থ রূপে জানিতে হইলে অতীত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ, সকল জ্ঞানই তুলনাসাপেক্ষ। আর তুলনা করিয়া না দেখিলে, ভবিষ্যৎ বিষয় কিছুই জানা যায় না। বিশে-ষতঃ বর্ত্তমান বিষয়ে মন অধিকক্ষণ ব্যাপৃত থাকে না। আমরা সর্ব্বদা অতীত বিষয় স্মরণ করিয়া থাকি এবং

নিরন্তর অনাগত বিষয় চিন্তা করিয়া মনকে ব্যাপৃত রাখি। শোক, আনন্দ, অনুরাগ, ঘৃণা, আশা, ভয় প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হয়। তাহার মধ্যে শোক ও আনন্দ, অতীত ঘটনার কার্য্য স্বরূপ। ভাবী ঘটনার সহিত আশা ও ভয়ের সম্পর্ক আছে। অনুরাগ ও ঘৃণাও অতীত বৃত্তান্ত অবলম্বন করে; যেহেতু কারণ অবশ্যই কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী থাকে, সন্দেহ নাই।

বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা অতীত কারণের কার্য্য স্বরূপ। আমাদিগের যে সকল ভাল মন্দ ও সুখ দুঃখ ঘটে, তাহার কারণ সন্ধান করিতে আমাদিগের স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু পুরাবৃত্ত পাঠ ব্যতিরেকে উহা সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। পুরাবৃত্ত পাঠদ্বারা আমরা অনেক জানিতে পারি এবং বিপদ্ ও দুঃখ নিবারণের অনেক উপায় শিখিতে পারি। যে সময়ে আমাদিগের হস্তে কেবল আমাদিগেরই রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকে, সে সময় আমরা পুরাবৃত্তপাঠে অমনোযোগী হইলে, বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করা হয় না। আর যদি আমাদিগের উপর রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপ্রতিপালনের ভার সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের পুরাবৃত্ত না জানা অতি অন্যায় ও অনুচিত কর্ম্ম! যে হেতু, ইচ্ছা পূর্ব্বক অনভিজ্ঞ থাকা অতি দোষের কথা

এবং অনিষ্ট নিবারণের সদুপায় থাকিতেও তাহা অভ্যাস না করিয়া বিপদে পড়া অতি নির্ব্বুদ্ধিতার কর্ম্ম।

পুরাবৃত্তের যে প্রকরণে মানবগণের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ, তর্কশক্তির উন্নতি, বিজ্ঞানশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি, চিন্তাশক্তিসম্পন্নজীবের আলোক ও অন্ধকার স্বরূপ জ্ঞান ও অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব, শিল্পবিদ্যার আবির্ভাব ও তিরোভাব, অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতমণ্ডলীর মত ও অভিপ্রায় পরিবর্ত্তের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যান্য প্রকরণ অপেক্ষা উহা সমধিক উপকারজনক ও সাতিশয় ফলোপধায়ক। যুদ্ধ ও আক্রমণের বিবরণ অবগত হওয়া রাজাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ে অনাদর করাও তাঁহাদের উচিত নয়।

সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ।

এইরূপ এক গল্প আছে, যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয় তখন মানবেরা প্রথম রাত্রির আগমনে স্থির করিল যে, আর দিন হইবেক না। সেই রূপ আকস্মিক দুঃসহ দুঃখে আক্রান্ত হইয়া আমরাও প্রথমে স্থির করি যে, এই রূপ দুঃখেই চিরকাল যাইবেক কখন সুখের মুখ দেখিতে পাইব না। ফলতঃ যখন দুঃখ রূপ মেঘ আমাদিগের চতুর্দ্দিককে আসিয়া বিস্তীর্ণ

হয় তখন তাহার অভ্যন্তর দিয়া কিছুমাত্র আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না এবং সেই মেঘ কিরূপে অপসারিত হইবেক তাহাও বুঝিতে পারি না। কিন্তু দিবাবসানে যেরূপ রাত্রি এবং রাত্রির বিগমে যেরূপ উজ্জ্বল ও আলোকময় দিন দৃষ্টিগোচর হয় সেই রূপ সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পরেও সুখের প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ধ্যা সমাগমে যমুনার শোভা।

এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশন পূর্ব্বক সুললিত লহরীলীলা অবলোকন করিতেছিলাম; এবং তত্রাকার সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরক-খণ্ড গগণ-মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে দিব্য-লাবণ্য-শোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বর্ষণ পূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে ঊষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগণালম্বিত মেঘ-

বিম্ব দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামলবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, পশু পক্ষিসকল নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া স্ব স্ব স্থানে নিলীন হইল, এবং সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।

মিত্রতা।

কোন জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি* উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধু ব্যতিরেকে এ সংসার একটি অরণ্যমাত্র। অপর এক মহাত্মা † নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বন্ধুহীন জীবন আর সূর্য্যহীন জগৎ উভয়ই তুল্য। তৃতীয় এক ব্যক্তি ‡ লিখিয়া গিয়াছেন, সংসাররূপ বিষবৃক্ষে দুইটি সুরস ফল বিদ্যমান আছে; কাব্যরূপ অমৃতরসের আস্বাদ ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান, দুঃখ কি কঠোর পদার্থ, তিনি অবগত নহেন। যিনি বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্পৎ-সুখসম্ভোগ করেন, বন্ধু ব্যতিরেকে বিষয়-সম্পত্তি কেমন অকিঞ্চিৎকর,

---

*বেকন † সিসিরো ‡ হিতোপদেশকর্ত্তা

তাহাও তাঁহার প্রতীত হয় নাই। বন্ধু-শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনই মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাপিত চিত্ত শীতল হয়, এবং বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয়-পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই জন্মে না। তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত, শোকসন্তপ্ত সুদুঃখিত ব্যক্তিরও অধর-যুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্ন ভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপনতাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে, অঙ্গ-সন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদলাভ হয়, সেইরূপ, প্রিয়বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া সন্তোষ সহ প্রবোধ-সুধার সঞ্চার হয়।

কীর্ত্তি দেবীর মন্দির।

কীর্ত্তিদেবীর পার্শ্বে যে সমুদায় মহানুভাব মনুষ্য বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে শোকাচ্ছন্ন বিষণ্ণ জনেরও অন্তঃকরণ একবার প্রফুল্ল হইতে পারে। তাঁহাদের সহাস্য বদন,

সুধাময় মধুর বচন এবং আনন্দোৎফুল্ল চঞ্চল লোচন প্রত্যক্ষ করিয়া আমি প্রীতিরূপ অমৃতরসে অভিষিক্ত হইলাম। তাঁহারা কীর্ত্তিদেবীর পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, এবং কতিপয় পরম সুন্দরী প্রিয়বাদিনী রমণী চিত্র বিচিত্র অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও পরম শোভাকর মনোহর অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সহযোগিনী-স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের কবি-পদবী সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং তাঁহাদের সহযোগিনী রমণীরা রাগিণী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তাঁহাদের হস্তস্থিত পুস্তকের কেমন মনোহারিণী শক্তি আছে, দ্বারবানেরা তাহা দেখিবামাত্র তাঁহাদিগকে যত্ন সহকারে পথ প্রদান করিল। দুইশ্মশ্রুধারী, সাহস্য-বদন, প্রাচীন পুরুষ এই শ্রেণীর মধ্য-স্থল-বর্ত্তি অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রাচীনের মধ্যে এমন সুন্দর পুরুষ আর দৃষ্টি করি নাই। শুনিলাম, এক জনের নাম বাল্মীকি, আর এক জনের নাম হোমর। দক্ষিণভাগে হোমর, এবং তাঁহার বামভাগে বাল্মীকি এক এক খানি পরম রমণীয় পুস্তক হস্তে করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাল্মীকির বামপার্শ্বে এক পরম রূপবান্ যুবা পুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ-বর্ণ-বিভূষিত কুসুমাসনে উপবিষ্ট আছেন; এবং তদীয় সৌরভে সর্ব্বস্থান

আমোদিত করিতেছিলেন। তিনি নাকি উজ্জয়িনী-নিবাসী নৃপতি-বিশেষের সভাসদ্ থাকিয়া নৃপতি অপেক্ষাও শতগুণে কীর্ত্তিদেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে এক এক অশেষ শোভাকর উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাল্মীকির যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাব ও অকৃত্রিম অনুপম শোভা, তাঁহাদের কাহারও সেরূপ নহে। তাঁহাদের উত্তম শোভা আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকেরই শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষায় বস্ত্রা-লঙ্কারের শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদ এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন, যে বহু যত্নে ও অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যে স্বভাবিক সৌন্দর্য্য আছে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। ওদিকে হোমরের পার্শ্বে বর্জ্জিল, ডাণ্টী, মিল্‌টন্‌, সেক্সপিয়র্‌ প্রভৃতি শত শত রসার্দ্র-চিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি অবস্থিত ছিলেন। এই শ্রেণীর অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ একবারে মোহিত হইয়াগেল।

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য।

জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর

মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বিদ্যাহীন জনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়জনিত সামান সুখ অপেক্ষায় তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লযামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট-সুখে ও নিকৃষ্ট-কার্য্যে নির্ব্বৃত থাকিয়া নিকৃষ্ট-সুখাধিকারী নিকৃষ্ট-জীবের মধ্যে গণনীয় হয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্ম্মোৎ-পাদ্য পরিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিয়া আপনাকে ভূলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিতে থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উভয়কে এক জাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।

বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসংখ্য বিষয়ের অসংখ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধ-নেত্রের গোচর থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নরলোক-নিবাসী হইয়াও কোন চমৎ-কারময়, সুচারু, স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন।

তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নহে। তিনি আপনার মানস-নেত্রে এককালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যবলোকন করিতে পারেন। মহার্ণব-পরিবৃত স্থলভাগ, সমুদ্র-স্থিত দ্বীপ-পুঞ্জ, চতুর্দ্দিগ্-বাহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে স্থানে নীরদধারিণী পর্ব্বত-শ্রেণী, কন্দর ও ভৃগুদেশ, শৃঙ্গ ও প্রস্রবণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জলপ্রপাত, উষ্ণপ্রস্রবণ, তুষার-শৈল, তুষারদ্বীপ, গন্ধকদ্বীপ, প্রবালদ্বীপ ইত্যাদি ভূতলস্থ সমস্ত পদার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি কল্পনা-পথ অবলম্বন করিয়া অগ্নিময় আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গদেশে আরোহণ করিতে পারেন, তৎসংক্রান্ত, ভূগর্ভ-বিনির্গত, গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিতে পারেন, এবং তদীয় শিখর-দেশ হইতে অগ্নিময়ী নদী স্বরূপ ধাতুনিস্রব নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি মানস-পথ পর্য্যটন পূর্ব্বক হিমগিরিশিখরে উত্থিত হইয়া নত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে পারেন, আপনার চরণ-তলে বিদ্যুল্লতা জ্বলিত হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত ঘূর্ণিত হইতেছে, এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হইয়া অরণ্য সমুদায় উৎপাটন করিতেছে ও সমুদ্র-সলিলে করালতম কল্লোল-কোলাহল উৎপাদন করিয়া ত্রাস উ

সঙ্কট উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্বকালের সমস্ত ঘটনাই তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য ও রাজার সংহার দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ণন করেন, এবং কত স্থানের কত প্রকার রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া সুখী থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্রগণের সহিত সহবাস ও সদালাপ করেন, তখন জল, বায়ু, শীত, গ্রীষ্ম, গ্রাম, নগর, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, শাসন, বিদ্যা, ব্যবসায়, সুখ, সভ্যতা, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ, ধাতু প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে সময়ে তিনি গ্রাম ও গহনে ভ্রমন করেন, তখন বৃক্ষ লতা গুল্মাদির কেবল পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাহাদের মূল, স্কন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলাদির অভ্যন্তরে কীদৃশ কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে ও কত-প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়াই বা নির্ব্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন্ কোন্ জাতি কি কারণে কোন্ শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন্ জাতি দ্বারা কিরূপ উপকারই বা উৎপন্ন হইতে পারে, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া চমৎকার সম্বলিত সুধামৃত-রসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয়ে অনুশীলন করিবার সময়েই করুণাময় পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত কৌশল

প্রতীতি করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মনের সহিত ধন্যবাদ করেন। যে তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে অজ্ঞ লোকেরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়া ভীত হইতে থাকে, সে সময় তিনি নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক গগণমণ্ডলে নয়ন-দ্বয় নিয়োজন করিয়া অসীম বিশ্ব-ব্যাপারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন। আমরা যে প্রকার ভূপিণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, তাহা গিরি, কানন, পশু, পক্ষী, মেঘ ও বায়ু সম্বলিত অপরিসীম আকাশমার্গে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্তঃকরণ বিকসিত করিতে পারেন। তিনি বাসনা-বত্মে চন্দ্রমণ্ডলে উপনীত হইয়া উচ্চ পর্ব্বত, গভীর গহ্বর, উন্নত শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে পারেন। ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া চন্দ্র-চতুষ্টয়-পরিবৃত বৃহস্পতি, বৃহত্তর চন্দ্রাষ্টক ও বিশাল অঙ্গুরীয়-ত্রয় পরিবেষ্টিত শনৈশ্চর, ষট্চন্দ্র সহকৃত হর্ষেল্ গ্রহ, এবং চন্দ্রদ্বয় সম্বলিত নেপ্‌চ্যুন নামক অপূর্ব্ব ভুবন দর্শন করিয়া পরম পুলকিত-চিত্তে বিচরণ করিতে পারেন। পরে গ্রহ-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড সূর্য্য-মণ্ডল পশ্চাভাগে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সহস্র সহস্র ও কোটি কোটি নক্ষত্রলোক অবলোকন করত, অশৃঙ্খলবদ্ধ ও অক্লিষ্টপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, অসীম আকাশমণ্ডল পর্য্যটন

করিতে পারেন। গগণমণ্ডলের যাবতীয় ভাগ দূরবীক্ষণ সহকারে মানবজাতির নেত্রগোচর হইয়াছে; তদূর্দ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ সঙ্খ্যাতিরিক্ত পরমাদ্ভুত জীব-লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারেন, এবং অপার-মহিমার্ণব মহেশ্বরের অখণ্ড রাজত্ব সর্ব্বত্র প্রচারিত দেখিয়া ভক্তি-রসাভিষিক্ত পুলকিত হৃদয়ে অর্চ্চনা করিতে পারেন।

শারীরিক স্বাস্থ্য সাধন।

শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষায় সুখকর বিষয় আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্ন হইলে, সমুদায় সংসার কেবল দুঃখের আগার স্বরূপ প্রতীয়-মান হয়। যেমন গগণ-মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে, পূর্ণ-চন্দ্রের সুধাময় কিরণ প্রকাশ পায়না, সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার সুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া যায় না। তখন অতুল ঐশ্বর্য্য বিপুল যশ, প্রভূত মান সম্ভ্রম কিছুতেই অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী ব্যক্তি সর্ব্ব-দাই অসুখী, সকল বিষয়েই বিরক্ত, এবং কেবল রোগের চিন্তাতেই চিন্তাকুল। কত কষ্টেই তাহার দিন যাপন হয়। তাহার দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়। চির-রোগী ব্যক্তিদিগের শরীর কেবল দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ

হইয়া উঠে। তাহারা নিয়তই উদ্বিগ্ন এবং সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত-চিত্ত। আহার বিহারাদি শরীর-রক্ষোপযোগী সকল ব্যাপারেই কুণ্ঠিত থাকিয়া কোন ক্রমে কষ্ট স্পৃষ্টে কাল হরণ করা তাহাদের নিত্যব্রত হইয়া উঠে। স্বাস্থ্য রক্ষার্থে যত্ন না করা যে দুষ্কর্ম্ম, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, যে, শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, অন্তঃকরণও সুস্থ ও স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট থাকে, এবং অন্তঃকরণ সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে, শারীরিক সুস্থতাও সাতিশয় সুলভ হয়। উভয়ের সুস্থতা উভয়ের পক্ষেই উপকারী এবং উভয়ের অসুস্থতা উভয়ের পক্ষেই অপকারী। অন্তঃকরণ শোকাকুল হইলে, শরীরও শীর্ণ হয়, এবং শরীর পীড়িত হইলে, ক্রোধ-রিপু প্রবল হয়, এবং দয়া ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি দুর্ব্বল হয়। যে শিশু সতত সহাস্যবদন, পীড়িত হইলে, সেও সর্ব্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয় তখন আর তাহার মনোহর মধুর হাস্য দৃষ্ট হয় না, এবং অর্দ্ধস্ফুট সুমিষ্ট শব্দ সকলও শ্রুত হয় না। প্রখর ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে, শরীর বলহীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে থাকে, এবং অত্যন্ত গুরুতর ভোজন করিলে, শরীর মন উভয়ে-

রই গ্লানি উপস্থিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রচণ্ড রৌদ্রে গলদ্ ঘর্ম্ম কলেবরে অবিশ্রান্ত পথ পর্য্যটন করিলে, অন্তঃকরণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে, কিন্তু প্রাতঃকালে বিশ্বপতির বিশ্ব-কার্য্যের পরমাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন পুরঃসর সুশীতল সমীরণ সেবন করিলে, মনোমধ্যে পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ-রসের উদ্রেক হইতে থাকে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মারকতা-শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং রোগশান্তি ও স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি হইয়া কত কত ব্যক্তির স্মরণশক্তি প্রবল হইয়াছে। অতএব, যখন শরীরের সহিত মনের এ প্রকার নৈকট্য সম্বন্ধ নিরূপিত রহিয়াছে, এবং যখন শরীর সুস্থ না থাকিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিহিত বিধানে সম্পাদন করিতে পারা যায় না, তখন জীবন রক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা, সুখসাধন প্রভৃতি সকল বিষয়ের নিমিত্তেই শারীরিক স্বাস্থ্য লাভার্থে যত্নবান থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি প্রীত মনে পরিবার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য হয়, পরোপকার করা বিধেয় হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরকে প্রগাঢ়রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্বীয় শরীরকে সুন্দররূপ সুস্থ ও সচ্ছন্দ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই; কারণ শরীর ভগ্ন হইলে, ঐ সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু-

রূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যদি পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা মাতাকে যন্ত্রণা রূপ অগ্নি-শিখায় দগ্ধ করা অধর্ম্ম হয়, এবং যদি প্রাণাধিক প্রিয়তর পুত্র কন্যাদিগকে যথা নিয়মে প্রতিপালন না করা দুষ্কর্ম্ম হয়, তবে সাধ্য সত্ত্বে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রাণ-ত্যাগ করিয়া এই সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্যই অধর্ম্ম তাহার সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। জল-প্রবেশ, অগ্নি-প্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দ্বারা একেবারে প্রাণত্যাগ করা, আর ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দেহ নাশ করা উভয়ই তুল্য। কেবল শীঘ্র আর বিলম্ব এই মাত্র বিশেষ। অতএব, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের শরীর রক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। না করিলে প্রত্যবায় আছে।

আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমন।

আর্য্যেরা কি শুভদিনে ও কি শুভক্ষণেই সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা উত্তরকালে যে অত্যুন্নত অতিদুর্লভ গৌরব-পদে অধিরোহণ করেন, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িনী-জনিতা কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুম বিক

সিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত রাখিয়াছে* তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারতভূমিতে সমাহৃত হয়। যে পরমার্থ-বিমিশ্রিত বিদ্যাবলী† জলদানুবিদ্ধ পৌর্ণ-মাসী-রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটী অপরূপরূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষ মধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজাল-বৎ অদ্ভুত বিদ্যা অবলীলাক্রমে দ্যুঃলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির ভূত, ভবি-ষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের ইতিহাস এক কালেই বর্ণন করিতেছে, এবং জাহ্নবী জল-পবিত্র পাটলিপুত্র ও শিপ্রা-সলিলসুস্নিগ্ধ অবন্তিকায় অতিবিস্তৃত রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া অবনীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে তাহারও আদিম সূত্র ঐ দিনেই ভারতরাজ্যে পতিত হয়। আরোগ্যরূপ অমূল্য রত্নের আকর স্বরূপ যে আয়ুঃ-প্রদ শুভকর শাস্ত্র আবহমান কাল স্ব-দেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় অসঙ্খ্য লোকের রোগ-জীর্ণ বিবর্ণ মুখ-মণ্ডলকে স্বাস্থ্য-গুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে, এবং কোটি কোটি জনের উৎপৎস্যমান শোক-সন্তাপ ও

* কবীন্দ্র কালীদাস উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন, এইরূপ জন-প্রবাদ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

† ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, বৈশেষিকাদি দর্শন শাস্ত্র।

পতনোন্মুখ বৈধব্য-বিপদের একান্ত প্রতিবিধান করিয়া আসিয়াছে, ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধ-বিশেষের শক্তি-যোগে কখন কখন প্রভাববতী ইউরোপীয় চিকিৎসাকেও অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারত-ক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম প্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিমনিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া গহন ও গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছে, এবং সে দিনেও যে শৌর্য্যাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ শূর-শেখর শিখ-জাতির হৃদয়চুল্লী হইতে উত্থিত হইয়া অত্যদ্ভুত অনল-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই আর্য্য-ভূমিতে অবতারিত হয়। মহাবল-পরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্বপুরুষেরা এক হস্তে হলযন্ত্র ও অপর হস্তে রণ-শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহ-পালিত গোধন সঙ্গে, ভারতবর্ষ প্রবেশ করিতেছেন ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়! ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের আগমন-পদবীতে আম্র-শাখাসমন্বিত সলিল-পূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি, এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি, ও সেই পূজ্য-পাদ পিতৃ-পুরুষদিগের পদাম্বুজরজঃ গ্রহণ করিয়া

কলেবর পবিত্র করিতে থাকি।—আহা! আমি কি অসম্বন্ধ অলীকবৎ প্রলাপবাক্য বলিতেছি! তখন আমাদের অস্তিত্ব কোথায়! আমরা তখন অনাগত কাল-গর্ভে নিহিত ছিলাম!—এই সমস্ত স্বপ্ন-কল্পিত বাসনার এই স্থলেই অবসান হওয়া ভাল!

শিক্ষক।

শিক্ষকের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা একান্ত দুরূহ। মনোগত ভাব সকল বাক্য দ্বারা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করাই কঠিন কর্ম্ম। আবার সেই সকল ভাব ও অন্যের লেখার ভাব বাক্য দ্বারা বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকগণের সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যে কত কঠিন তাহা বলা যায় না। অনেক সুবিজ্ঞ শিক্ষকের উপদেশ ছাত্রগণের সুখবোধ না হওয়াতে মরুভূমিনিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়। যেরূপ যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন বীজ বপন করিলে শস্য-সম্পত্তি লাভ হয় না, সেইরূপ অনেক বালকের স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি সুশোভনা থাকিলেও যে যেমন পাত্র তাহাকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান না করিলে বালকদিগের সুশিক্ষা-লাভ হইতে পারে না। কৃষিকর্ম্মের সহিত শিক্ষকতা কার্য্যের অনেক অংশে সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন কোন্ সময়ে কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ শস্য উৎপন্ন

হইতে পারে, ইহা জানা কৃষকের পক্ষে সবিশেষ আব-শ্যক, সেইরূপ কোন্ সময়ে কিরূপ উপদেশ দিলে তাহারা তাহা অনায়াসেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, ইহা জ্ঞাত হওয়া শিক্ষকেরও নিতান্ত আবশ্যক। ক্ষেত্র কর্ষণ, সার ক্ষেপণ, যথা কালে বীজ বপন, সময়োচিত বারিসে-চন, এবং অনিষ্টকর কণ্টক প্রভৃতি উৎক্ষেপণ না করিলে যেমন কৃষকের শ্রম সম্যক্‌রূপে সফল হওয়া দুর্ঘট হয়, সেইরূপ শিশুদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নিস্তেজ করিয়া তাহাদিগের সুকোমল মানসক্ষেত্রকে উপদেশ-গ্রহণ-ক্ষম না করিলে, যথাকালে সদুপদেশরূপ বীজ বপন না করিলে, এবং দৃষ্টান্তদ্বারা উপদেশের প্রামাণ্য ও উপযোগিতা সংস্থাপন না করিলে কোন শিক্ষকই সফল প্রয়াস হইতে পারেন না। যাঁহারা কিছু কাল অধ্যা-পনায় অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারাই এবিষয়ের কাঠিন্য অনুভব করিয়াছেন। যাঁহার উপরে বহু-বালকের শিক্ষাদান-কার্য্যের ভার সমর্পিত থাকে কেবল উপদেশ দান করিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য সাধন হয় না, তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থাপক, বিচারপতি ও দণ্ড-নতার কার্য্যও করিতে হয়।

যাঁহার উপদেশবলে বলবীর্য্যবিহীন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনারহিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, মৃৎপিণ্ডপ্রায় শিশু, বীর্য্য-বান্ জ্ঞানালোকসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য বলিয়া পরি-

গণিত হয়, যাঁহার উপদেশবলে জন্মকালে সর্ব্বজীব অপেক্ষা বলহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াও মনুষ্য আপন প্রভাব ও বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া পরে সকল জীবের উপর স্বীয় প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন, যাঁহার উপদেশবলে মনুষ্য স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বকীয় পদের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সাহিত্য বিজ্ঞানাদি নানা শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া পরম পবিত্রপ্রীতি-প্রফুল্লান্তঃকরণে অনুক্ষণ নিরতিশয়-সুখ-সাগরে ভাসমান হইতে থাকেন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য জগদীশ্বরের পরমাদ্ভুত সুকৌশলসম্পন্ন কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, অপরিসীম জ্ঞান, অনুপম করুনা ও অপার মহিমার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এক কালে বিমোহিত হইতে থাকেন, এবং যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পণ পূর্ব্বক অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় জন্মের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হন, সেই পরমপবিত্র দুর্লভ সুহৃত্তম শিক্ষক অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তি অধিক গৌরবান্বিত, পূজ্যপাদ ও প্রেমাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন? অনেক সুবিজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তি এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে রাজ্যমধ্যে শিক্ষক না থাকিলে যত ক্ষতি হয়, ধর্ম্মোপদেশক যাজক না থাকিলে তত ক্ষতি হয় না; কারণ বয়োবৃদ্ধদিগকে

ধর্ম্মোপদেশদান অপেক্ষা শিশুদিগকে সদুপদেশদানই অধিক আবশ্যক ও অধিক ফলোপধায়ক।

উচ্চপদ।

অনেকে উচ্চ পদ কামনা করেন কিন্তু উচ্চ পদে অসুখ বিস্তর। উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তিকে পরের মন রক্ষা ও মানের ভয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন ও খিদ্যমান থাকিতে হয়, শরীর সময় ও ধর্ম্ম কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকে না, কার্য্যচিন্তা দ্বারা স্বাস্থ্যক্ষয় হয় এবং ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে সময় ক্ষেপ করিবার যো থাকে না। অন্যের উপর প্রভুতার নিমিত্ত আপনার উপর প্রভুতা খোয়ান এক প্রকার মূঢ়ের কর্ম্ম। কোন পদে অধিরোহণ করাও সহজ নহে, তেজস্বী বা নিতান্ত ধার্ম্মিকের কর্ম্ম নয়। পদ-প্রার্থীরা কত কষ্টের পর কষ্ট-তরে পড়ে এবং কত অবমানের পর মানের মুখ দেখিতে পায়। উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তির একবার মাত্র একটী মহৎ কর্ম্ম করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে হয় না, উত্তরোত্তর অবদান পরম্পরা দ্বারা লোককে চমৎকৃত রাখিবার চেষ্টা পাইতে হয়। একটী প্রমাদ বা স্খলিত হইলে তাহাতেই দেশের লোকের চোখ্ পড়ে এবং তাহারা তিল প্রমাণ দোষকে তাল প্রমাণ করিয়া তুলে। উন্নত পদ অনুবীক্ষণ স্বরূপ, উহাতে অণুমাত্র দোষ বা গুণ বড় দেখায়। ঝটিতি

পরিত্যাগ করাও সহজ নয়, উচিত বোধ হইলেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং ইচ্ছা হইলেও লোভ সম্বরণ করা যায় না। বিশেষতঃ যাহারা লোকের নিকট কিছু দিন মান সম্ভ্রমে কাটাইয়াছে, তাহারা অপ্রকাশ্যরূপে থাকিতে ভালবাসে না। সকলে বড় পদ স্পৃহণীয় এবং বড় লোকদিগকে সুখী মনে করে বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের সুখের লেশ মাত্র নাই। তাহারা পরের মুখে অন্ন চাকে এবং আপনাদিগের অন্তরে অনুসন্ধান করিলে দুঃখ বই সুখের হেতু কিছুই দেখিতে পায় না। আপনারা যে দুঃখের ভাগী শীঘ্রই বুঝিতে পারে কিন্তু আপনারা যে দোষের ভাগী তত শীঘ্র বোধ করিতে পারে না। তাহাদিগের চিত্ত কার্য্যচিন্তায় এত কবলিত ও ব্যাসক্ত থাকে যে আত্মানুসন্ধান করিবার অবকাশ থাকে না। সকলের কাছে পরিচিত থাকিয়া আপনার কাছে অপরিচিত থাকা এক প্রকার বিপদ সন্দেহ নাই।

কর্কশ হইও না। অনর্থক কার্কশ্য প্রয়োগ পূর্ব্বক লোককে চটাইবার আবশ্যক কি। খর হইলে লোকে ভয় করে বটে কিন্তু কর্কশকে লোকে ঘৃণা করে। তর্জ্জন বা তিরস্কার করিবার সময়েও বিদ্রূপ করা উচিত নয়। আপনার আসনস্থ হইয়া সুহৃজ্জন বা গুরুজনের অনুরোধ রক্ষার্থ ন্যায় ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিও না। অনু-

রোধ বা উপরোধ রক্ষার্থ কর্ত্তব্য অবহেলন, উৎকোচ-হরণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ। সকলের কিছু উৎকোচ দিবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু কোন প্রকার অঙ্গাঙ্গিভাব অনুসন্ধান পূর্ব্বক উপরোধ জুটাইয়া আনা অতি সহজ সুতরাং এরূপ পক্ষপাতী ব্যক্তির সর্ব্বদাই অপথে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা। একটী প্রচীন গাথা আছে "পদস্থ হইলে লোকের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তখন সজ্জন বা দুর্জ্জন অনায়াসেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে"।

ব্যয়।

ধন, শুদ্ধ মান ও সৎকর্ম্মে ব্যয়ের নিমিত্ত, ধনে আর কিছু প্রয়োজন নাই। অতএব ধর্ম্ম কর্ম্মে বিত্তশাঠ্য করা অতি গর্হিত। স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত অবসরে সর্ব্বস্ব ব্যয় করাও দূষণীয় নহে, কিন্তু সচরাচর সাংসারিক ব্যয় করিবার সময় ওজন বুঝিয়া চলা উচিত। এখন উদার ও মুক্তহস্ত হইলে পরিণামে রিক্ত-হস্ত হইতে হইবে। আর ইহাও সাবধান থাকা উচিত যেন উপজীবিগণ কোনরূপে না ঠকাইতে পারে। বাহিরে এরূপে সম্ভ্রম রক্ষা করিবে যে, লোকে যত মনে করে তদপেক্ষা স্বল্প ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। যদি শুদ্ধ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইলেই পরিতুষ্ট হও তবে আয়ের

অৰ্দ্ধেক ব্যয় করিবে, আর যদি সম্পন্ন হইতে চাও তবে তৃতীয়াংশ মাত্র। হাজার বড় হইলেও আপনার বিষয় আপনি পর্য্যবেক্ষণ করা কখন ক্ষুদ্রতার কর্ম্ম নহে। পাছে ভগ্ন দশা দেখিয়া বিষণ্ণ হইতে হয় বলিয়া অনেকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে উপেক্ষা করেন, কিন্তু তাহা হইলে উত্তরোত্তর আরো ভগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিকারস্থান না দেখিলে কি রূপে প্রতীকারের আরম্ভ হইতে পারে। যাঁহারা স্বয়ং বিষয় রক্ষা না করেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মকর্ত্তা মনোনীত করিবার সময় অনেক বাছিতে হয় ও মধ্যে মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তা পরিবর্ত্ত করিতে হয় নতুবা পুরাতন কর্ম্মকর্ত্তারা কিছু দিনের পর প্রভুর রাশি বুঝিয়া লয় এবং ক্রমে ভয়-ভাঙা হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ পূর্ব্বক স্বার্থ সাধন করিতে ত্রুটী করে না।

যদি আহারের পারিপাট্য বিষয়ে প্রভুত ব্যয় কর, তবে পরিচ্ছদের ব্যয় কমাইতে হইবে। যদি ভদ্রাসনের অনেক আড়ম্বর প্রকাশ কর, তবে যান বিষয়ে মিত-ব্যয়ী হইতে হইবে। নতুবা একবারে চারি দিকে মুক্তহস্ত হইলে অচিরাৎ উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা।

যদি ঋণ থাকে ক্রমে পরিশোধ কর, একবারে আনৃণ্য গ্রহণার্থ সহসা বিষয় বিক্রয় করিলে উচিত মূল্য হইবে না, অবশ্য ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। ক্রমে পরিশোধনের আর এক গুণ এই যে মিতব্যয়িতা

অভ্যাস হইয়া আইসে। কিন্তু একবারে শুধিয়া ফেলিলে আবার অপ্রতুল ও আবার ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে।

অসূয়া ও মাৎসর্য্য।

গুণহীন ব্যক্তি পরকে গুণবান্ দেখিলে অসূয়া করে। লোকে হয় আপনার ভাল, নয় পরের মন্দ দেখিতে ভাল বাসে। যাহাদিগের আপনার ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই পরের ভাল দেখিলে তাহাদিগের চোখ টাটিয়া উঠে, এনিমিত্ত তাহারা পরের প্রাধান্য লোপার্থ অসূয়া করে। যাহাদিগের আত্মচিন্তা নাই, শুদ্ধ পর সংক্রান্ত ভাবদ্বিষয়ের অনুসন্ধানে অত্যন্ত কুতূহল, তাহাদিগকে অসূয়ুস্বভাব জানিবে। যাহাদিগের প্রাধান্য কুল-ক্রমাগত, তাহারা একজন কুল-মর্য্যাদা-শূন্য প্রাকৃত ব্যক্তির অভ্যুদয় দেখিলে অসূয়া করে। যেমন পশ্চাদবর্ত্তী অভিমুখে প্রধাবিত হইলে স্থৈর্য্যদশায় পুরঃস্থ ব্যক্তির পরাধীনতা বোধ হয়, সেইরূপ তাহারা অন্যের উদয় দেখিলে আপনাদিগের ক্ষয় মনে করে। বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, কঞ্চুকী ও জারজেরা প্রায় অসূয়ু-স্বভাব হইয়া থাকে, কেন না তাহাদিগের নিজের অবস্থা সংশোধনের কোন উপায় নাই, পরকে খাট না করিলে তাহাদিগের আত্মাদর চরিতার্থ হয় না।

অভ্যুদয়ের সময় সাটোপ বচনে লোকের উপর প্রভুতা প্রকাশ করিলে বা আড়ম্বর সহকারে আত্ম-শ্লাঘা করিলে অসূয়া-ভাজন হইতে হয়, এ নিমিত্ত বিজ্ঞেরা কখন কখন অতি সামান্য ব্যক্তিদিগের নিকট তুচ্ছ বিষয়ে পরিভব স্বীকার দ্বারা নিজ লাঘব ভান পূর্ব্বক তাহাদিগের গৌরব রক্ষা করেন। তাহাতে লোকে বিষয় বিশেষে তদীয় ন্যূনতা দেখিয়া কিছু সন্তুষ্ট থাকে এবং তত অসূয়া করে না। আবার কখন কখন এরূপ ও দেখা যায়, কিঞ্চিৎ সাহঙ্কার বচনে নিজ গুণের গৌরব প্রকাশ না করিলে লোকে অতি মৃদু ও আযো-গ্যান্মন্য মনে করে। নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে। লোকে যাঁহাকে অসূয়া করে তাঁহার কিছুতেই মনের সুখ নাই, একবার অসূ-য়ার বিষদৃষ্টিতে পড়িলে অতি সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানও লোকে স্বার্থ বা দুরভিসন্ধি মূলক মনে করে। অসূ-য়ুরা নিঃস্বার্থ পরাপকারে প্রবৃত্ত হয়, ইহাকেই খলতা কহে। খলেরা কোন রূপ অপকারে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলে অন্ততঃ অমূলক অখ্যাতি করিয়াও নিজ নীচতা ব্যক্ত করে। অন্যান্য অন্তঃকরণ বৃত্তির বিশ্রাম আছে, সর্ব্বদা আবির্ভাব দশায় থাকে না, কাল ও বিষয় অপেক্ষা করে, কিন্তু কাম ও অসূয়া সর্ব্বদাই জাগরিত থাকিয়া মন কলুষিত করিয়া রাখে।

শাস্ত্র চর্চ্চা।

অধ্যয়নে বহুদর্শী হয় ; অন্যের সহিত আলোচনে উপস্থিত বক্তা হয় ; রচনা লিখনে পাকা সংস্কার হয়। যদি তোমার রচনা অভ্যাস না থাকে, তবে অসাধারণ মেধা থাকা চাই ; যদি অন্যের সহিত অনুশীলন না কর, তবে বিলক্ষণ প্রতিভা থাকা আবশ্যক, আর যদি অধ্যয়নে ন্যূনতা থাকে, তবে ন্যূনতা ঢাকিবার নিমিত্ত অনেক ফন্দি করিতে হইবে, নতুবা সম্ভ্রম রক্ষা হইবে না।

ইতিহাসে বিজ্ঞতা জন্মে, সাহিত্যে সূক্তিনৈপুণ্য হয়, পদার্থবিদ্যায় গাম্ভীর্য্য জন্মে, ধর্ম্মনীতিতে ধীরতা হয়, তর্কশাস্ত্রে বাদনৈপুণ্য লাভ হয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্রম করিলে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগত দৌর্ব্বল্য পরিহৃত হয়, সেই রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শাস্ত্র অনুশীলনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আন্তরিক ন্যূনতা পরিহৃত হয়।

সন্দেহ।

অনেকে সব বিষয়েই সন্দেহ করে, কিছুতেই তাহাদিগের মনঃপূত হয় না, তাহারা কাহাকেও বিশ্বাস করে না ও তুচ্ছ ছল ধরিয়া লোকের নানা দুরভিসন্ধি কল্পনা করত সর্ব্বদাই মন কষায়িত করিয়া রাখে। এরূপ অভ্যাস সংশোধন করা অতি আবশ্যক। সন্দিগ্ধাত্মা ব্যক্তির মন কখনই প্রফুল্ল থাকে না, সর্ব্বদাই

বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটে, কোন কার্য্যই সুচাক ও অব্যাহত রূপে নিষ্পন্ন হয় না। রাজা সন্দিগ্ধাত্মা হইলে প্রজা পীড়ক হয়েন, বিজ্ঞজন সন্দেহী হইলে অব্যবস্থিত-চিত্ত ও বিষণ্ন স্বভাব হয়েন। ঈদৃশ-স্বভাব ব্যক্তিরাই অকারণে ভার্য্যার ব্যভিচার শঙ্কা করেন এবং তন্নিবন্ধন অতি বিশুদ্ধ দাম্পত্য সুখে একবারে বঞ্চিত হয়েন। অশিক্ষিত বা নির্ব্বোধ হইলেই যে সন্দিগ্ধস্বভাব হয় এমত নহে। সন্দেহ এক প্রকার রোগ, মতিমান্ ব্যক্তিদিগকেও কখন ঐ রোগে আক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা সন্দেহ পুষিয়া রাখেন না, কোন সন্দেহ উদয় হইলে বিলক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক তাহার একতর কোটি অবধারণ করেন। কিন্তু মূঢ় ও তামস-স্বভাব ব্যক্তিদিগের সন্দেহ শীঘ্রই বদ্ধমূল হয়।

অনেকে খলতা পূর্ব্বক সাধুজনের প্রতি লোকের মনে নানা সন্দেহ জন্মিয়া দেয়। যখন কোন সাধু ব্যক্তির উপর উক্তরূপে তোমার সন্দেহ জন্মে, তখন তাঁহারে মনের কথা ভাঙিয়া বলা উচিত, এবং যে নিমিত্তে তোমার সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা খুলিয়া অবগত করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে, হয় সন্দিগ্ধ ব্যক্তির মুখে সমুদায় বিবরণ শুনিয়া একবারে সকল সন্দেহ অপগত হইতে পারে, আর নয় সে ব্যক্তি সেই অবধি পূর্ব্বরূপ সন্দেহজনক আচরণ হইতে বিরত হইবে

পারেন। কিন্তু যাহারা স্বভাবতঃ নীচ ও ক্ষুদ্র, তাহাদিগের পক্ষে এ উপদেশটী খাটে না, তাহারা একবার অকারণে সন্দেহ-ভাজন বলিয়া জানিতে পারিলে জন্মের মত সাধুব্যবহার বিসর্জ্জন দেয়।

পুরাবৃত্ত পাঠের ফল।

জীবনচরিত পাঠে যে উপকার লাভ হইয়া থাকে, ইতিহাস পাঠে তদপেক্ষা অধিকতর উপকার লাভ হয়। জীবনচরিত পাঠ করিলে কেবল এক ব্যক্তির বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাস পাঠ করিলে সহস্র সহস্র ব্যক্তির আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। জীবনচরিতে কেবল এক ব্যক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়া থাকে, ইতিহাসে সহস্র সহস্র ব্যক্তির বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়। ফলতঃ ইতিহাস সহস্র সহস্র ব্যক্তির জীবনচরিত স্বরূপ। কোন্ জাতি কি গুণ থাকাতে উন্নতি লাভ করিয়া নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট অবস্থায় আরোহণ করিয়াছে, কোন্ জাতি কি গুণ থাকাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, কোন্ জাতি প্রথমে সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া কি দোষে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, কোন্ জাতি কি দোষ থাকাতে অতি নিকৃষ্ট

অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, ইতিহাস পাঠ দ্বারা এই সমস্ত বিষয় সবিস্তার অবগত হওয়া যায়। এই সকল বিষয় অবগত হইলেই মানুষের আপনার অবস্থা সংশোধন করিয়া উচ্চপদে আরোহণ করিতে অভিলাষ হয় এবং যে যে দোষ থাকাতে স্বজাতির ও স্বদেশের অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাহার সংশোধনে প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব ইতিহাস পাঠ সকলের পক্ষেই সবিশেষ আবশ্যক।

রোম ও রোমকদিগের বৃত্তান্ত।

রোমনগরের স্থাপনাবধি শেষ পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অন্তঃকরণে অতিশয় বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয়। রোমনগর ইটালির অন্তঃপাতী। এই নগর প্রথমে অতি বিশাল ছিল না; ইহাতে প্রথমে যে সমস্ত লোক বসতি করে, তাহারাও অসামান্য বলিয়া পরিগণিত ছিল না। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি বুদ্ধি ও বাহুবলে ক্রমে ক্রমে ইটালির অন্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় প্রদেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগের দিন দিন প্রভাব বৃদ্ধি দেখিয়া প্রতিবেশবাসীরা সাতিশয় ঈর্য্যাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বিপক্ষ

গণ রোমকদিগকে পর্য্যুদস্ত করিয়া রাখিবার যত চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাহাদিগের উৎসাহ, সাহস, বীর্য্য, বল এবং প্রতিভার প্রভা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ঊর্দ্ধতন রোমকদিগের উৎসাহ, সাহস, অধ্যবসায়, লোভবিরহ এবং স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি কতিপয় উদার গুণদ্বারা প্রথমে রোমরাজ্যের আধিপত্য যেমন বহুদূর বিস্তারিত হইয়াছিল; তেমনি শেষে অধস্তন রোমকদিগের আলস্য, অনুৎসাহ, অর্থলালসা, ভীরুতা প্রভৃতি কতিপয় দোষ প্রবল হওয়াতে সেই বিশাল রোমরাজ্য একালে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। রোমরাজ্য, স্থাপনাবধি শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সহস্র বৎসর কাল অখণ্ডিত ছিল। সহস্র বৎসরের পর অসভ্য জাতীয়েরা চতুর্দ্দিকে হইতে আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করিয়া ফেলে।

রোমকদিগের রাজ্যশাসন প্রণালী অতিশয় চমৎকার ছিল। এমনি চমৎকার যে, তাহারা নানা নগর এবং নানা জনপদ, এক নগরের ন্যায় শাসনে ও স্ববশে রাখিয়াছিল। ঐরূপ অদ্ভুত রাজ্য-শাসন প্রণালী ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য কোন দেশে দৃষ্ট হয় না।

রোমকদিগের আর সে রাজ্যপদ নাই, সে প্রভাব নাই, সে মহত্ত্ব নাই। কিন্তু সেই মহত্ত্বচিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইটালি, স্পেন, পোর্টুগাল

ফ্রান্স, এই কয়েক দেশের ভাষার সহিত রোমকদিগের ভাষার ঐক্য করিলে রোমকদিগের মহত্ত্বের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোমকদিগের ভাষা লাটিন ভাষা। লাটিন ভাষা রূপান্তরে পরিণত এবং ন্যূনাধিকভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া ঐ কয়েক দেশের ভাষা হইয়াছে। ইংরাজী ভাষাও সর্ব্বতোভাবে লাটিন সম্পর্ক শূন্য নহে। যেমন সংস্কৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে বাঙ্গালা ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ লাটিন না জানিলে ঐ কয়েক ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ সম্ভাবিত নহে। সংস্কৃত যেমন বাঙ্গালা ভাষার, লাটিন তেমনি ঐ কয় ভাষার মূল। রোমকেরা স্ববুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবিত করিয়া স্বদেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সমস্ত নূতন নিয়মের সৃষ্টি করিয়া যায় ইউরোপ খণ্ডের অনেক স্থলেই সেই সকল নিয়ম দৃঢ়তর রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে। রোমকদিগের মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্ত অধিক বাগাড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, যে রোমকেরা অসাধরণ বুদ্ধি বলে যে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সভ্যতাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অধুনা ইউরোপখণ্ডে বিরাজমান হইতেছে। ফলতঃ ভাল রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এই বোধ হইবে, যে ইংরাজ প্রভৃতি প্রধান

প্রধান জাতি অধুনা যে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, রোমকদিগের সভ্যতা তাহার বীজস্বরূপ।

যে জাতি প্রথমে অতি সামান্য ও অগন্য থাকিয়াও নিজগুণে এবং বুদ্ধিবলে তৎকাল পরিজ্ঞাত পৃথিবীর প্রায় সর্ব্ব স্থলেই স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিল; যে জাতি স্ববুদ্ধি কল্পিত অদ্ভুত রাজ্য শাসন প্রণালী-দ্বারা নানা নগরে এবং নানা জনপদে বিভিন্নস্বভাব লোকদিগকে এক নগরের লোকের ন্যায় স্ববশে রাখিয়া সহস্র বৎসর কাল দুর্ব্বহ রাজ্যভার অবলীলা-ক্রমে বহন করিয়াছিল; যে জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই সর্ব্বোত্তর মহত্ত্বলাভ করিয়া শত শত লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছিল; যে জাতির সভ্যতামূল হইতে শত শত সভ্যতালতা বিনির্গত হইয়া অধুনা ইউরোপ খণ্ডের নানা প্রদেশে শোভমান হইতেছে; সেই জাতির পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে যে, শত শত উপকার লাভ হইবে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

রোমকদিগের রাজা।

অস্মদ্দেশীয় গ্রন্থকারেরা বর্ণন করিয়াছেন, রাজা দেবতা স্বরূপ; রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করা কোন ক্রমে বিধেয় নহে।

অস্মদ্দেশীয়েরা গ্রন্থকারদিগের এই বাক্য প্রমাণ করিয়া রাজাকে যেরূপ দিক্পালের অংশ সম্ভূত নররূপ দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিত ; রাজা বালক, অযোগ্য ও অকর্ম্মণ্য হইলেও তাহাকে যেরূপ পৈতৃক সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিত, এবং রাজা দুরাচার ও নৃশংস হইলেও যেরূপ তাহার অসহ্য অত্যাচার যন্ত্রণা সহ্য করিত ; রোমকেরা রাজাকে সে রূপ দেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিত না ; পূর্ব্ব রাজার পুত্রদিগকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অযোগ্য হইলেও তাহাদিগকে রাজাসনে সন্নিবেশিত করিত না ; এবং রাজা অত্যাচারী হইলে কোন ক্রমেই তাহার অত্যাচার সহ্য করিত না।

ফলতঃ আমাদিগের দেশে রাজার বিষয়ে ও রাজনিয়োগ বিষয়ে যেরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, রোমে সে প্রকার প্রথা ছিল না। রোমকেরা যাহাকে মনোমত ও উপযুক্ত বোধ করিত, তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিত এবং রাজা দুরাত্মা হইলে তাহার রাজ্যশাসন পরিত্যাগে যত্নবান্ হইত।

রোমনগরে রাজনিয়োগ বিষয়ক যে সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় প্রধান প্রাড়্‌বিবাক অপেক্ষা রোমীয় রাজার অধিক ক্ষমতা ছিল না। রাজার যে সকল

ক্ষমতা ছিল, তিনি তৎসমুদায় প্রজাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন। পৃথিবীর তাবৎ লোক যদি সচ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে রাজা ও রাজকীয় ব্যবস্থায় কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সমুদায় লোক সৎ ও সৎ-পথাবলম্বী নহে। স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দুষ্টলোকেরা শিষ্ট লোকের উপর অনায়াসে অত্যাচার ও বলপ্রকাশ করে। প্রজাগণ পরস্পর সেই অত্যাচার নিবারণে উদ্যত হইলে মহতী অনর্থপরম্পরা এবং দেশ মধ্যে ভূয়সী বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত প্রজাগণ ঐক্য বাক্যে কোন প্রধানতম ব্যক্তির উপর আপনার-দিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে আপনারদিগের সমুদায় ক্ষমতা প্রদান করে। এইরূপে প্রথমে রাজপদের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে ঐ পদ কোন কোন দেশে অতিশয় পূজ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রথমে যে যুক্তিতে রাজপদ সৃষ্ট হইয়াছিল, সে যুক্তি ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। তাহাতে সেই সেই দেশের লোকের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, সমুদায়ই রাজার ; প্রজাগণ যাহা কিছু ভোগ করে, তৎসমুদায়ই রাজপ্রসাদ লব্ধ। সুতরাং রাজাও তত্তদ্দেশে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। কিন্তু রোমকেরা রাজাকে সেরূপ জ্ঞান না করিয়া আপনা-দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ বিবেচনা করিত এবং রাজা

উপরত হইলে স্বদত্ত সমুদায় ক্ষমতা পুনর্গ্রহণ করিত।

রোমের রাজা পূর্ব্বোক্ত রীতি ক্রমে প্রজাগণের নিকট হইতে রাজশক্তি প্রাপ্ত হইয়া সংগ্রাম স্থলে প্রধান সেনাপতির, ব্যবহার দর্শন কালে প্রধান প্রাড়্-বিবাকের, এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধান পুরোহি-তের কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

রামচন্দ্র বনগমন করিলে তাঁহাকে আনয়নার্থ ভরতের চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন।

ভরত রথারোহণ পূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত অমাত্য সম-ভিব্যাহারে রামচন্দ্রের উদ্দেশে বনপ্রদেশে চলিলেন। সুমন্ত্র পূর্ব্বপরিচিত পথে রথ চালনা করিতে লাগিলেন। ভরতের মনোরথের ন্যায় রথ, অবিলম্বে গ্রাম নগর জনপদ অতিক্রম করিয়া তৎপরে শৃঙ্গবের পুরে প্রবিষ্ট হইল। ভরত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া গুহকমুখে রামচন্দ্রের অবস্থান অবধি জটাধারণ পর্য্যন্ত আদ্যো-পান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত একান্ত চিত্তে শ্রবণ করিয়া এবং সেই সেই স্থান দর্শন করিয়া সুমনীভূত হইলেন। এবং গুহ-কের অনুরোধে ক্রমে তদ্দিন তথায় যাপন করিলেন পর-দিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গুহকসহ গঙ্গাপার হইয়া ভরদ্বাজ মুনির তপোবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তপোবনমুখে শ্রীরামের প্রস্থান-

পদবী পরিচিত হইয়া চিত্রকূটগিরি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সঙ্গীগণ ক্রমশঃ অনুসরণ করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অনুযায়িলোক শ্রীরামদর্শনলালসায় এত অধিক আসিয়াছিল যে, তাহার অগ্রভাগ অরণ্যে উপস্থিত হইলে পশ্চাৎবর্ত্তী ভাগ রাজধানীর সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংলগ্ন ছিল। ক্রমে ক্রমে নির্জ্জন বন জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। হিংস্র জন্তু ভয়ব্যাকুল হইয়া বনান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল।

এ দিকে রামচন্দ্র, গজবৃংহিত, অশ্বহেষিত এবং সৈন্যঘোষিত শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণেরে বলিলেন, বৎস! তুমুল কলরব শুনা যাইতেছে; হরিণ সকল ত্রাসিত হইয়া প্লুতগমন করিতেছে; বিহগগণ গগনমণ্ডলে গোলাকারে বিচরণ করিতেছে; অতএব বোধ হয়, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়া করিতে অটবীতে উপস্থিত হইতেছে। অতএব দেখ, ইহারা কোন্ দিকে আইসে। লক্ষ্মণ আদেশ মাত্র বিশাল শালতরু আরোহণ করিয়া উত্তর দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অসংখ্য সেনা বায়ুচালিত কাদম্বিনীর ন্যায় মহাবেগে দক্ষিণ দিকে ধাবমান হইতেছে। দেখিবামাত্র বিপদাপাত আশঙ্কা করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, আর্য্য! সত্বর বদ্ধপরিকর হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক অরণ্যপরিসরে অগ্রসর হউন; বোধ হয়, কৈকেয়ীকুমার ভরত, রাজ্যাভি-

মেকে মত্ত হইয়া সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করিয়া আমা-দিগকে হনন করিতে আসিতেছে। তাহারই সেনা-কোলাহল শুনা যাইতেছে, অপকারী দুরাচারী ভর-তেরে রণশায়ী করিয়া কৈকেয়ীর অশ্রুজলে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিব। আততায়ী দুরাত্মার বধ করিলে অধর্ম্ম হইবে না। এই বলিয়া কম্পিতকলেবর হইয়া তরুস্কন্ধ হইতে অবরোহণ করিলেন। অনন্তর বেপমানা জনকত-নয়াকে বনান্তরালে লুক্কায়িত রাখিতে ধাবমান হইলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কোপন্মুখ মুখবিকার বিলোকন করিয়া সস্মিতবদনে বলিলেন, বৎস! ভরত তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, যে তাহার জিঘাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছ। অসি বর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি হইবে? প্রাণা-ধিক ভরত উপস্থিত হইলে তাহার উপর কি অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে? সর্ব্বস্ব বিসর্জন দিয়া পিতৃসত্য পালন করিতে অরণ্যে আসিয়াছি; আমার রাজ্যে প্রয়ো-জন কি? যাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া রাজ্য সুখ কাহাকে ভোগ করাইব? সৈন্যেরাওত বলবিন্যাস বা ব্যুহ রচনা করিয়া আসিতেছে না যে, তাহাদিগকে আক্র-মণকারী বোধ করিতেছ। ভরতও খড়্গ হস্ত হইয়া তোমার জিঘাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছে না যে তাহাকে আততায়ী নিশ্চয় করিয়া হিংসার উপক্রম করিতেছ। আততায়ী

হইলেই কি কেহ ভ্রাতৃবধ করিয়া থাকে? আপনার প্রাণ কি আপনি নষ্ট করিতে পারা যায়? আমার বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল ভরত মাতুলালয় হইতে আগত হইয়া আমাদিগকে না দেখিয়া পর্য্যাকুল হইয়া আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার জন্য আসিতেছে। যদি তোমার রাজ্যে অভিলাষ হয় তবে ভরতেরে বলিয়া দিব; সে তোমারে রাজ্য অর্পণ করিবে। আর যদি ক্লেশ সহ্য করিতে না পার, তবে এই সঙ্গে রাজধানীতে চলিয়া যাইও। আমি সীতাসহচর হইয়া সচ্ছন্দে কানন পর্য্যটন করিতে পারিব। লক্ষ্মণ ভ্রাতার কথা শুনিয়া লজ্জাবনতমুখে একদিগে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এদিকে ভরত সেনাপতিদিগকে শিবিরসন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন, এবং স্বয়ং কতিপয়মাত্র বনেচর সহচর লইয়া গুহক সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রদিগের অন্বেষণ করিতে বলিলেন, বৎস শত্রুঘ্ন! যাবৎ রামচন্দ্রের রাজীব লোচন, লক্ষ্মণের কোমল বদন বিলোকন করিতে না পারিব, যাবৎ অগ্রজের রাজলক্ষণ লাঞ্ছিত চারু চরণ মস্তকে ধারণ করিতে না পারিব; যাবৎ জ্যেষ্ঠ মহাশয়কে রাজসিংহাসনে অধিরোহিত করিয়া চামরগ্রাহী না হইতে পারিব, যাবৎ জনকনন্দিনীকে স্বীয় প্রভুর রত্নাসনশোভিনী না দেখিতে পাইব, তাবৎ আমার হৃদয়ের মর্ম্ম বেদনার লাঘব ও শান্তি

হইবেনা। এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে পরিশেষে চিত্রকূট পর্ব্বতের এক পার্শ্বে রামচন্দ্রের আশ্রমের অনলোদ্গত ধূমশিখা অবলোকন করিলেন। যেরূপ অপহৃত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি হইলে এবং ঘনান্ধকারে দীপশিখা দর্শন করিলে আনন্দোদয় হয়, রামচন্দ্রের পবিত্র পাবকের ঊর্দ্ধোত্থিত ধূমরাশি দর্শন করিয়া ভরতের চিরদুঃখিতান্তঃকরণে সেইরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তখন তিনি দুর্গম পথ অতি পরিষ্কৃত বোধ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে পর্ণ কুটীরের পর্য্যন্ত ভাগে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শীতত্রাণ জন্য উটজাঙ্গনে মৃগমহিষের করীষরাশি সঞ্চিত; কুশ ও কুসুম পরিক্ষিপ্ত, পূর্ব্বোত্তর প্রবণা বেদি, প্রদীপ্ত পাবক, বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ সৈকততট, পত্রাচ্ছাদিত বিশাল পর্ণশালা দ্বয়, মনোরম হইয়া রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণে মন্দাকিনী প্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কৈলাসগিরিতটে জটাধারী কৈলাসনাথের ন্যায় অযোধ্যানাথ সিকতাময় বেদিতে আসীন হইয়া রহিয়াছেন। যিনি সতত প্রকৃতিপুঞ্জে এবং সজ্জন সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া উপাসিত হইতেন, তিনি আজি বন-বরাহ মৃগকুল পরিবৃত হইয়া ব্যাধের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন; যিনি মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রত্নসিংহাসনে আসীন থাকিতেন, তিনিই আজি হরিণাজিনে কথঞ্চিৎ

লজ্জাসংবরণ করিয়া অনাস্তৃত ভূমিতে বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছেন। যিনি উত্তমাঙ্গে সুন্দর কুসুমমালা ধারণ করিতেন, তিনিই আজি কদাকার জটাভার বহন করিতেছেন। যাঁহার দূর্ব্বাদল শ্যাম নির্ম্মল তনু অগুরু চন্দনে অনুক্ষণ অনুলিপ্ত থাকিত, তাঁহার সেই শরীর আজি মলীমসক্লিন্ন হইয়া রহিয়াছে। আমার অগ্রজ আমার জন্যে এত দুঃখ পাইতেছেন, ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ জননীর অনিষ্টকারিণী প্রার্থনায়। অগ্রজের এত কষ্ট? এই বলিয়া বাষ্পবারি বিমোচন করিতে করিতে রামচন্দ্রের পাদমূলে শত্রুঘ্নের সহিত উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক আর্য্য! এই কথা বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র উভয়কে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমরা নিতান্ত শিশু, দুর্গম অরণ্যে তোমাদের আবশ্যকতা কি? ভরত বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক বিনীত ভাবে বলিলেন, আর্য্য! জননীর কুলাচারবিরুদ্ধ প্রার্থনা অন্যথাভাব করিয়া রাজ্যভার স্বীকার পূর্ব্বক আমাদের প্রতিপালন ও দুরপনেয় কলঙ্ক অপনয়ন করুন, নতুবা নিন্দাস্পদ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। এই বলিয়া ভ্রাতার চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিতে লাগিল।

রামচন্দ্র সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, বৎস! অকারণে জননীকে দোষারোপ করিও না। মাতৃনিন্দা করিলে

নিরয় গমন করিতে হয় ; উহা শুনিলেও দুরদৃষ্ট জন্মে, তুমি ওকথা আর মুখে আনিও না ; আর আমার চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে রাজ্যভার গ্রহণ করা হইবে না ; পিতৃসত্য পালন করিতে বনে আসিয়াছি, তাহা প্রতি-পালন না করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিব না। ধর্ম্ম সঞ্চয় সার জানিয়া সত্যধর্ম্মে ব্রতী হইয়াছি ; তাহা সঞ্চয় করিতে পারি নাই, এবং সত্যব্রতের উদযাপনও হয় নাই আমি কোন ক্রমেই পিতার আজ্ঞা অতিক্রম করিতে পারিব না ; যে রূপে পারি পিতার আদেশা-নুকার্য্য করিতে হইবে। আর তোমার প্রতি মহারাজের যে আদেশ আছে তদনুসারে তুমি রাজা হইয়া রাজ্য-শাসন কর, কদাচ পিতার কথা অন্যথাচরণ করিও না। করিলে, অধর্ম্ম হইবে।

ভরত বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক কাতরস্বরে বলিলেন, আর্য্য ! আপনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠই রাজা হইয়া থাকেন, এই আমাদের কুলধর্ম্ম ; আপনি কুলক্রমাগত রাজধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া স্বয়ং রাজা হউন ; আমরা অপনার আজ্ঞাবহ দাস হইয়া কার্য্য করি। পিতার মৃত্যু হই-লেই অগ্রজ সমগ্র ভার ধারণ করেন ; কনিষ্ঠেরা কোন কর্ম্মের নয় ; তাহারা না গৃহ কর্ম্মেই তৎপর, না উপার্জ্জনক্ষম ; কেবল বিলাসিতা প্রকাশ করিতেই ভালবাসে। যে কোন ঘটনা ঘটুক না কেন, তাহারা

অগ্রজের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে; রাজ্য পালন করিতে প্রভূত বিদ্যাবত্তা ও যথেষ্ট ক্ষমতার আবশ্যকতা, আপনি কেন এ দুর্ভর ভার অযোগ্যের উপর অর্পণ করিতেছেন? যে যে কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহার উপর সেই কর্ম্মের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। রাজ্যশাসন প্রভূতবিদ্যাবুদ্ধি ও অসাধারণ-বিচার-শক্তিসম্পন্ন মহাত্মার কার্য্য। যে আপনার ভার আপনি ধারণ করিতে অক্ষম, সে পৃথিবীর ভার ধারণ করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে কখনই পারে না। আপনি সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত, স্বয়ং সকল বিষয়ের সমাধান করিতে তৎপর; অতএব বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করুন; আমার যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে আপনার প্রতিনিধি হইয়া বনে বাস করা আমার পক্ষে সহজ ব্যাপার; ইহাতে অসাধারণ বুদ্ধি ও বিবেচনা আবশ্যক করে না; যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল দ্বারা উদর পূর্ত্তি করা যায়; অন্যের আহারের জন্য ভাবিতে হয় না। আমি কুলগুরু প্রভৃতি গুরুজনের সম্মুখে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি, রাজ্যপালন অপেক্ষায় বনে বাস আমার স্পৃহনীয় ও সুসাধ্য; আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া মাতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব; কোন রূপেই পাপ রাজ্যে গমন করিব না।

রামচন্দ্র অশেষ প্রকার সান্ত্বনা করিয়া অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন বালকের মত কথা কহিতেছ? সন্তান হইয়া পিতাকে পতিত করিতে চেষ্টা পাইতেছ, এরূপ বালকবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া অভিষিক্ত হও। মন্ত্রিদিগের সহায়তা এবং কুলগুরুর প্রাড়বিবাকীয় ক্ষমতা অবলম্বন করিয়া সুবিচার বিতরণ কর; সাহসেরে প্রধান সহায় করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন কর। হৃষ্টচিত্তে প্রতিগমন করিয়া জননীবর্গের সেবা সুশ্রুষা কর। কালবিলম্ব করিও না, এক দিন রাজকার্য্য না দেখিলে অনেক অনর্থ ঘটে। আমি সত্যব্রত সমাপন না করিয়া কোন ক্রমেই গৃহে প্রত্যাগমন করিব না, বারংবার অনুরোধ করিলে অসন্তুষ্ট হইব অথবা অকর্ম্মণ্য জীবন পরিত্যাগ করিব।

বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত।

মহাভারত অতি বৃহৎ গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ বিস্তীর্ণ গ্রন্থ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ইতিহাস বলিয়াই প্রসিদ্ধ; কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহা পুরাণ এবং পঞ্চম বেদ শব্দেও উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাভারতে পুরাণের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান আছে, এবং স্থানে স্থানে বেদের আখ্যানও বর্ণিত

হইয়াছে। ইহাতে দেবচরিত ঋষিচরিত রাজচরিত কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং নানা প্রকার উপাখ্যানাদিও লিখিত আছে। অতি বিস্তৃত মহাভারত গ্রন্থে অনেক প্রকার রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি উক্ত হইয়াছে, এবং নানাবিধ লৌকিকাচার ও বিষয় ব্যবহারও বর্ণিত আছে। যাহাতে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত জ্ঞাত হইয়া সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইতে পারা যায়, সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ কোন প্রকৃত পুরাবৃত্ত গ্রন্থদৃষ্ট হয় না। কিন্তু মহাভারত পাঠ করিলে সে ক্ষোভ অনেক অংশে দূর হইতে পারে। যেরূপ পদ্ধতি অনুসারে অন্যান্য দেশের পুরাবৃত্ত লিখিত হইয়া থাকে, মহাভারত তদ্রূপ প্রথানুক্রমে রচিত নহে; কিন্তু কোন বিচক্ষণ লোকে মনোযোগ পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে যে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব কালীন আচার ব্যবহার নীতি ধর্ম্ম ও বিষয় ব্যবহারের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কোন কোন বিষয় বিবেচনা করিলে মহাভারত যেমন পুরাবৃত্ত মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, সেই রূপ কোন কোন অংশে ইহাকে নীতিশাস্ত্র বলিলেও বলা যায়। ইহার অনেক স্থানে সুস্পষ্টরূপে অনেক প্রকার নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে এবং কেবল নীতি

উপদেশের উদ্দেশেই অনেক উপাখ্যানাদি বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের রচনাকর্ত্তা এবং ভারতবর্ষীয় অপরাপর পূর্ব্বতন ঋষিগণ উল্লিখিত অসামান্য গ্রন্থের অধ্যয়ন ও শ্রবণের যে সমস্ত অসাধারণ অলৌকিক-ফল শ্রুতি বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আস্থাশূন্য হইলেও ইহার শ্রবণ ও অধ্যয়ন দ্বারা নীতি জ্ঞান ও বিষয় ব্যবহার জ্ঞানাদি অনেক প্রকার উপকার লাভ করিয়া সুখী হওয়া যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নীতি সকল সঙ্কলন করিয়া এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত প্রশংসনীয় নীতি শাস্ত্র রচনা দ্বারা জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের অনেক কবিও ইহার অনেক মনোহর আখ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক অনুপম আশ্চর্য্য কাব্য নাটকাদি রচনা করিয়া কাব্য রসরসিক জনগণের চিত্তবিনোদ সাধন করিয়াছেন। শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতগণও উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে সর্ব্বদা শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে নীতি শিক্ষা প্রদান করেন। ফলতঃ ভারতান্তর্গত অনেক উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভারতবর্ষীয় লোকে অনেক প্রকার নীতি জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতি বিস্তীর্ণ ভারত গ্রন্থে প্রায় মনুষ্যের সকল প্রকার অবস্থাই বর্ণিত আছে, সুতরাং ইহা হইতে সকল অবস্থার অনু-

রূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া লোকে সাবধানে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই গ্রন্থ এ দেশের গৌরব স্বরূপ। কোন ভিন্ন দেশীয় পণ্ডিত নিরপেক্ষ হইয়া ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলে অবশ্যই গ্রন্থকর্ত্তার আশ্চর্য্য অধ্যবসায় অসামান্য রচনা-নৈপুণ্য প্রগাঢ় ভাব মাধুরী ও উদার উদ্দেশ্যের যশঃ কীর্ত্তন করেন সন্দেহ নাই।

অসামান্য যত্ন-সম্পন্ন ভারত গ্রন্থ যে কোন্ সময় ও ভারতবর্ষের কি প্রকার অবস্থায় রচিত হইয়াছে, তাহা সংশয় শূন্য হইয়া অবধারিত করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু বেদ রচনার অনেক পরে যে ইহার রচনা হইয়াছে তাহা ইহার রচনাতাৎপর্য্য ও উপাখ্যানাদি দ্বারাই সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে। বেদের ভাষার সহিত ইহার ভাষার তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহাকে বেদাপেক্ষা আধুনিক বোধ হয় এবং ইহার মধ্যে বেদো আখ্যানাদিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, লোক যাত্রা বিধান, বাণিজ্য কৃষিকার্য্য ও শিল্প শাস্ত্রাদি সংক্রান্ত যে সকল কথা বর্ণিত আছে, কোন আদিম কালবর্ত্তী অসভ্যাবস্থ লোকের চিন্তাপথে তৎসমুদায় উদিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব যে সময় ভারতবর্ষে বিলক্ষণ রূপে সভ্যতার প্রচার ও জ্ঞানের

বিস্তার হইয়াছিল, মহাভারত যে তৎকালের রচিত গ্রন্থ, সে বিষয়ে কোন সংশয় জন্মিতে পারে না।

অশেষ জ্ঞানাধার ও নীতিগর্ত্ত মহাভারত গ্রন্থ এদেশীয় সর্ব্ব সাধারণ লোকের বোধ সুলভ করিবার উদ্দেশে কাশীরাম দাস তাহার অষ্টাদশ পর্ব্ব বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত পৌরাণিক পণ্ডিতেরাও স্থানে স্থানে দেশীয় ভাষায় উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু কাশীরাম দাসের অনুবাদিত গ্রন্থ পাঠ অথবা বেদী-স্থিত পৌরাণিকদিগের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মহা-ভারত যে কি পদার্থ ইহা যথার্থরূপে জানিবার সম্ভা-বনা নাই। কাশীরাম দাস স্বরচিত গ্রন্থের সৌন্দর্য্য সম্পাদন মানসে এবং সর্ব্ব সাধারণ লোকের চিত্ত রঞ্জন উদ্দেশে ব্যাসপ্রোক্ত মূল গ্রন্থের বহির্ভূত অনেক কথা রচনা করিয়া আপনার কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং মূলের লিখিত অনেক স্থল পরি-ত্যাগ করিয়া আপনার শ্রম লাঘব করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইদানীন্তন পুরাণবক্তা পণ্ডিত মহাশয়ে-রাও শ্রোতাদিগের শ্রবণ সুখ সম্পাদনাভিলাষে এবং আপনাদিগের হাস্যকরুণাদি রস সাধনী শক্তি প্রকাশ করিবার মানসে কাশীরাম দাসের অনুকরণ করিয়া মূল গ্রন্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বকও অনেক প্রকার নূতন

কথার ব্যাখ্যা করেন এবং শ্রোতাদিগের শ্রবণের অনুপযুক্ত আশঙ্কা করিয়া মূল গ্রন্থের অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এদেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে মহাভারতের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উল্লিখিত উভয় পথে যখন উক্ত প্রকার বিষম প্রতিবন্ধক বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া স্বয়ং মহাভারত পাঠ বা কোন যোগ্য পণ্ডিতের মুখে প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ না করিলে আর মহাভারত যে কি ইহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এক্ষণে এদেশে দিন দিন সংস্কৃত ভাষার যে প্রকার অননুশীলন এবং অনাদর হইয়া আসিতেছে, তাহাতে বরং সংস্কৃত গ্রন্থ সকল ক্রমে এদেশীয় লোকের নিকট হইতে তিরোহিত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বোধ হয়। সুদূর প্রস্থিত প্রশস্ত পন্থাও কালেতে বিলুপ্ত হয়, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকাও সময়ে শুষ্ক হইয়া যায়, অত্যুচ্চ প্রাসাদও কালে ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়া থাকে এবং পরিখা পরিবেষ্টিত দুর্গম দুর্গেরও ক্রমেই নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রগাঢ় জ্ঞানচিহ্ন দেশ হইতে শীঘ্র অপনীত হইবার নহে।

মহাভারতীয় কথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বৈশম্পায়ন প্রথমতঃ কায় মনোবাক্যে গুরুচরণে প্রণিপাত করিয়া ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য বিদ্বদগণকে প্রণাম করিলেন। পরে মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত অপূর্ব্ব উপাখ্যান কীর্ত্তন বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাজা জন-মেজয়কে কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বাদরায়ণির মুখনিঃসৃত এই অমৃতকল্প মহাভারতীয় কথা যেমন রমণীয়, আপনাকেও তদনুরূপ উপযুক্ত পাত্র লাভ করি-য়াছি, অতএব ভারত কথনে আমার অন্তঃকরণ অতি-মাত্র উৎসাহিত হইতেছে। হে মহারাজ! রাজ্যলোভ প্রযুক্ত কুরু পাণ্ডবদিগের গৃহবিচ্ছেদ ও সর্ব্বভূতবিনা-শক সংগ্রাম এবং পাণ্ডবদিগের দ্যূতমূলক বনবাস সবিস্তার বর্ণন করিতেছি, অবধান করুন।

রাজর্ষি পাণ্ডুর মরণান্তর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব অরণ্যবাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অচিরকাল মধ্যে বেদবিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যায় সম্পূর্ণ খ্যাতি লাভ করিলেন। পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের এতাদৃশ অসম্ভাবিত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সকলেই নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কৌরবকুল তদ্দর্শনে সহসা অসূয়াপরবশ হইলেন। তৎপরে মহাবল সৌবল, ক্রূর-কর্ম্মা কর্ণ ও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, ইহাঁরা ঐক্যমত্য অবলম্বন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিগ্রহচেষ্টা ও নির্ব্বাসনের বাসনা

করিলেন। দুর্য্যোধন শকুনির পরামর্শ ক্রমে রাজ্য-লাভার্থ পাণ্ডবদিগের উপর নানাবিধ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি অন্নে বিষ সংযোগ করিয়া ভীমকে উপযোগ করিতে দিলেন। ভীমসেন সবিশেষ না জানিয়া বিষান্ন ভক্ষণ ও তাহা জীর্ণ করি-লেন। অপর এক দিবস ভীম গঙ্গাতটে নিদ্রিত ছিলেন, এই অবসরে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাঁহার হস্ত পদাদি বন্ধন-পূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করেন। পরে ভীম জাগরিত হইবামাত্র স্বয়ং বন্ধন ছেদন করিয়া উত্থিত হইলেন। একদা বৃকো-দর নিদ্রায় অভিভুত আছেন, এমত সময়ে দুর্যোধন এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ সর্প দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দংশন করান, তাহাতেও তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল না; মহামতি বিদুর পাণ্ডবদিগের সেই সেই বিপদ উদ্ধার বিষয়ে সতর্ক থাকিলেন। যেমন দেবরাজ স্বর্গস্থ হইয়াও জীবলোকের হিতসাধন করেন, তদ্রূপ বিদুর দুর্য্যো-ধনের পক্ষে থাকিয়াও পাণ্ডবগণের শুভসাধন করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন গুহ্য ও বাহ্য বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডব-দিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া পরিশেষে বৃষসেন ও দুঃশাসন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ-পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের অনুমত্যনুসারে বারণাবতে জতুগৃহ

প্রস্তুত করাইলেন। তৎপরে পুত্রবৎসল রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া পাণ্ডব দিগকে নির্ব্বাসিত করেন। পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে হস্তিনা হইতে বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে বিদুর তাঁহাদিগের মন্ত্রী ছিলেন। পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে জতুগৃহবাসের আদেশ দিলেন। তাঁহারা এক বৎসর কাল তথায় নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া পরিশেষে বিদুরের পরামর্শক্রমে এক সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন। পরে সেই জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রী পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত মনে রজনীযোগে জননীসমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে পথিমধ্যে বিকটাকৃত হিড়ম্ব রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। হিড়ম্ব মুখব্যাদান-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে ভীমসেন স্ববিক্রম-প্রভাবে তাহাকে বধ করেন। অনন্তর আত্ম প্রকাশ-ভয়ে ভীত হইয়া ঐ রজনীতেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান কালে ভীমসেন হিড়ম্বা নাম্নী রাক্ষসীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার গর্ভে ঘটোৎকচনামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। পরে পাণ্ডবেরা ব্রহ্মচারিবেশে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিক্রম করেন। একদা মহাবল

মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় বাহুবলে ক্ষুধার্ত্ত বকনামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রা নগরের উপদ্রব নিবারণ করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পঞ্চালদেশে আগমনপূর্ব্বক দ্রৌপদীলাভ করেন এবং তথায় এক বৎসর বাস করিয়া পরিশেষে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হয়েন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অভ্যাগত পঞ্চ পাণ্ডবকে কহিলেন তোমাদিগের ভ্রাতৃ-বিগ্রহ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখিতেছি, যেহেতু আমি খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগকে বাসস্থান অবধারণ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তাহাতে সম্মত হইলে না। অতএব এক্ষণে তোমরা কতিপয় গ্রাম লইয়া বাসার্থ সেই বিশাল-রথ্যাকলাপমণ্ডিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর। পাণ্ডবগণ তাঁহার আদেশ ক্রমে বহুমূল্য রত্নরাশি গ্রহণপূর্ব্বক স্বজনগণসমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলেন। পরে বাহুবলে অন্যান্য ভূপালগণকে পরা-ভূত করিয়া এক বৎসর তথায় অবস্থিতি করেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ পাণ্ডবগণ এইরূপে শত্রু দমন দ্বারা ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিতে লাগিলেন। মহাযশাঃ ভীমসেন পূর্ব্ব দিক্, অর্জ্জুন উত্তর দিক্, নকুল পশ্চিম দিক্ ও সহদেব দক্ষিণ দিক্, জয় করিয়া এই সসাগরা ধরামণ্ডলে একা-ধিপত্য স্থাপন করিলেন। সূর্য্য ও সূর্য্যসদৃশ পঞ্চ পাণ্ডব দ্বারা ধরণীমণ্ডল যেন ষট্ সূর্য্যে উদ্ভাসিত হইল।

একদা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোন বিশেষ কারণ বশতঃ প্রাণ হইতে প্রিয়তর ভ্রাতা অর্জ্জুনকে বনে যাইতে কহিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তদীয় আজ্ঞাক্রমে বনে প্রবেশ করিয়া ত্রয়োদশ মাস তথায় বাস করিলেন। পরে এক দিবস দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সুভদ্রানাম্নী ভগিনীর পানিগ্রহণ করেন। যেমন শচী ইন্দ্রকে পাইয়া এবং লক্ষ্মী কৃষ্ণকে পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সুভদ্রা অর্জ্জুনকে পতিলাভ করিয়া তদ্রূপ আহ্লাদিত হইলেন। পরে বাসুদেব সমভিব্যাহারে অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দগ্ধ করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব ধনুঃ, অক্ষয় তূণীর, ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিলেন, এবং খাণ্ডবাগ্নি হইতে ময়দানবকে মোচন করিয়া দিলেন। ময়দানব তাঁহার প্রসাদে পরিত্রাণ পাইয়া নানাবিধ মণিকাঞ্চন-মণ্ডিত ও পরম রমণীয় এক সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ময়নির্ম্মিত সভার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া শকুনির পরামর্শানুসারে কূট পাশক্রীড়া দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের আদেশ দিলেন। ধর্ম্মরাজ তদনুসারে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া নিজ

রাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বকীয় ধন সম্পত্তি প্রার্থনা করেন। তাহা না পাওয়াতেই তাঁহাদিগের ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হয়। পরিশেষে তাঁহারা বিপুল পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রাণসংহার করিয়া পুনর্ব্বার আপন রাজ্য সম্পত্তি সমুদায় অধিকার করেন। হে মহারাজ! উভয় পক্ষে যেরূপে আত্মবিচ্ছেদ ও সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম।

জতুগৃহ দাহ।

জনমেজয়কে সম্বোধন করিয়া বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! যেরূপে জতুগৃহ দগ্ধ হয় এবং পাণ্ডবগণ তাহা হইতে মুক্ত হন, তৎসমুদায় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীমসেনকে মহাবল পরাক্রান্ত ও অর্জ্জুনকে কৃতবিদ্য দেখিয়া সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইল। দুরাত্মা কর্ণ ও শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের হিংসা করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরাও বিদুরের মতানুসারে উহার উদ্ভাবন করিতেন না, কেবল যখন যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত, যথাসাধ্য তাহার প্রতীকার করিতেন। এদিকে যাবতীয় পুরবাসীরা পাণ্ডবগণকে অশেষগুণসম্পন্ন দেখিয়া সভামধ্যে তাঁহাদিগের গুণগ্রাম বর্ণন করিতে

আরম্ভ করিল। তাহারা কি সভামণ্ডলে কি চত্বরে, একত্র হইলে কহে যে, মহাত্মা পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠতনয় যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র। প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পূর্ব্বে রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, তবে তিনি কি বলিয়া এক্ষণে ভূপতি হইবেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাব্রত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজ্য লইবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সুতরাং তিনিও রাজ্য ভার বহন করিবেন না, অতএব আমরা যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ তরুণবয়স্ক ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবজ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষেক করিব। সেই ধর্ম্মাত্মা, সত্যশীল, কারুণ্য-সম্পন্ন ও বেদবেত্তা; তিনি অবশ্যই শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও পুত্রগণসমবেত ধৃতরাষ্ট্রকে যথোচিত পূজা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিবিধ রাজভোগ প্রদান করিবেন। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরানুরক্ত পৌরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত ও ঈর্ষান্বিত হইল। এবং সত্বরে স্বীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে একাকী দেখিয়া পাদবন্দন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পিতঃ! পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে, রাজ্যভোগ পরাঙ্মুখ ভীষ্মেরও উহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। হে নরনাথ! পৌরবর্গের মুখে এই অশ্রেয়স্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত

মনোব্যথা হইতেছে; দেখুন পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু গুণবান্ বলিয়া পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন, আপনি জন্মান্ধত্বপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদনন্তর তদীয় পৌত্র, এইরূপে ক্রমশঃ পাণ্ডুবংশীয়েরাই সুখসাম্রাজ্যভোগ করিতে রহিল; আমরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজবংশে থাকিয়া জনগণের নিকটে হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিব। পরপিণ্ডোপজীবী লোকেরা সর্ব্বদা নরকভোগ করে, অতএব হে রাজন্! যাহাতে অমরা ঐ নরক হইতে মুক্ত হইতে পারি এরূপ কোন পরামর্শ করুন।

হে মহারাজ! যদি আপনি পূর্ব্বে এই রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ যতই অবশ হউক না কেন, আমরা অবশ্যই রাজত্ব লাভ করিতে পারিতাম।

ধৃতরাষ্ট্র তদীয় বাক্য শ্রবণে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডু সমস্ত জ্ঞাতিবর্গের বিশেষতঃ আমার প্রতি সর্ব্বদা ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। তিনি আপনার ভোজনাদি কার্য্যেও কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেন না বরং প্রত্যহ আমার নিকটে রাজ্যসংক্রান্ত বৃত্তান্তসকল নিবেদন করিতেন। তাঁহার পুত্র যুধিষ্ঠিরও তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম

পরায়ণ, গুণবান, লোকবিখ্যাত এবং পৌরগণের প্রিয়। এই রাজ্য তাঁহার পৈতৃক, বিশেষতঃ তিনি সহায়সম্পন্ন; আমি কি প্রকারে তাঁহাকে এখান হইতে বিদায় করিতে পারিব। পাণ্ডু পূর্ব্বে অমাত্য-বর্গ, সৈন্যগণ এবং তাহাদিগের পুত্রপৌত্র সকলকে পরম-যত্ন-সহকারে প্রতিপালন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহারা সেই পাণ্ডুকৃত পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের হিতসাধনার্থে আমাদিগকে সবংশে অবশ্যই বিনাশ করিবে।

দুর্য্যোধন কহিল, হে পিতঃ! আপনি যাহা কহিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদিগকে ধন ও সমুচিত সম্মান প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে তাহারা অবশ্যই আমাদিগের সহায় হইবে। এক্ষণে সমুদায় ধন ও অমাত্যবর্গ আমারই অধীন; অতএব আপনি কোন সহজ কৌশল দ্বারা কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে ত্বরায় বারণাবত নগরে প্রেরণ করুন। পরে আমরা সমুদায় সাম্রাজ্য হস্তগত করিলে পর কুন্তীও পুত্রগণসমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন করিবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি যাহা কহিলে তাহা আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু বৎস! এই অভিপ্রায় নিতান্ত পাপপূর্ণ বলিয়া আমি এতাবৎ কাল-মধ্যে প্রকাশ করিতে পারি নাই; আর ভীষ্ম,

দ্রোণ, বিদুর ও কৃপ ইহাঁরাও কেহ পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনে কদাচ সম্মত হইবেন না। ধর্ম্মশীল কুরুবংশীয়গণ আমাদিগকে ও পাণ্ডবগণকে সমান জ্ঞান করেন; তাঁহারা কখনই পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিলে সহ্য করিবেন না, অতএব যদি আমরা বিনাপরাধে পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করি, তাহা হইলে মনস্বী কৌরবেয়গণ ও ভীষ্মাদি ধর্ম্মাত্মারা কেনই আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন ?

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! পিতামহ ভীষ্ম আমাদের উভয়পক্ষেই সমপক্ষপাতী। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার অনুগত, সুতরাং দ্রোণাচার্য্যও পুত্রের বিপক্ষ হইতে না পারিয়া আমারই পক্ষে থাকিবেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য স্বীয় ভগিনীপতি দ্রোণ ও ভাগিনেয় অশ্বত্থামাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না; সুতরাং তিনিও আমার পক্ষ হইবেন। ক্ষত্তা বিদুর আমাদিগের অর্থবদ্ধ, কিন্তু বিপক্ষেরা গোপনে তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে, যাহা হউক, তিনি একাকী কখনই আমাদিগের অনিষ্ট করিতে পারিবেন না; অতএব মহাশয়! যাহাতে পাণ্ডুনন্দনগণ মাতৃসমভিব্যাহারে অদ্যই বারণাবতনগরে গমন করে, নিঃশঙ্কচিত্তে শীঘ্র তাহার উপায় করুন। হে রাজন্! পাণ্ডুক-

গণের নিমিত্ত দিবা রাত্রির মধ্যে একবারও নিদ্রা হয় না; তাহারা আমার হৃদয়ে অর্পিত শল্যের ন্যায় ঘোরতর শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে; আপনি তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার শোকানল নির্ব্বাণ করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অনুজগণ-সমবেত দুর্য্যোধন ধন ও সমুচিত সম্মান প্রদান দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রজাগণকে বশীভূত করিল। একদা মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীগণ ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শানুসারে সভায় বসিয়া কহিল, বারণাবত নগর অতি মহৎ ও পরম রমণীয়; তাহাতে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। এই সময়ে তাঁহার পূজনার্থে নানা দিগ্দেশ হইতে জনগণ সর্ব্বরত্ন-সমাকীর্ণ সুরম্য বারণাবতে সমুপস্থিত হইয়াছে। দৈবদুর্ব্বিপাক অখ-ণ্ডনীয়! মন্ত্রীগণের মুখে বারণাবত নগরের প্রশংসা শ্রবণে পাণ্ডুপুত্রগণের মনে তথায় গমন করিবার সাতিশয় বাসনা জন্মিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবত গমনের নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত জানিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বৎসগণ! সকলে প্রত্যহ আমার নিকটে কহে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত স্থান আছে, বারণাবত নগর সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়; অতএব যদি তোমাদিগের তথায় গিয়া আমোদ প্রমোদ করি-

বার বাসনা থাকে, তবে সবান্ধবে ও সপরিবারে গমন করিয়া অমরগণের ন্যায় বিহার এবং ব্রাহ্মণ ও গায়কগণকে যথাভিলষিত অর্থ প্রদান কর। কিছুদিন পরমসুখে তথায় বাস করিয়া পুনর্ব্বার এই হস্তিনা নগরে প্রত্যাগমন করিও।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শুনিয়া তাঁহার দুষ্টাভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কি করেন, আপনাকে অসহায় ভবিয়া অগত্যা "যে আজ্ঞা মহাশয়" বলিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর তিনি শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, আচার্য্য দ্রোণ, বাহ্লিক, সোমদত্ত, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবাঃ, যশস্বিনী গান্ধারী, মাননীয় অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণবর্গ, তপোধন, পুরোহিত ও পৌরবদিগের নিকটে গমন করিয়া দীনভাবে ও মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, আমরা পরম পূজ্য পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে সপরিবারে জনাকীর্ণ ও পরম রমণীয় বারণাবত নগরে চলিলাম, আপনারা প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করুন; আপনাদের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে কদাচ কোন অমঙ্গল আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তোমাদের মঙ্গল হউক,

পথে যেন কোন হিংস্র প্রাণী হইতে তোমাদের অমঙ্গল না ঘটে। পাণ্ডুপুত্রেরা গুরুজনের এইরূপ আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত যাবতীয় শুভকর্ম্ম সমাধা করিয়া বারণাবত নগরে প্রস্থান করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু-পুত্রগণকে বারণাবত নগরে গমন করিতে আদেশ করিলে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ঐ দুর্ম্মতি পুরোচননামা সচিবকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া তাহার দক্ষিণহস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পুরোচন! ধনসম্পত্তিসম্পন্ন এই বিপুল রাজ্য কেবল আমারই নহে, ইহাতে তোমারও অধিকার আছে; অতএব ইহা রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দেখ, যাহার সহিত মিলিত হইয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে মন্ত্রণা করি, তোমা ভিন্ন আমার এমন বিশ্বস্ত সহায় আর কেহই নাই; অতএব হে তাত! তোমার সহিত যে মন্ত্রণা করিতেছি, তুমি তাহা কদাচ প্রকাশ করিও না। সুনিপুণ উপায় দ্বারা আমার শত্রুদিগকে বিনাশ কর; যাহা বলিতেছি, কোনক্রমে যেন তাহার অন্যথা না হয়। অদ্য পাণ্ডবগণ পিতার আদেশানুসারে বিহারার্থ বারণাবত নগরে গমন করিবে। তুমি দ্রুতগামী অশ্বতরযোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাহাতে অদ্যই তথায় গমন করিতে পার, তাহার বিশেষ চেষ্টা পাও। নগরে উপস্থিত

হইয়া উহার প্রান্তদেশে সুসংবৃত ও মহাধন এক চতুঃ-শালগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিবে; তাহাতে শণ ও সর্জ্জরস প্রভৃতি যাবতীয় বহ্নিভোজ্য দ্রব্য প্রদান করাইবে। মৃত্তিকাতে প্রচুরপরিমাণে ঘৃত, তৈল, বসা ও লাক্ষাদি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ঐ গৃহের প্রাচীরে লেপ দেওয়াইবে। চতুর্দ্দিকে শণ, তৈল, ঘৃত, জতু ও কাষ্ঠপ্রভৃতি আগ্নেয় দ্রব্য সমুদায় রক্ষা করিবে; কিন্তু এই সমস্ত বস্তু এমন গোপনীয়ভাবে স্থাপন করিয়া রাখিবে যে পাণ্ডবগণ বা অন্য ব্যক্তি বিশেষরূপে অনু-সন্ধান করিলেও যেন সেই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া কোন-ক্রমে বুঝিতে না পারে। গৃহ নির্ম্মিত হইলে সুহৃদগণ-সমবেত পাণ্ডবদিগকে ও কুন্তীকে পরম সমাদরে সম্মানপূর্ব্বক লইয়া গিয়া উহার মধ্যে বাস করিতে দিবে। উহাদিগকে এরূপ দিব্য আসন, যান ও শয্যা প্রদান করিবে যে পিতা যেন তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হন। কিয়দ্দিন অতীত হইলে যখন পাণ্ডবেরা বিশ্বস্ত হইয়া অকুতোভয়ে গৃহমধ্যে শয়ান থাকিবে, সেই সময়ে তুমি উহার দ্বারদেশে অগ্নি প্রদান করিবে। তৎপরে ঐ অগ্নিদ্বারা বারণাবতনগরস্থ লোকদিগের গৃহ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তাহারা প্রবুদ্ধ হইয়া মনে করিবে যে অকস্মাৎ অগ্নি লাগিয়া নগর দগ্ধ হইতেছে। হে ধীমন্! তাহা হইলে আমাদিগকে কখনই আত্ম-

সমবেত পাণ্ডবগণের বধজনিত কলঙ্কে কলুষিত হইতে হইবে না।

পাপাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক শীঘ্রগামী অশ্বতর-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া বারণাবত নগরে গমন করিল এবং তথায় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের আদেশানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে লাগিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! এদিকে পাণ্ডবগণ বারণাবত নগরে গমনজন্য বায়ুবেগগামী সদশ্বযুক্ত রথে আরোহণসময়ে পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা দ্রোণ, কৃপ, ও বিদুর প্রভৃতি সমুদায় কুরুবংশীয় ও অন্যান্য বৃদ্ধগণকে প্রণাম করিলেন। সমকক্ষ ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিলেন; বালকগণ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। তদনন্তর তাঁহারা সমস্ত মাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন এবং সমুদায় প্রজাগণকে বিনয়-নম্র-বচনে সাদর সম্ভাষণ করিয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর-প্রভৃতি কতকগুলি কুরুবংশীয় ও পৌরবর্গ শোকাকুলিত-চিত্তে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় সাহসিক ব্রাহ্মণ পাণ্ডুনন্দনগণের দুঃখে বৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া নির্ভর-

চিত্তে কহিতে লাগিলেন "কুরুকুল-কলঙ্কী মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কেন এরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হই-য়াছেন। দেখ, মহাত্মা মাদ্রীনন্দনদ্বয়, পুণ্যশীল যুধিষ্ঠির, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, ও ধনঞ্জয় ইহাঁরা কখনই ধৃতরাষ্ট্রের অনিষ্টাচারণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; তথাপি তিনি ইহাঁদিগকে স্বীয় পিতৃরাজ্যের অধিকার প্রদান করিলেন না মহাত্মা ভীষ্মই বা কিপ্রকারে পাণ্ডব-গণের নির্বাসনরূপ নিতান্ত অধর্ম্ম ও একান্ত অশ্রদ্ধেয় বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্বে শান্তনুনন্দন নর-পতি বিচিত্রবীর্য্য, তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজর্ষি পাণ্ডু পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সুরলোকে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পুত্রগণের সহিত নৃশংস ব্যবহার করিতেছে; অতএব চল, আমরা এই বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আপন আপন গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এই রম্য হস্তিনা নগর হইতে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হই।" ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাকুল ব্রাহ্মণ-গণের বাক্যশ্রবণে ও পৌরগণের দুঃখদর্শনে দুঃখিত হইয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, নর-পতি ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের পিতৃতুল্য; তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অশঙ্কচিত্তচিত্তে প্রতিপালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনারা আমা-

দিগের পরম সুহৃৎ, এক্ষণে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হউন; কার্য্যকালে উপস্থিত হইলে আমাদের প্রিয় ও হিতসাধন করিবেন। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর তথাস্তু বলিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্তিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পৌরবগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে সুচতুর, ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ও প্রাজ্ঞ বিদুর সঙ্কেত দ্বারা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুর্য্যোধনকৃত মন্ত্রনার মর্ম্মোদ্ঘাটন-পূর্ব্বক এই প্রকার কহিতে লাগিলেন, "যে ব্যক্তি নীতিশাস্ত্রানুসারিণী পরমতির অভিজ্ঞ হয়, তাঁহার উচিত এই যে, যাহাতে আপদ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করেন। তৃণরাশির মধ্যে বিবর খনন করিয়া অবস্থিতি করিলে তৃণদাহক ও শৈত্য নাশক হুতাশন কখনই দগ্ধ করিতে পারে না, যে ব্যক্তি ইহা জানে সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শত্রুদিগের কুমন্ত্রণারূপ অস্ত্র লৌহনির্ম্মিত নহে, অথচ শরীর ছেদন করে জিনি ইহা জানেন, শত্রুবর্গ তাঁহাকে কখনই নষ্ট করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অন্ধ সে পথ বা দিঙ্-নির্ণয় করিতে পারে না, ও অধীর লোকের বুদ্ধিস্থৈর্য্য থাকে না, আমি এই কথামাত্র বলিলাম, বুঝিয়া লও। সর্ব্বদা ভ্রমণ করিলে পথ জানিতে পারা যায়, নক্ষত্র-

দ্বারা দিও নির্ণয় হইতে পারে, এবং যে ব্যক্তি আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত রাখিতে পারে, সে অবসন্ন হয় না।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, সুবিদ্বান্ বিদুরের এই কথা শুনিয়া "বুঝিলাম" এই মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন। মহাত্মা বিদুর এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিয়া পাণ্ডবগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক সবিষাদচিত্তে নিজগৃহে গমন করিলেন। পরে ভীষ্ম, বিদুর ও পুরবাসিগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর, কুন্তী যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, বৎস! ক্ষত্তা জনতামধ্যে গোপণীয় ভাবে তোমাকে যাহা কহিলেন, এবং তুমি ও তাঁহাকে "বুঝিলাম" বলিয়া উত্তর প্রদান করিলে, কিন্তু আমরা ও তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না, যদি উহা প্রকাশ করিলে কোন হানি না হয়, তবে আমাদিগকে সবিস্তার প্রকাশ করিয়া বল, শুনিতে নিতান্ত বসনা হইতেছে। যুধিষ্ঠির মাতার বচন শ্রবণানন্তর অতি বিনীত বচনে কহিলেন, মাতঃ! বিদুর আমাকে কহিলেন যে, দুর্য্যোধন তোমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তোমরা অত্যন্ত সাবধানে বিচরণ করিবে, সমুদায় পথ উত্তমরূপে চিনিয়া রাখিবে ও সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে, তাহা হইলেই অচিরাৎ রাজ্য লাভ করিতে পারিবে। আমি তাঁহার ঐ উপদেশবাক্য শ্রবণানন্তর, বুঝিয়াছি বলিয়া

তাঁহাকে বিদায় করিলাম। হে নৃপতিসত্তম জনমেজয়! তদনন্তর মাতৃসমেত পাণ্ডবগণ ফাল্গুনমাসীয় অষ্টম দিবসে রোহিণীনক্ষত্রে বারণাবত নগরে সমুত্তীর্ণ হইলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বারণাবতবাসী প্রজারা পাণ্ডুপুত্রগণের শুভাগমনবার্ত্তা শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া দর্শনমানসে হস্ত্যশ্বরথ প্রভৃতি নানা যানে আরোহণ করিয়া আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে রাজকুমারদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ-পুরঃসর তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বারণাবতবাসী জনগণে পরিবৃত হইয়া অমরসমাজ-মধ্যবর্ত্তী সুররাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পৌরবর্গ পাণ্ডবগণের সমুচিত সম্মান ও সৎকার করিল। তাঁহারাও তাহাদিগকে যথোচিত বিনয়-সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া পরম রমণীয় জনাকীর্ণ বারনাবতনগরে প্রবেশ করিলেন। পুর-প্রবেশানন্তর তাঁহারা প্রথমতঃ সৎকার্য্য-নিরত ব্রাহ্মণগণের নিকেতনে, পরে নগরাধিকারিদিগের ভবনে, তৎপরে রথিদিগের নিলয়ে, পরিশেষে বৈশ্য ও শূদ্রগণের গৃহে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই পাণ্ডবগণকে যথোচিত সমাদর-পুরঃসর পূজা করিলেন। তখন মাতৃসমবেত পাণ্ডুনন্দনগণ পুরোচন সমভিব্যাহারে বাসোপযোগী নির্দ্দিষ্ট সুরম্য হর্ম্ম্যে গমন

করিলেন। পুরোচন তাঁহাদিগকে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য, পেয়, আসন ও শয্যা প্রভৃতি সমুদায় রাজভোগ্য দ্রব্য প্রদান করিল। এইরূপে পুরোচন কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া সমাতৃক পাণ্ডবগণ দশ দিন তথায় বাস করিলেন। পৌরবর্গ প্রত্যহ তাঁহাদিগকে উপাসনা এবং পরিচর্য্যায় প্রীত ও প্রসন্ন করিল।

একাদশ দিনে পাপাত্মা পুরোচন স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার মানসে কৌতুকোৎপাদন করিয়া পাণ্ডবগণকে স্বনির্ম্মিত জতুগৃহে লইয়া তথায় বাস করিবার অনুরোধ করিল। ঐ অশিব-বিধায়ক গৃহের নাম শিব রাখিয়া ছিল। মাতৃসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণ পুরোচনের বচনানুসারে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ ভাই! এই গৃহ ঘৃত ও জতু মিশ্রিত বসাগন্ধে পরিপূর্ণ; আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহা আগ্নেয়। গৃহনির্ম্মাণ-দক্ষ বিপক্ষের পক্ষে বিশ্বস্ত শিল্পিগণ শণ, সর্জ্জরস এবং ঘৃতাক্ত মুঞ্জ, বল্বজ ও বংশ প্রভৃতি উপাদানে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্য্যোধনবশবর্ত্তী দুরাত্মা পুরোচন তুষ্টিকর ব্যবহার দ্বারা বিশ্বাস জন্মাইয়া দগ্ধ করিবার বাসনায় আমাদিগকে এই বিষম আগ্নেয় গৃহে আনয়ন করিয়াছে। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন পিতৃব্য বিদুর শত্রুগণের

আকারেঙ্গিত দ্বারা তাহাদের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! যদি এই গৃহ আগ্নেয় বলিয়া স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকে, তবে আসুন, আমরা যেখানে ছিলাম, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিয়া বাস করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এই খানেই বাস করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমরা অব্যক্তাকার ও অপ্রমত্ত হইয়া এস্থান হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিব; নচেৎ যদি পুরোচন অণুপরিমাণেও আমাদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারে, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবে। ঐ পাপাত্মা, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী; ও কি অধর্ম্ম, কি লোকনিন্দা, কিছুতেই ভীত নহে; হে বৃকোদর! দেখ এই শত্রুনির্ম্মিত জতুগৃহ দগ্ধ হইলে পর পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য কুরুবংশীয় মহাত্মারা, "এই অধর্ম্ম অস্বর্গ্য ধর্ম্ম কে করিল? এবং কি নিমিত্তই বা এঘটনা ঘটিল" বলিয়া অবশ্যই সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইবেন; কিন্তু যদি আমরা দাহভয়ে ভীত হইয়া এস্থান পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে পুনর্ব্বার প্রস্থান করি, তাহা হইলে রাজ্যলুব্ধ দুরাত্মা দুর্য্যোধন বলপূর্ব্বক আমাদিগকে সংহার করিবে

সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেই দুরাত্মা পদস্থ, আমরা অপদস্থ; সে সহায়বান্, আমরা অসহায়; সে ধনবান্, আমরা নির্ধন; সে মনে করিলেই কোন না কোন উপায় দ্বারা আমাদিগকে বধ করিতে পারিবে; অতএব আমরা [illegible] দুর্য্যোধন ও পুরোচনকে বঞ্চনা করিয়া, এস্থান হইতে গোপণীয়ভাবে পলায়ন করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে ইতস্ততঃ বাস করিব। সম্প্রতি মৃগয়াচ্ছলে নানা দেশ ভ্রমণ করিলে পলায়নকালে কোন পথই আমাদের অবিদিত থাকিবে না। আমরা অদ্যাবধি এই গৃহমধ্যে এক গহ্বর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে গূঢ়োচ্ছ্বাস হইয়া বাস করিব, তথায় প্রদীপ্ত হুতাশন কখনই আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। ঐ গর্ত্তমধ্যে এরূপ গোপণীয়ভাবে আমাদিগকে থাকিতে হইবে, যেন পাপাত্মা পুরোচন বা অত্রস্থ অন্য কেহ জানিতে না পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ইতিমধ্যে এক দিবস বিদুরের সখা একজন খনক পাণ্ডবগণের নিকটে সমুপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে নিবেদন করিল, হে মহাত্মগণ! আমি খনক, পরম হিতৈষী বিদুর প্রাণপণে পাণ্ডবগণের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান ও হিত সাধন করিতে আমাকে এস্থানে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, আপনাদের কি প্রিয় অনুষ্ঠান করিব?

দুরাত্মা পুরোচন কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে রজনীযোগে গৃহদ্বারে অগ্নি প্রদান করিবে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আপনাদিগকে মাতৃসমভিব্যাহারে দগ্ধ করিবার মানসে পুরোচনকে কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে। আমার কথায় বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আপনাকে মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিতে বলিয়াছেন, যে "তিনি আগমনকালে ম্লেচ্ছভাষায় আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন, আপনিও বুঝিলাম বলিয়া তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলেন।"

সত্যপরায়ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির খনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, সৌম্য! আমি তোমাকে দেখিয়াই দৃঢ়ভক্তিশালী, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, মহাত্মা বিদুরের প্রিয়বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ; সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির কিছুই অবিজ্ঞাত থাকে না। তুমি বিদুরের ন্যায় আমাদেরও পরম সুহৃৎ; সেই ধর্ম্মাত্মা বিদুর যেমন আমাদিগকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমিও আমাদের রক্ষা কর। দুরাত্মা পুরোচন দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে আমাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য এই আগ্নেয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ধনবান্ ও সহায়বান্; সে চিরকাল আমাদিগের হিংসা করে; আমরা নিহত হইলেই তাহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়। তুমি অনুগ্রহ

করিয়া এই দারুণ অগ্নিভয় হইতে আমাদিগকে পরি-ত্রাণ কর। দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই জতুগৃহের রন্ধ্র-মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র এরূপ কৌশলে রাখিয়াছে, যে আমরা এই গৃহে থাকিয়া কোন ক্রমে অগ্নি হইতে যদিও মুক্ত হইতে পারি, অস্ত্র হইতে কোন মতেই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। ধর্ম্মশীল বিদুর দুর্য্যোধনের এই কুমন্ত্রণা জানিতে পারিয়া সঙ্কেতে আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া-ছিলেন। হে সৌম্য! এক্ষণে আমরা এই বিপদ-গ্রস্ত হইয়াছি; তুমি পুরোচনের অজ্ঞাতসারে এই আপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর।

খনক যুধিষ্ঠিরের বচনান্তে তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া বহু যত্ন সহকারে পরিখাখননচ্ছলে সেই গৃহের মধ্যে এক মহাগর্ত্ত প্রস্তুত করিল। গর্ত্ত প্রস্তুত হইলে পর পাছে পুরোচন উহা বুঝিতে পারে, এই ভয়ে কবাটদ্বারা উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগে মৃত্তিকা দিয়া এরূপ সমতল করিয়া রাখিয়াছিল যে, সহসা সন্দর্শন করিলে উহার নিম্ন ভাগে গর্ত্ত আছে. বলিয়া বুঝিতে পারা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

পাণ্ডবগণ পুরোচনকে বঞ্চনা করিবার মানসে বিশ্বস্তের ন্যায় দিবাভাগে মৃগয়াচ্ছলে ইতস্ততঃ ভ্রমন করিতেন, রজনীযোগে খনককৃত গহ্বরে শয়ন করিয়া শঙ্কিতচিত্তে সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া কালযাপন করিতেন।

পাণ্ডবগণের ঐ গোপনীয় ব্যাপার বিদুরের পরম সুহৃৎ সেই খনকসত্তম ব্যতীত অন্য কেহই জানিতে পারে নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণের বারণাবত নগরে সম্বৎসর পূর্ণ হইলে, দুর্ম্মতি পুরোচন তাঁহাদিগকে একান্ত বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে পরম সন্তুষ্ট হইল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে পরিতুষ্ট দেখিয়া স্বীয় ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! পাপাত্মা পুরোচন আমাদিগকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়াছে; আমরা কপট ব্যবহার দ্বারা দুরাত্মাকে বঞ্চিত করিয়াছি; সম্প্রতি আমাদের পলায়নের সময় উপস্থিত হইয়াছে; অদ্য আয়ুধাগারে অগ্নি প্রদানপূর্ব্বক পুরোচনকে ভস্মসাৎ করিয়া ছয় জনকে এখানে রাখিয়া অলক্ষিতরূপে পলায়ন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যেদিন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত এই পরামর্শ করেন, সেই দিবস রাত্রিকালে ভোজরাজনন্দিনী দান-প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করান, স্ত্রীলোকেরাও তথায় উপস্থিত হয়। তাহারা ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক অভিমত পানভোজন সমাধান করিয়া কুন্তীর নিকটে বিদায় লইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রতিগমন করিল। ক্ষুধাতুরা এক নিষাদী কালপ্রেরিত হইয়া অন্নলাভ-প্রত্যাশায় পঞ্চ পুত্র সমভিব্যাহারে

তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। কুন্তিভোজদুহিতা দয়ার্দ্র-চিত্তে উত্তমরূপে তাহাদিগকে পানভোজন করাইলেন। নিষাদী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে প্রচুরপরিমাণে মদ্য পান করিয়া হতজ্ঞান ও মৃতকল্প হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিল। এদিকে ক্রমে রজনী অধিকা হইল ; নগরস্থ সমস্ত লোক নিদ্রায় অভিভূত ; তৎকালে ভগবান্ সমীরণ নিরপরাধ পাণ্ডবগণের প্রতি সদয় হইয়াই যেন তাঁহাদের সাহায্য করিবার মানসে প্রবল বেগে বহিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন উত্তম সুযোগ বুঝিতে পারিয়া অগ্রে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহের দ্বারে, তৎপরে সেই বাটীর চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, যে অগ্নি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়াছে, তখন ভ্রাতৃগণ ও মাতার সহিত খনক-নির্ম্মিত গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে অগ্নির উত্তাপ ও শব্দ প্রবল হইয়া উঠিল। হুতাশনের উগ্র তাপ ও কঠোর শব্দপ্রভাবে পৌরগণ জাগরিত হইল। তাহারা পাণ্ডবগণের আবাস দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া, সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ! দুরাত্মা পুরোচন, পাণ্ডবদ্বেষী কুরুকুল-কলঙ্ক পাপাত্মা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে নির-পরাধ সুবিশ্বস্ত সমাতৃক পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার মানসে এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল ; এক্ষণে ইহাতে

অগ্নি প্রদান করিয়া স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধ করিল। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দুরাত্মা আপনিও এই প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে; পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্, উহার কি দুর্ব্বুদ্ধি! ঐ দুরাত্মা পরমাত্মীয় স্বীয় ভ্রাতষ্পুত্রগণকে শত্রুর ন্যায় অনায়াসে দগ্ধ করাইল। বারণাবতনগরস্থ লোকগণ দহ্যমানজতুগৃহের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

এদিকে মাতৃসমবেত পাণ্ডবেরা গর্ত্তদিয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। একে রজনী জাগরণ তাহাতে আবার গৃহদাহভয়। ভীম ব্যতীত সকলেই দ্রুতগমনে অসক্ত হইয়া পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিলেন। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর মাতাকে স্কন্ধদেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে হস্ত-দ্বয়ে ধরিয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষের আঘাতে বনরাজি ও তরু ভগ্ন ও পদাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরা।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! সমাগত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাঙ্মুখ হইলে অর্জ্জুন উদায়ুধ হইয়া

বিপ্রমণ্ডলীমধ্য-হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পার্থকে কার্ম্মুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া অজিনবিধূনন-পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনা হইয়া রহিলেন, কেহ হর্ষিত হইলেন এবং কেহ কেহ বা পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে, যাহাতে ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী শল্যপ্রমুখ সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, এক জন হীনবল অকৃতাস্ত্র সামান্য ব্রাহ্মণকুমার তদ্বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে। এই ব্যক্তি গর্ব্বিত হইয়াই হউক, অথবা কন্যাগ্রহণহর্ষে মোহিত হইয়াই হউক, কিম্বা বিপ্রস্বভাবসুলভ প্রলোভ-চপলতা প্রযুক্তই হউক, পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যদি কৃত-কার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলেই সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণদিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব ইহাকে গমন করিতে নিবারণ কর। কেহ কেহ কহিলেন, আমরা উহাসাস্পদ হইব না, আমাদিগের কোন প্রকার লাঘবও হইবে না এবং রাজাদিগেরও দ্বেষ্য হইব না। কেহ কেহ বলিলেন, এই পীনস্কন্ধ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত-গম্ভীরাকৃতি, গজেন্দ্রবিক্রম ও মৃগেন্দ্রগতি সুরূপ যুবার আকার ও অবিচলিত অধ্যবসায় দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়-মান হইতেছে, যে ইনি কখনই বিফলপ্রযত্ন হইবেন না।

ইহাঁর মহীয়সী উৎসাহশীলতা লক্ষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখন কোন কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না। ফলতঃ ব্রাহ্মণের অসাধ্য কার্য্য ভূমণ্ডলে দৃষ্টি-গোচর হয় না। অনাহার, বাল্বাহার, ফলাহার ও দৃঢ়ব্রত, তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণ দেখিতে দুর্ব্বল হইলেও তাঁহা-দিগের অন্তঃসার ও তেজের হ্রাস হয় না। ব্রাহ্মণ সৎকর্ম্মই করুন অথবা অসৎ কর্ম্মই করুন তিনি কদাপি অবমানিত হয়েন না; কারণ সুখজনক, দুঃখজনক, সামান্য ও মহৎ সমুদায় কার্য্যই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃকসম্পাদিত হইয়া থাকে। দেখ! জামদগ্ন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে পরাভব করিয়াছিলেন, অগস্ত্য স্বীয় ব্রহ্ম-তেজঃ প্রভাবে অগাধ জলনিধি পালন করিয়াছিলেন, অতএব সকলে এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেখ, এই ব্রাহ্মণতনয় কার্ম্মুকে জ্যা রোপন করিতেছে। এই কথা শুনিয়া সকলে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বর-প্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন। শিশুপাল, সুনীথ, রাধের, দুর্য্যোধন, শল্য, ও শাল্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহ সকল দৃঢ় প্রযত্নেও যে ধনু সসজ্য করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমিষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যা রোপণ

পূর্ব্বক পাঁচটি শরগ্রহণ করিলেন, পরে ছিদ্র দ্বারা সেই অতি কষ্টবেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। দেবতারা অর্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বসন বিধুননপূর্ব্বক অলক্ষিত হইয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং নভোমণ্ডল হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, বাদ্যকরেরা শতাঙ্গতূর্য্য বাদন করিতে লাগিল এবং সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্রুপদরাজ পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন, এবং সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তদীয় সহায়তা করিবার মানস করিলেন। অর্জ্জুনের বিজয়-শব্দ সমন্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ধার্ম্মিকাগ্রণী যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত সত্বর আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন, কৃষ্ণা লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া এবং শক্রপ্রতিম পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সহর্ষে মাল্য-দান ও শুভ্র বসন গ্রহণপূর্ব্বক কুন্তীসুতসমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা পার্থ বিজয় লাভ ও দ্রৌপদীদত্ত মালা গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ-পরিপূজ্যমান্ হইয়া পত্নীসমভিব্যাহারে রঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ।

যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডব জতুগৃহের প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন বিদুর তাহাদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান্ আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসঙ্খ্য রাজগণ-সমক্ষে লক্ষ্যভেদ করত তাহা ভূতলে পাতিত ও দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রম-প্রভাবে সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, তথাপি বৃষ্ণিবংশাবতংশ কৃষ্ণ বলরাম ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া পরম সখ্যতা-ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, একবস্ত্রা, অশ্রুমুখী, দুঃখিনী দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ন্যায় সভায় আনয়ন ও নিতান্ত নির্ব্বোধ দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিয়াছে, তথাপি ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি নিরাশ হইয়াছি।

যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, তথাপি শান্ত

ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুগতই আছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, বিরাট-নগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব প্রচ্ছন্ন-বেশে অজ্ঞাত-বাস অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আমার পুত্রেরা কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না, তদবধি আর আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, বিরাটরাজা স্বসুতা উত্তরাকে অলস্কৃতা করিয়া অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন এবং অর্জ্জুনও আপনার পুত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছেন, তখন আমি জয়ের আশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, নির্জ্জিত, নির্ধন, নিষ্কাসিত ও স্বজন-বহিষ্কৃত যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে, এবং বলিকে ছলিবার নিমিত্ত যিনি এক পদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছিন, সেই ত্রিবিক্রম নারায়ণ, যাহার বহুবিধ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছেন, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম প্রতিদিন রণক্ষেত্রে দশসহস্র লোকের প্রাণ সংহার করিলেও

পাণ্ডবপক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, ভীষ্মদেব মৎপক্ষীয় অসঙ্খ্য লোককে বিনষ্ট ও অল্পাবশিষ্ট-কলেবর শত্রুপক্ষ দিগের সুতীক্ষ্ণ শরজালে বিদ্ধকলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়িত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, বিচিত্রবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানা-বিধ অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, সপ্তরথী অর্জ্জুন-বিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবয়স্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করত পরম সন্তোষলাভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরা-ষ্ট্রেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে অর্জ্জুন রোষভরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি-য়াছে, তখন আমি জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শত্রুসমক্ষে জয়দ্রথ বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্ব-থামা নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের

প্রধান এক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের রুধির পান করিয়াছে, এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকেই তথায় সমুপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে অক্ষম হই-য়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও সহায়শূন্য হইয়া একাকী হ্রদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত জলস্তম্ভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

সমুদ্র মন্থন।

পূর্ব্ব কালে কোন সময় শঙ্করের অংশসম্ভূত মহর্ষি দুর্ব্বাসা ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন। একদা তিনি (পর্য্যটন করিতে করিতে অরণ্য মধ্যে) এক বিদ্যাধরীর হস্তে এক ছড়া অপূর্ব্ব দিব্য মালা দেখিতে পাইলেন। ঐ মালা কল্পবৃক্ষের কুসুমদ্বারা গ্রথিত। উহার গন্ধে অখিল বন সুবাসিত হওয়াতে বনচারী-দিগের অতীব মনোরঞ্জন হইয়াছিল। অনন্তর উন্মত্ত-

ব্রতধারী দুর্ব্বাসা পরম রমণীয় সেই মালা সন্দর্শন করিয়া নিরূপম রূপবতী বিদ্যাধরীর নিকট তাহা যাচ্ঞা করিলেন। তন্বী বিশালনয়না বিদ্যাধরাঙ্গনা দুর্ব্বাসাকে প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রণাম করিয়া সমাদর পূর্ব্বক সেই মালা তাঁহাকে প্রদান করিল। উন্মত্তব্রতধারী ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসা সেই মালা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে তিনি দেখিলেন, ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর দেবরাজ শচীপতি ইন্দ্র, মত্ত ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণের সহিত আগমন করিতেছেন। তখন তিনি আপনার মস্তক হইতে সেই অপূর্ব্ব মাল্য উন্মোচন পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় দেবরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে ভ্রমরগণও উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মাল্যসহ ধাবমান্ হইল। অমররাজ সেই মাল্য গ্রহণ করিয়া ঐরাবত-মস্তকে স্থাপন করাতে তাহা কৈলাস-শিখরস্থিত জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মদান্ধ ঐরাবত, অপূর্ব্ব সৌগন্ধদ্বারা আকৃষ্টচেতা হইয়া করদ্বারা আঘ্রাণ পূর্ব্বক তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিল। ভগবান্ মহর্ষি দুর্ব্বাসা তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দেবরাজকে কহিলেন দুরাত্মন্! তুমি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ও সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়াছ, কারণ তুমি লক্ষ্মীর আধার মদ্দত্ত এই মাল্য অনাস্থা প্রদর্শন

করিলে। তুমি আমার নিকট মাল্য পাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে না এবং বলিলে না যে, 'আপনকার প্রসাদ প্রাপ্ত হইলাম'। অথবা তুমি হর্ষোৎপ্রফুল্ল হইয়া মদ্দত্ত বলিয়া ইহা মস্তকেও ধারণ করিলে না? মূঢ়! তুমি আমার দত্ত এই মালার প্রতি অনাস্থা করিলে এই কারণে তোমার অধিকৃত ত্রৈলোক্য শ্রীভ্রষ্ট হইবে। শক্র! তুমি সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে অন্যান্য সামান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছ এবং ইহাতে আমার প্রতি তোমার বিলক্ষণ অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে। তুমি আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত মাল্য মহীতলে নিক্ষেপ করিলে, এই কারণে তোমার অধিকৃত ত্রৈলোক্যের লক্ষ্মী ত্যাগ হইবে। দেবরাজ! যাঁহার ক্রোধোদয় হইলে স্থাবর জঙ্গম সকলেই ভয়বিহ্বল হয় তাদৃশ আমাকে তুমি অত্যন্ত অহঙ্কার বশতঃ অবজ্ঞা করিলে।

পরাশর কহিলেন। অনন্তর যখন মহেন্দ্র দেখিলেন যে, তাঁহার অপরাধেই দুর্ব্বাসা শাপ দিয়াছেন; তখন তিনি ত্বরান্বিত হইয়া ঐরাবত-স্কন্ধ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ, প্রণিপাত পূর্ব্বক বহুবিধ স্তুতি বিনতি করিলে মহর্ষি দুর্ব্বাসা তাঁহাকে কহিলেন, পুরন্দর! আমি অন্যান্য মুনির ন্যায় কৃপালুহৃদয় নহি; ক্ষমা

করা আমার রীতি নহে; আমার নাম দুর্ব্বাসা। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, যখন আমার মুখ ভ্রুকুটীদ্বারা কুটিল ও জটাকলাপ অগ্নিশিখা সদৃশ হয়, তখন তাহা দেখিয়া যিনি ভীত না হন, এরূপ ব্যক্তি ত্রিভুবনে কে আছে? শতক্রতো! অধিক কি বলিব, আমি তোমাকে কোন মতেই ক্ষমা করিব না; তুমি কি জন্য ভূয়োভূয় অনুনয় বিনয় করিয়া বিড়ম্বিত হইতেছ।

দুর্ব্বাসা এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন; দেবরাজও সেই ঐরাবতে পুনর্ব্বার আরোহণপূর্ব্বক অমরপুরীতে উপনীত হইলেন। সেই অবধি ইন্দ্রের সহিত ত্রিভুবন শ্রীভ্রষ্ট ও নষ্টপ্রায় হইল। যজ্ঞসাধন ওষধি লতাসমূহ দিন দিন ক্ষীয়মাণ হইতে লাগিল। অতঃপর যজ্ঞ আর অনুষ্ঠিত হয় না, তপস্বীরাও তপস্যা করেন না, লোকে দানাদি ধর্ম্মেও মনোনিবেশ করে না।

ত্রিলোক এইরূপ সত্ত্ববিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইলে দৈত্য ও দানবগণ, দেবগণের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ, দৈত্যদল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া হুতাশনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পিতামহের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন। তোমরা পরাপর জগ-

তের ঈশ্বর অসুরসংহারী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমুদায় দেবগণকে এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর তীরে গমন করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সমুদায় দেবগণের সমভিব্যাহারে বহুবিধ ইষ্ট বাক্য দ্বারা পরাপর জগতের অধীশ্বর বিষ্ণুর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

শঙ্খ-চক্রধারী ভগবান্ পরমেশ্বর বিষ্ণু এইরূপে স্তূয়মান হইয়া তাঁহাদের দর্শন-পথে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর দেবগণ, নিরূপমরূপ-সম্পন্ন ঊর্জ্জিত তেজোরাশি-স্বরূপ শঙ্খ-চক্রগদাধারী বিষ্ণুকে দেখিয়া পূর্ব্বে কৃত-প্রণাম হইলেও বিস্ময়ে স্তিমিত-নেত্র হইয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন এবং পিতামহের সহিত একত্র হইয়া পুনর্ব্বার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবতারা কহিলেন, হে দেব! তুমি শুদ্ধ, অর্থাৎ নির্লিপ্ত পরমাত্মা, তোমাকে ভূয়োভূয় প্রণাম করি।

অমরগণ প্রণত হইয়া স্তব করিলে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ হরি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন দেবগণ! আমি তোমাদের তেজোবৃদ্ধি করিয়া দিতেছি এবং যাহা বলিতেছি তোমারা তদনুরূপ কার্য্য কর। দেবগণ! তোমরা দৈত্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমুদায় ওষধি আনয়ন পূর্ব্বক ক্ষীর সমুদ্রে নিক্ষেপ

করিবে, পরে মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে নেত্র অর্থাৎ মন্থনরজ্জু করিয়া অমৃতমন্থন অর্থাৎ মন্থন দ্বারা অমৃত উৎপাদন করিবে; এই কার্য্যে আমি তোমাদের সহায়তা করিব।

অনন্তর দেব-দেব বিষ্ণু এই কথা বলিলে দেবতারা অসুরদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং অমৃত উৎপাদনের জন্য যত্নবান্ হইলেন। দেবতা দৈত্য ও দানবগণ নানাবিধ ওষধি সমানয়ন পূর্ব্বক শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ক্ষীর সমুদ্রের সলিলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া বেগদ্বারা অমৃত মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুর আদেশ অনুসারে সমুদায় দেবগণ বাসুকির পুচ্ছদেশ ধরিলেন সুতরাং অসুরগণ বাসুকির মুখের দিক্ ধারণ করিল। অসুরগণ, বাসুকির কণনিঃসৃত নিশ্বাসবহ্নিদ্বারা কান্তি-শূন্য ও নিস্তেজ হইতে লাগিল। বাসুকির ঐ নিশ্বাস-বায়ুদ্বারা মেঘ সকল স্থানান্তরিত হইয়া তাহার পুচ্ছ-দেশে বর্ষণ করাতে দেবগণ আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। ভগবান্ হরি স্বয়ং কূর্ম্মরূপ ধারণপূর্ব্বক ক্ষীরোদসাগর-মধ্যে ভ্রাম্যমাণ মন্থনদণ্ড-স্বরূপ মন্দর পর্ব্বতের আধার হইলেন। চক্রগদাধর বিষ্ণু, এক মূর্ত্তিদ্বারা সুরগণমধ্যে ও অপর মূর্ত্তিদ্বারা অসুরগণমধ্যে থাকিয়া বাসুকিকে

আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু অন্য একটী বিরাট মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক উপরি হইতে উক্ত পর্ব্বত আকর্ষণ করিয়া থাকিলেন; কিন্তু এ মূর্ত্তি সুরাসুরের কেহই দেখিতে পাইলেন না। বিভু বিষ্ণু একপ্রকার তেজো-দ্বারা নাগরাজকে এবং অন্যবিধ তেজোদ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দেবগণ ও দানবগণ কর্ত্তৃক ক্ষীর সমুদ্র মথ্য-মান হইলে প্রথমতঃ ঘৃত দুগ্ধাদির আধার স্বরূপ সুরভি নামে কামধেনু উৎপন্না হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া যথোচিত সমাদর করিলেন। অনন্তর দেবগণ ও দানবগণ পরম আহ্লাদিত ও লোভে আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সেই সুরভিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। আকাশপথে সিদ্ধগণ, একি অদ্ভুত ব্যাপার ! এই কথা বলিয়া (সুরভির উৎপত্তির বিষয়) চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়, বারুণীদেবী উৎপন্ন হইলেন। মদদ্বারা তাঁহার লোচনদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; অনন্তর ক্ষীরোদ-সাগরে একটা মহা আবর্ত্ত উঠিল এবং তাহা হইতে দেবস্ত্রীদিগের আনন্দ-দায়ক প্যারিজাত উৎপন্ন হইল। তৎকালে তাহার গন্ধে সমস্ত জগন্মণ্ডল আমোদিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পরম অদ্ভুতরূপগুণসম্পন্ন উদার-স্বভাব অপ্সরোগণ সেই ক্ষীরোদ-সাগর হইতে উত্থিত হইল; অনন্তর

হিমাংশু উৎপন্ন হইলেন ; মহেশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং বিষ উৎপন্ন হইলে সর্প প্রভৃতি তাহা অংশ করিয়া লইল। অনন্তর শুক্লবসনধারী দেব ধন্বন্তরি স্বয়ং অমৃত-পূর্ণ কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। তখন সুরগণ অসুরগণ ও মহর্ষিগণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত ও সুস্থ-হৃদয় হইলেন। তৎপরে বিকসিত কমলে সমাসীনা কমলধারিণী নিরুপমরূপবতী ভগবতী কমলা, সেই ক্ষীরোদসাগর হইতে সমুত্থিতা হইলেন। মহর্ষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং লক্ষ্মীসূক্ত অর্থাৎ "হিরণ্যবর্ণাম্" ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্‌দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে আরম্ভ করিল। ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। গঙ্গা প্রভৃতি নদীগণ লক্ষ্মীর স্নানার্থ সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। এবং দিগ্‌গজ সকল হেমপাত্রস্থিত সুবিমল সলিল গ্রহণ করিয়া সর্ব্বলোক-মহেশ্বরী সেই লক্ষ্মীকে স্নান করাইতে লাগিল। ক্ষীরোদ সমুদ্র স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে এক ছড়া পদ্মের মালা প্রদান করিলেন। ঐ পদ্ম কস্মিন্ কালেও ম্লান হইবার নহে। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া তাঁহার শরীর বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিলেন। এই রূপে লক্ষ্মী স্নাতা ও বিবিধভূষিতা হইয়া দিব্য-

বসন পরিধান ও দিব্য মাল্য ধারণ পূর্ব্বক সমুদায় দেব-গণের সমক্ষে বিষ্ণুর বক্ষস্থলে অবস্থিতি করিয়া দেবগ-ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেবগণও তৎক্ষণাৎ পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। মহাভাগ! বিষ্ণুভক্তি পরাঙ্-মুখ বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি দৈত্যগণ লক্ষ্মীকে বিমুখ দেখিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন-হৃদয় হইল। তখন তাহারা ধন্বন্তরির হস্তে কমণ্ডলু ও তাহাতে অমৃতপূর্ণ দেখিয়া মহাবীর্য্যপ্রভাবে বলপূর্ব্বক তাহা কাড়িয়া লইল। অনন্তর প্রভু বিষ্ণু মোহিনী স্ত্রীরূপ ধারণ পূর্ব্বক মায়া দ্বারা দৈত্যগণকে প্রলোভিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে সেই অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করেন। দেবরাজ প্রভৃতি দেবতারাও তাহা তৎক্ষণাৎ পান করিলেন। দৈত্যগণ তখন নিস্ত্রিংশ ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইল। দেবতারা অমৃতপান পূর্ব্বক বলবান্ হইয়াছিলেন, সুতরাং দৈত্যসৈন্যগণ তাঁহাদের নিকট পরাভূত হইয়া পাতালতলে প্রবেশ ও দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। অনন্তর দেবগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণুকে নমস্কার পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় স্ব স্ব অধিকার অনুসারে দেবলোক শাসন করিতে লাগিলেন। অন-ন্তর দিবাকর নির্ম্মল কিরণ হইয়া স্বীয় পথে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন, নক্ষত্রাদি জ্যোতির্গণও স্ব স্ব

কক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভগবান্ হুতাশন দীপ্তি বিস্তার পূর্ব্বক প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে প্রাণিমাত্রেরই ধর্ম্মে মতি হইল। তখন ত্রৈলোক্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ত্রিদশপ্রধান ত্রিদশনাথও পুনর্ব্বার শ্রীসম্পন্ন হইলেন। তিনি দেবলোক পুনঃ-প্রাপ্ত ও দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সিংহাসনে উপ-বেশন পূর্ব্বক কমলহস্তা ভগবতী কমলার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

শুভকরী।

লিস্‌বনের ভূমিকম্প।

লিস্‌বন নগরে, ১৭৫৫ অব্দের ১ লা নভেম্বরের পূর্ব্বাহ্নের ন্যায় মনোহর পূর্ব্বাহ্ন আর কখনই নয়ন-গোচর হয় নাই। আকাশমণ্ডল সম্পূর্ণ স্থিরভাবাপন্ন ও নির্ম্মল; অংশুমালী অতি উজ্জ্বল প্রভায় অংশুজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। দুর্ঘটনার কোন লক্ষণই নাই; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই এই সুবিস্তৃত জনপূর্ণ সমৃদ্ধ নগর এককালে ভীষণ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিল।

ঐ দিন বেলা নয় ঘটিকার পর, আমি একখান পত্র লিখিতেছিলাম, পত্র লেখা সমাপ্ত হইবামাত্র সহসা আমার সম্মুখস্থ টেবিলটী বিলক্ষণ কম্পিত হইতে

লাগিল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। তৎকালে কিছুমাত্র বায়ুর সঞ্চার ছিল না; তবে কি কারণে এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইল চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে আমার আবাসবাটীর মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। আমি প্রথমে স্থির করিলাম যে, বাটীর পার্শ্বস্থ পথে যে সকল শকটশ্রেণী চালিত হইতেছে তাহাদেরই চক্রধ্বনি দ্বারা এরূপ কম্প উপস্থিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, দূরস্থবজ্রধ্বনি সদৃশ এক ভীষণ শব্দ ভূমির অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইতেছে। প্রায় তিন পল অতীত হইল, তথাপি উহার নিবৃত্তি হইল না। তখন আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা ভূমিকম্পেরই সম্পূর্ণ লক্ষণ।

অনন্তর হস্তস্থিত লেখনী টেবিলের উপর রাখিলাম। আমার সমুদায় শরীর চকিত হইয়া উঠিল। তখন আমি, এই গৃহমধ্যেই অবস্থিতি করি, কি বহির্গত হইয়া পথের দিকে ধাবমান হই এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক অত্যন্ত ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইল। উহাতে আমি এককালে নিস্তব্ধ হইলাম, ভাবিলাম যেন, নগরস্থ যাবতীয় অট্টালিকাই যুগপৎ ভূমিসাৎ হইল। আমার আবাস বাটী এরূপ ভীষণ

বেগে দোলায়িত হইতে লাগিল যে, প্রতিক্ষণেই উহার উপরিস্থ তলের অচিরপাতের আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। আমি ঐ বটীর সর্ব্বনিম্নস্থ তলে বাস করিতাম, সুতরাং উহার তাদৃশ শীঘ্র পতনের শঙ্কা উপস্থিত হইল না। কিন্তু আমার গৃহস্থিত সমুদায় সামগ্রীই স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। পাদতল কোন ক্রমেই ভূতলে স্থিরভাবে রহিল না।

যখন গৃহের ভিত্তি সকল ভয়ানক ভাবে ইতস্ততঃ দোলায়মান হইতে লাগিল, যখন ভিত্তির অনেক স্থান বিদীর্ণ ও সেই সমস্ত বিদীর্ণ স্থান হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল স্খলিত হইতে লাগিল, যখন অধিকাংশ বরগার প্রান্তভাগ ভিত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল; তখন, এখনই আমায় চূর্ণীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে কেবল ইহাই স্থির করিলাম। ক্ষণকাল মধ্যে বিপর্য্যস্ত সৌধোত্থিত ধূলিরাশি নিবিড় ঘনঘটার ন্যায় গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দিঘলয় এরূপ অন্ধতমসে আবৃত হইল যে, আর কোন বস্তুই স্পষ্ট দৃষ্ট হয় না। ভূতল হইতে এত অধিক গন্ধকের বাষ্প উঠিতে লাগিল যে, প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড কাল আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে যখন ক্রমশঃ ভূমীকম্পের ভীষণতার অনেক হ্রাস হইয়া আসিল, এবং ঘনতর তিমিররাশি

অল্পে অল্পে বিরল হইয়া পড়িল, তখন দেখি যে ধূলি-ধূসরিত, ভয়বিবর্ণ ও কম্পান্বিত-কলেবর এক স্ত্রী একটী শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া আমার গৃহতলে উপবিষ্ট রহিয়াছে। দেখিবামাত্র আমি বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? কিরূপে এখানে উপস্থিত হইয়াছ? সে ভয়ে এমনই অভিভূত যে আমার প্রশ্নের কোন উত্তরই প্রদান করিতে পারিল না; কেবল অতি কাতর স্বরে কথঞ্চিৎ আমাকে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়! আপনি কি বোধ করেন, আজি কি পৃথিবীর প্রলয় কাল উপস্থিত?" এই কথা বলিতে বলিতেই আবার বলিয়া উঠিল মহাশয়! এ কি, আর যে নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারি না, তৃষ্ণায় হৃদয় বিদীর্ণ প্রায়, যদি আপনি কৃপা করিয়া কিঞ্চিৎ জল প্রদান করেন তবেই রক্ষা। তখন আমি জল কোথায় পাইব, সুতরাং তাহাকে কহিলাম, ইহা পিপাসাশান্তি-চিন্তার সময় নহে; জীবনরক্ষার উপায় চিন্তনে তৎপর হও, এই বাটী আমাদের মস্তকে পতিত হইয়াছে বলিলেই হয়, দ্বিতীয় বার কম্প উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ভূমধ্যে প্রোথিত করিবে, আইস এখান হইতে পলায়ন করি।

এই কথা বলিয়া আমি সত্বর সিঁড়ীর নীচে ধাবমান হইলাম। সেই ভয়বিহ্বল অবলাও আমার বাহু অবলম্বন করিয়া অনুগমন করিতে লাগিল। যে পথটি বাটী হইতে

সরল ভাবে টেগস নদীতীরে মিলিত হইয়াছে, আমরা সেই পথই অবলম্বন করিয়া চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখি যে, রাশীকৃত পতিত গৃহের ভগ্নাবশেষে উহা একবারে রুদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগকে অগ্রসরণে বিরত ও পশ্চাদ্গমনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। যাইতে যাইতে এক-প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ স্তূপের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, তখন আমায় আত্মরক্ষা অপেক্ষা সেই শিশুসন্তান-ধারিণী অবলার জীবন রক্ষার্থ সমধিক যত্নশালী হইতে হইল। বহু কষ্টে তাহাকে স্তূপ অতিক্রম করাইলাম, এবং পূর্ব্ববৎ সমভিব্যাহারে লইয়া চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া এমন এক স্থানে উত্তীর্ণ হইলাম, যে, যুগপৎ হস্ত ও পদ উভয়েরই সাহায্য ব্যতিরেকে উহা অতিক্রম করিতে পারা যায় না। তখন আমি অনুযায়িনী স্ত্রীলোকটিকে কহিলাম, তোমাকে এই স্থানেই রুদ্ধ থাকিতে হইল, ইহা হইতে তোমার উদ্ধার সাধন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, এই বলিয়া আমি অগ্রে গমন করিতে লাগিলাম, সুতরাং সেই অবলাকে তথায় থাকিতে হইল। আমি হস্তদ্বয়-পরিমিত স্থান অতিক্রম করিতে না করিতে একটী দোলায়মান ভিত্তি হইতে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড পতিত হইয়া ঐ দুর্ভাগ্য নারী ও তাহার শিশু সন্তান উভয়কেই চূর্ণীভূত করিল।

অনন্তর আমি এক সঙ্কীর্ণ দীর্ঘপথে উপনীত হই-

লাম। দেখিলাম, উহার উভয় পার্শ্বস্থ সকল অট্টালিকাই চতুস্তল বা পঞ্চতল পরিমিত উন্নত; সমুদায় গুলিই অতি পুরাতন, তন্মধ্যে অধিকাংশই পতিত দেখিলাম; কতকগুলি পতিত হইতে হইতে পান্থিকদিগের প্রতিপদেই মৃত্যুভয় প্রদর্শন করিতেছে; সম্মুখে অনেক গুলি পথিকের শব পতিত দেখিলাম; আহা! আর কতকগুলি পথিক এরূপ শোচনীয় ভাবে পিষ্ট ও ক্ষতবিক্ষতশরীর হইয়াছে যে, তাহারা কোন ক্রমেই উপস্থিত সাক্ষাৎ কালান্তকের হস্ত অতিক্রম করিবার নিমিত্ত একপাও চলিতে পারিতেছে না।

যাহা হউক আত্মরক্ষাই প্রকৃতির প্রথম নিয়ম, সুতরাং আমি যথাশক্তি দ্রুত গমন করিতে লাগিলাম; কিয়ৎক্ষণ পরে সেণ্টপলের গির্জার সম্মুখস্থ এক প্রশস্ত ভূভাগে উত্তীর্ণ হইয়া এক প্রকার নিরাপদ হইলাম। আমার উপস্থিতির কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে গির্জাটি ভূতলশায়ী হইয়া বহুসংখ্যক জীবের জীবন সংহার করিয়াছে। আমি অল্প ক্ষণ মাত্র তথায় দণ্ডায়মান হইয়া অতঃপর কি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। নদীতীরই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান স্থির করিয়া গির্জার পশ্চিম পার্শ্বস্থ রাশীকৃত ভগ্নাবশেষের উপর দিয়া কথঞ্চিৎ তটিনীতটে উত্তীর্ণ হইলাম; দেখিলাম, নানাশ্রেণীস্থ অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ তথায় সমবেত হইয়াছে; সকলেরই

মুখ মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ; প্রত্যেকেই জানুপাত পূর্ব্বক বক্ষস্তাড়ন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বরের নিকট রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে।

জীবিত রক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া সকলেই এইরূপ কাতর ধ্বনি করিতেছে এমন সময়ে দ্বিতীয় বার ভূকম্প আরম্ভ হইল। যদিও ঐ কম্পন অপেক্ষাকৃত অল্প ভীষণভাবে আবির্ভূত হইল, তথাপি উহার আঘাত দ্বারা পতিতাবশিষ্ট যাবতীয় দোলায়মান অট্টালিকাই এক কালে উন্মূলিত হইয়া পড়িল; নগরের চতুর্দ্দিকেই করুণ কোলাহল উত্থিত হইল। ঐ সময়েই আবার একটী পল্লীস্থ গির্জ্জা পতিত হইয়া বহুসংখ্যক হতভাগ্যের অপমৃত্যু সাধন করিল। ঐ কম্পনের বেগ এরূপ তীব্র যে, কোনক্রমেই স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকা যায় না।

ঐ সমুদ্রজল আসিতেছে, আর রক্ষা নাই, এখনই সকলকে বারিপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, হঠাৎ এইরূপ ভয়ঙ্কর কাতর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমি নদীকুলের যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম, তথায় স্বভাবতঃ নদীর বিস্তার প্রায় দুই ক্রোশ। ঐ সময়ে নদীর আকার দেখিয়া বোধ হইল যে, উহার জল অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে। কিন্তু তখন তথায় কিছুমাত্র বায়ুসঞ্চার ছিল না, অনতিদূরে দেখিতে পাইলাম, এক

প্রকাণ্ড পর্ব্বতাকার অত্তুঙ্গ সলিলরাশি ভীষণ শব্দ ও প্রভূত ফেনোচ্চারণ করিতে করিতে অতি তীব্র বেগে তীরাভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমরা সকলেই প্রাণপণে পলাইতে আরম্ভ করিলাম। অতি অল্প দূর যাইতে না যাইতেই ঐ বারিপ্রবাহ আমাদিগের উপর পতিত হইল এবং ক্ষণ মধ্যেই অনেক হতভাগ্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঐরূপ বেগেই স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমি ভাগ্যক্রমে একখানি কড়িকাষ্ঠ পাইয়াছিলাম। প্রবাহের আগমন পর্য্যন্ত দৃঢ় রূপে উহা আলিঙ্গন করিয়া অবশ্যম্ভব্য অপমৃত্যুর হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইলাম।

অনন্তর জল ও স্থল সর্ব্ব স্থানেই সমান বিপদ উপস্থিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলাম এবং জীবন রক্ষার্থ কোথায় যাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে সেণ্টপলের গির্জা প্রাঙ্গণে ফিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তদভিমুখে সত্বর প্রস্থান করিলাম। উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানেই রহিলাম। দেখিলাম, সম্মুখবর্ত্তী নদীমধ্যে যাবতীয় পোত প্রচণ্ড বাত্যাহতের ন্যায় নিরন্তর উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হইতেছে, কতকগুলি পোত ছিন্নবন্ধন হইয়া নদীর অপর পারে ভাসিয়া যাইতেছে; কতকগুলি প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে; আর কতক-

গুলি বৃহৎ পোত এক কালে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তখন তথায় কিছুমাত্র বায়ুর প্রবলতা লক্ষিত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে কতকগুলি পোতাধ্যক্ষের মুখে শুনিলাম যে, যে সময়ে আমি পোতশ্রেণীর উক্তরূপ দুর্গতি দেখিতেছিলাম, সেই সময়ে তথা হইতে প্রায় আধ পূয়া দূরে একটী নূতন প্রস্তর বদ্ধ সুদৃঢ় তীরভূমি এক কালে জলসাৎ হইয়াছিল। নিরাপদ ভাবিয়া বহুসংখ্যক লোক ঐ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও জলরূপী কালের করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পায় নাই! ঐ সময়ে আরও কতকগুলি লোক জীবনরক্ষার্থ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা প্রকার নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল; কিন্তু সেই সমস্ত হতভাগ্য জীবপূর্ণ যাবতীয় নৌকাই ভীষণ আবর্ত্ত তুল্য প্রবল জলস্রোতে নিমগ্ন হয়। পোতাধ্যক্ষগণের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিলেন যে, দ্বিতীয় কম্পন কালে প্রথমোত্থিতবাত্যাহত-সমুদ্রের ন্যায় সমুদায় নগরটী এক এক বার পশ্চাৎ ও এক এক বার সম্মুখে চালিত হইয়াছিল এবং নদীগর্ব্ভে ভূকম্পের এরূপ প্রাদুর্ভাব উপস্থিত হইয়াছিল যে, যাবতীয় নোঙ্গর এককালে ভাসিয়া উঠিল, আর সেই সময়েই নদীর জল সহসা প্রায় ১৪১৪ হাত স্ফীত হইয়া ক্ষণমধ্যেই পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইল।

যে স্থানে উক্তরূপ ঘটনাগুলি উপস্থিত হয়, আমি অল্প দিন পরে তথায় যাইয়া দেখি যে, কয়েক দিন পূর্ব্বে যে স্থানে পাদচারণ করিয়া পরম সুখানুভব করিয়াছিলাম, তাহার কিছু মাত্র চিহ্ন নাই। সমুদয় স্থানই জলময় হইয়াছে, বিশেষতঃ কোন কোন স্থানে জলের গভীরতা এত অধিক যে তাহার পরিমাণ করাই দুঃসাধ্য।

আমার, সেণ্টপলের গির্জা-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবার অল্পাক্ষণ পরেই তৃতীয় বার ভূকম্প উপস্থিত হয়! ঐ কম্পন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কম্পন অপেক্ষা অতি অল্পই প্রবল বোধ হইল; তথাপি অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম যে ঐ কম্পন দ্বারা সমুদ্রজল অতি তীব্র বেগে তীরে উত্থিত হইয়া ঐ রূপেই অধঃপতিত হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল পোত সপ্তব্যাম-পরিমিত জলের উপরিভাগে ভাসমান ছিল, তৎসমুদায় এক কালে-শুষ্ক ভূমির উপর উত্থাপিত হয়।

পাঠকগণ! আপনারা এই যৎসামান্য প্রস্তাব পাঠ করিয়া উল্লিখিত সংহারদিনের যাবতীয় দুর্ঘটনার বর্ণনা শেষ হইল এমন মনে করিবেন না। বস্তুতঃ উক্ত দিনের সমুদায় বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিতে হইলে এক খানি গ্রন্থ লিখিতে হয়। যাহা হউক আমরা আর একটি অতি বিস্ময়কর ব্যাপারের উল্লেখ না

করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিতেছি না।

উক্ত দিন প্রদোষ কালে, বিরল তিমিরজাল যেমন অল্পে অল্পে দিগ্বলয় আবরণ করিল অমনি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। সমুদায় নগর এক কালে অতি উজ্জ্বল আলোকমালায় আকীর্ণ হইয়া উঠিল। এমন কি ঐ আলোকে অনায়াসে পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারা যাইত। দেখিতে দেখিতে নগরের শত স্থান হইতে যুগপৎ শত শত অগ্নিশিখা সমুত্থিত হইল। হতাবশিষ্ট হতভাগ্য নগরবাসীরা উপর্য্যুপরি আকস্মিক বিপৎপাত দর্শনে ভয়ে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িল যে উহার নির্ব্বাপণার্থ কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে পারিল না। সুতরাং ঐ অব্যাহত হুতাশন ক্রমাগত ছয় দিবস কাল সমভাবে জ্বলিতে লাগিল। এক দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও উহার বিরাম ছিল না। ঐ অনিবার্য্য অগ্নি ছয় দিন নগরের যাবতীয় পতিতাবশিষ্ট গৃহ সকল একবারে ভস্মীভূত করিল।

আমি প্রথমে মনে করিলাম ভূকম্পাকাল-সুলভ ভৌমাগ্নি উত্থিত হইয়াই এই সর্ব্বনাশ সাধন করিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম যে, নবেম্বর মাসের প্রথম দিন, খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের এক অতি পুণ্য পর্ব্বাহ। ঐ দিবস সন্ধ্যা-

কালে নগরবাসিগণ যাবতীয় দেবালয়ে আলোক প্রদান করে ; তন্মধ্যে একটী গির্জ্জায় ২০ টী দীপ প্রদত্ত হয় ; সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে তৃতীয় ভূকম্পন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই আঘাতে শেষোক্ত-গির্জ্জাস্থিত মশারি,যবনিকা, গবাক্ষ প্রভৃতি দাহ্য পদার্থে অগ্নি সংলগ্ন হয় ; সুতরাং তৎসমুদায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। অনন্তর ঐ দহ্যমান দেবালয় হইতে প্রবলতর অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া সন্নিহিত গৃহান্তরে সংলগ্ন হয়। এই রূপে ক্রমে ক্রমে পতিতাবশিষ্ট যাবতীয় অট্টালিকাই ভস্মীভূত হইয়া যায়।

উল্লিখিত ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে ষষ্টি সহস্রেরও অধিক লোক দগ্ধ ও ভূমধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর ভূকম্পন দ্বারা অতি বিস্তৃত সমৃদ্ধ লিস্‌বন নগর এক কালে ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়। আহা! তখন আর তথায় ধনী ও দরিদ্রের কিছুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না, যে সকল সম্পন্ন পরিবার এই দুর্ঘটনার পূর্ব্ব দিন পরম সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন, পর দিনই সেই সকল পরিবারকে একবারে প্রান্তরচারী হইতে হইয়াছিল, তখন তথায় এমন কেহই ছিল না যে, তাহাদিগকে কোন রূপ সাহায্য প্রদান করিতে পারে।

ইলোরার গুহা।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" এই শাস্ত্রসিদ্ধ প্রাচীন বাক্যের প্রমাণার্থে অধুনা বাক্য ব্যয় করিলে অনেকে পণ্ডশ্রম বোধ করিবেন; পরন্তু এক তমসাবৃত গৃহে বন্ধুদ্বয় সন্নিহিত থাকিলেও পরস্পর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ-বিরহে তাহাদিগের সম্বন্ধে বর্ত্তমান পদার্থ যেমন অবর্ত্ত-মান তুল্য হয়, অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন দেশে কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিও তাদৃশ বিফল হয়। মিসর দেশে "পিরামিড" নামক যে কএক পঞ্চকোণাকার সমাধিস্থান আছে তৎতুল্য বৃহৎ নির্ম্মাণ পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই; অথচ মিসর-দেশীয়েরা অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাবে তৎকর্ত্তৃ-দিগের নামও বিস্মৃত হইয়াছেন। দিল্লী নগরে কোন প্রাচীন হিন্দু রাজা লৌহময় এক অদ্বিতীয় প্রকাণ্ড জয়-স্তম্ভ স্থাপন করেন। ঐ স্তম্ভ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে, এবং তদুপরি বিবিধ অক্ষর খোদিত আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে তাহাতে ঐ স্তম্ভকর্ত্তার বংশাবলী কিম্বা কোনরূপ শাসন খোদিত থাকিবেক; কিন্তু অধুনা কেহ ঐ অক্ষর পাঠ করিতে পারেন না, এবং ঐ স্তম্ভ কি নিমিত্তে ও কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল ও কে নির্ম্মাণ করিয়া-ছিল তাহার কোন বিবরণ প্রচারিত নাই। বেতিয়া, বাকরা, মগধ, কান্যকুব্জাদি অপর অনেক স্থানেও প্রস্তরময় তদ্রূপ জয়স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তাহা-

দিগেরও বিবরণ লুপ্ত হইয়াছে। অপর ভারতবর্ষের অনেক স্থানে দেবভবন রাজভবনাদি আশ্চর্য্য ও অত্যুৎকৃষ্ট বিবিধ অট্টালিকাদি বর্ত্তমান আছে। বোধ হয় তৎপ্রণেতারা তাহার নির্ম্মাণ সময়ে মনে প্রত্যাশা করিয়া থাকিবেন যে "যদ্যপি 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' এই বাক্য সত্য হয়, তবে আমাদিগের গুণগরিমা জনসমাজে অবশ্য চিরস্থায়ী হইবেক"। কিন্তু হায়! সে আশা কি বিফলা হইয়াছে! বর্ণনাতীত-উৎকট-পরিশ্রম-সাধনপূর্ব্বক শত শত রাজভাণ্ডারের সম্পত্তি-সংহারে যাঁহারা আপন যশোবর্ণনা চিরস্থায়ী-করণাভিপ্রায়ে অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, অজ্ঞানান্ধকারে কীর্ত্তি-সত্ত্বেও তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে। এই সকল অদ্ভুত কীর্ত্তির মধ্যে প্রয়াগ নগরের "ফিরোজ শাহের লাঠ" নামক স্তম্ভ,—দক্ষিণ দেশীয় মহাবালিপুর নগরের দেবভবন,—বোম্বাই দ্বীপসান্নিধ্য সালসেট ও হস্তি-দ্বীপস্থ প্রস্তর গুহা, ও মহারাষ্ট্র দেশের ইলোরা নগরের সান্নিধ্য গিরিগুহা, সর্ব্বপ্রধান।

বোম্বাই দ্বীপের পূর্ব্বাংশে দৌলতাবাদ নগরের সন্নিকটে ইলোরা নামে এক স্থান আছে; তাহা অধুনা সম্পূর্ণ রূপে শ্রীভ্রষ্ট, এবং নির্ম্মনুষ্যপ্রায় হইয়াছে; পরন্তু ইহার চতুর্ব্বর্ত্তি-ভগ্নপ্রাচীর ও উৎসন্ন

অট্টালিকা-সমূহের চিহ্ন দৃষ্টে বোধ হয় পূর্ব্বে ইহা সমৃদ্ধ প্রকাণ্ড ও বহুজন-সমাকীর্ণ এক নগররূপে পরি-গণিত ছিল। ইহার অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক পর্ব্বত আছে; তাহা নগরের নামেই বিখ্যাত। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে ব্যায়ত, কিন্তু উচ্চ নহে। ঐ অর্দ্ধ-চন্দ্রাবয়বের মধ্যভাগাপেক্ষায় ভুজদ্বয় অধিক উচ্চ। ইহার অধিকাংশ ক্রমশঃ অবনত, কিন্তু কোন কোন স্থান প্রাচীরবৎ।

ইলোরা নগরের মনুষ্যেরা কহে, পূর্ব্বকালে "ইলি-চপুর" নগরে ইলু নামে এক রাজা ছিলেন। দৌর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইয়া কীটে সমাকীর্ণ হইলে তিনি ইলোরা শৃঙ্গস্থ "শিবালয়সরোবর" নামক পবিত্র তীর্থে অবগাহন-মানসে যাত্রা করেন। ঐ তীর্থ প্রস্থ-মতঃ যষ্ঠি ধনুঃ পরিমিত ছিল; কিন্তু যমদেবের প্রার্থনায় ভগবান বিষ্ণু তাহাকে গোষ্পদ তুল্য খর্ব্ব করিয়াছিলেন। ইলু রাজা এই তীর্থ-নিকটে উপস্থিত হইয়া অবগাহনের সম্ভাবনাবিরহে অগত্যা ঐ তীর্থো-দকে এক বস্ত্র ভিজাইয়া আপন ক্ষত শরীর ধৌত করাতে বহুকাল স্থায়ি কদর্য্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হন; পরে আপন কৃতজ্ঞতা চিরস্মণীয়করণাভিপ্রায়ে ইলোরা পর্ব্বত খনন করাইয়া, ঐ খনিত বিস্তীর্ণ গুহা সকলেতে বিবিধ দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। এই গল্প মিথ্যা কি

সত্য তাহা অধুনা নিশ্চয় করা দুষ্কর। বোধ হয় ইহার অধিকাংশই অলীক; কারণ ঐ সকল গুহা-দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে তৎসমুদয় সমকালে এক রাজার অনুজ্ঞায় নির্ম্মিত হয় নাই। জিন, বুদ্ধ ও হিন্দু, এই তিন পৃথগ্ ধর্ম্মাবলম্বিদিগের দেবমূর্ত্তি এই সকল-গুহা-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে; অতএব অনুমান হয় যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বিরা ক্রমে ক্রমে এই গুহা-সকল নির্ম্মাণ করান, অথবা এই গুহাসমুদয় খোদিত করেন; পরে কালসহকারে বিভিন্ন-মতীয় ব্যক্তিদিগের হস্তগত হইয়া তদীয় দেবমূর্ত্তি ও চিহ্নে সুশোভিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, অধুনা গুহা-সকল কোন ব্যক্তিবিশেষের অধীনে নহে; প্রায় সকল অধিকারিগণ কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। হায়! কি ক্ষোভের বিষয়; যে সকল মন্দির বা প্রাসাদ পূর্ব্বে অপর্য্যাপ্ত শ্রম ও ব্যয় সহকারে নির্ম্মিত হইয়া বিবিধ উপাদেয় দ্রব্যে সুশোভিত ও শত শত ঐকান্তিক ভক্তের প্রার্থনা ও স্তুতিবাদে সতত প্রতিনাদিত ছিল, এবং যথায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইতে আগত শতসহস্র যাত্রিদিগের তুমুল সমারোহ হইত, এইক্ষণে তাহা চাম্‌চিকা ও বন্যপশুর আবাস হইয়াছে, এবং কদাপি তস্কর ভিন্ন প্রায় আর কেহই তাহার সন্নিকটেও গমন করে না।

লঙ্কাদ্বীপ।

বাল্মীক ঋষির প্রসাদে লঙ্কা দ্বীপ ভুবন বিখ্যাত হইয়াছে; হিন্দুজাতীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতারা রামায়ণের সুললিত-আখ্যায়িকা-রসে নিমগ্ন হইয়া স্ব স্ব আত্মীয়বর্গের নামাপেক্ষায় উক্ত দ্বীপের নাম সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। দশাননের রাজপাট, সীতার কারাগার, হনুমানের বিক্রমক্ষেত্র, শ্রীরামচন্দ্রের লীলাস্থান ইত্যাদি যে কোন বাক্যে সিংল দ্বীপের উল্লেখ করা যায়, তদ্দ্বারা অবিলম্বে সমস্ত রামায়ণের অপূর্ব্ব-কবিতা-লহরী মনোমধ্যে বিকসিতা হইয়া উঠে; এবং ঐ সকল কবিতা-বর্ণিত আখ্যায়িকা-সমূহ হিন্দুমাত্রেই সুবিজ্ঞাত আছেন। পরন্তু সিংহল-দ্বীপের আধুনিকী অবস্থা এতদ্দেশে প্রচার নাই। অনেকে বোধ করেন তদ্দ্বীপ মনুষ্যের গম্য নহে; এবং তাহাতে জনগণের বসতি নাই। কেহ বা কহেন যে বিখ্যাত নব্য সিংহল দ্বীপ প্রাচীন লঙ্কা নহে, কারণ লঙ্কার পরিমাণ ও ভারতবর্ষ হইতে দূরতা বিষয়ক বিবরণ রামায়ণে যে প্রকার উক্ত আছে তাহা অধুনা সপ্রমাণ হয় না। কিন্তু তাহা কবির অত্যুক্তি মাত্র বোধ করিলে সেই সংশয় দূর হইতে পারে। সমস্ত পৃথিবীর পরিমাণ ২৪০০০ জ্যোতিবি ক্রোশ; তাহার একাংশে লক্ষ যোজন বিস্তৃত সমুদ্র কোথায় প্রাপ্ত হইবেক? অপর

নব্য সিংহল দ্বীপের পশ্চিম পার্শ্বে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের চিহ্ন আছে; তাহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে উক্ত দ্বীপই প্রাচীন লঙ্কা বটে।

কোন সুচতুর কবি বর্ণন করিয়াছেন যে লঙ্কা দ্বীপ ভারতবর্ষের মুকুটছিন্ন মুক্তা বিশেষ; ফলতঃ উক্ত দ্বীপের অবয়ব নোলক নামক মুক্তার ন্যায় বটে। অপর মণি মুক্তাদি যে সকল উপাদেয় দ্রব্য এই স্থানে উৎপন্ন হয় তদ্দৃষ্টে ইহাকে ভারতবর্ষের মুকুটরূপে বর্ণন করা অসঙ্গত বোধ হয় না। অধুনা এই দ্বীপের দুই শত সপ্ততি জ্যোতিষি ক্রোশ দীর্ঘতাপরিমাণ, এবং এক শত জ্যোতিষি ক্রোশ প্রস্থ; ইহার পরিধি ৭৫০ ক্রোশ, এবং চতুরস্র ২৪৬০০ ক্রোশ।

লঙ্কা সর্ব্বাংশ সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত হইবাতে সুতরাং দ্বীপ শব্দবাচ্য হইয়াছে। ইহার সমুদ্র সন্নিকটস্থ ভূমি নিম্ন এবং সরল; কিন্তু মধ্যভাগ উচ্চ এবং পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ঐ পর্ব্বত সকল ১॥০ জ্যোতিষি ক্রোশের ঊর্দ্ধ নহে; এবং তাহা হইতে মহাবলি গঙ্গা, বালুগঙ্গা, ইত্যাদি নদী-সকল নিঃসৃত হইয়া দ্বীপের সর্ব্বত্র প্লাবন করে। ঐ প্লাবন ভূমিতে দারুচিনি, মরিচ, সুণ্ঠি, সাটিন কাষ্ঠ, আবলুস কাষ্ঠ, গুবাক, কাওয়া, ইক্ষু ইত্যাদি বিবিধ ব্যবহার্য্য বাণিজ্য দ্রব্য অনায়াসে ও সুচারুরূপে উৎপন্ন হয়।

পরন্তু সিংহলদ্বীপের মধ্যভাগস্থ পর্ব্বতাপেক্ষায় "আদম-শিখর" নামা সমুদ্রতটস্থ এক পর্ব্বত-শৃঙ্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তদুপরি এক মনুষ্যপদচিহ্ন আছে; তাহা ৩৫° হস্ত দীর্ঘ, এবং ১৫° হস্ত প্রস্থ। সিংহল-দ্বীপস্থ সকলেই এই চিহ্নটি বিশেষ মান্য করিয়া থাকে। তত্রত্য মুসলমানেরা কহে, তাহাদিগের শাস্ত্রোক্ত আদি পুরুষ আদম এই স্থানে এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন; তৎপ্রযুক্ত ঐ সময়ে প্রস্তরোপরি তাঁহার পদের চিহ্ন হয়। বৌদ্ধেরা কহে, বুদ্ধদেব ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে আগমন সময়ে প্রথমতঃ ঐ স্থানে উত্তীর্ণ হন, এবং তাহা হইতেই তথায় ঐ চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু তত্রত্য হিন্দুরা ও মলবার দেশীয়েরা প্রচার করে যে উহা ভগবান্ মহা-দেবের পদচিহ্ন। সে যাহা হউক, এই চিহ্ন হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সকলেরই মান্য হওয়াতে আদম-শিখরে অনেক যাত্রির সমাগম হইয়া থাকে, সুতরাং তথায় বাণিজ্যেরও বিস্তর সম্ভাবনা।

লঙ্কাদ্বীপের প্রাচীন ভাষার নাম "পালি।" সংস্কৃত নাটক গ্রন্থে যাহাকে "প্রাকৃত ভাষা" কহে, পালিভাষা তদ্রূপ। লঙ্কার আধুনিক ভাষা ঐ পালি-ভাষার অপভ্রংশ; এবং তৈলঙ্গ যবনাদি ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়াছে।

সিংহলদ্বীপস্থ লোকেরা স্বদেশীয় পুরাবৃত্ত ইতিহাসানুসন্ধানে যত্নশীল; এবং মহাবংশ, রাজাবলী, রাজরত্নকরী ইত্যাদি নামক গ্রন্থে তাহাদিগের রাজবৃত্তান্ত সুস্পষ্ট লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থে উক্ত আছে ৪২৩৯ বৎসর পূর্ব্বে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র দশাননকে বধ করেন; কিন্তু উক্ত বৎসরসংখ্যা সত্য কি মিথ্যা তাহা অধুনা সপ্রমাণ করিবার উপায় নাই। প্রস্তাবিত গ্রন্থে ইহাও উক্ত আছে যে ২৩৭৮ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব স্বয়ং লঙ্কাদ্বীপে গমন করত তথায় সুধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং তাহার তিন বৎসর পরে পুনরায় তদর্থে তথায় গমন করেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যু-সময়ে বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম বিজয় ও কনিষ্ঠের নাম সুমিত্র। বিজয় অত্যন্ত অসৎ ছিল। সর্ব্বদা দুর্দান্ত-সমবয়স্কব্যক্তিগণের সমভিব্যাহারে প্রজাদিগের উপরি বিষম অত্যাচার করিত। প্রজারা ঐ জাল্মের দৌরাত্ম্যে জর্জ্জর হইয়া রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়। রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া অগত্যা আপন দুষ্ট সন্তানকে দেশবহিষ্কৃত করণপূর্ব্বক প্রজাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া রাজ্য রক্ষা করিলেন। দুরাত্মা বিজয় আত্ম-সদৃশ দুর্দ্ধর্ষ সপ্তশত সমবয়স্ক সহ পোতারোহণে সমুদ্রে গমন করত অবশেষে

সিংহলদ্বীপে উপস্থিত হয়। তথায় সে কুবানী নাম্নী এক রাজদুহিতাকে বিবাহ করিয়া কিয়ৎকাল শিষ্টের ন্যায় কালযাপন করে। কিন্তু স্বাভাবিক দুষ্ট কতকাল ছদ্মবেশে শিষ্ট থাকিতে পারে? বিজয় কুবানীর নিকট রাজ্য প্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তাহার সহধর্ম্মিণীও তদর্থে উদ্যোগিনী হইল। এমত সময়ে একদা এক রাজবিবাহের সমারোহ হয়; তাহাতে দেশীয় সমস্ত প্রধান লোক একত্র হইয়াছিলেন; বিজয় সমভিব্যাহারিদিগের সঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিল. ইত্যবকাশে স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করণের সদুপায় দেখিয়া মহানিশা সময়ে সঙ্গিদিগের সাহায্যে অনায়াসে রাজপ্রভৃতি সমস্ত প্রধান ব্যক্তিদিগকে বিনষ্ট করিয়া আপনি রাজা হইল। অতঃপর সে অষ্টত্রিংশৎ বৎসর কাল ক্রমাগত পরমসুখে রাজ্যভোগ করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু সময়ে অপুত্রক প্রযুক্ত পিতাকে এতদর্থে পত্র লেখে যে "আপনার কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহলরাজ্য গ্রহণার্থে প্রেরণ করুণ।"

বঙ্গদেশে পত্রাগমন সময়ে সিংহবাহুর মৃত্যু হইয়াছিল, অতএব তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুমিত্র এই ভ্রাতৃপত্র প্রাপ্ত হন; এবং স্বয়ং বঙ্গরাজ্য ত্যাগপূর্ব্বক লঙ্কাগমনে অসম্মত হইয়া আপন কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডুবাসকে তথায় প্রেরণ করেন। পাণ্ডুবাস লঙ্কায় উপনীত

হইবার এক বৎসর পূর্ব্বেই বিজয়ের মৃত্যু হইয়াছিল; এবং তাহার অবর্ত্তমানে উপতিস্স্য নামা তাহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রী স্বহস্তে সাম্রাজ্য ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডু-বাসের আগমনে তিনি রাজ্যত্যাগ করত পুনরায় মন্ত্রি-পদে নিযুক্ত হন, ও পাণ্ডুবাস লঙ্কার রাজা হন। তদবধি ১২২২ বঙ্গাব্দে সিংহলদ্বীপে ইংরাজদিগের রাজ্য স্থাপনকাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত ২৩২৪ বৎসর লঙ্কা-দ্বীপ বঙ্গজ পাণ্ডুবাসের এবং তাঁহার ছয় শ্যালকের উত্তরাধিকারিগণদ্বারা পালিত ও শাসিত হইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে কএকবার মলবার দেশীয় রাজারা লঙ্কা আক্রমণ করিয়া তথায় রাজশাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অধিকার স্থায়ী হয় নাই। ইংরাজদিগের অধিকার হওনের পূর্ব্বে পোর্ত্তুগিস্ ও ওলন্দাজেরা লঙ্কার কোন কোন মণ্ডলের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু কখন সমস্ত রাজ্য তাহাদিগের হস্তগত হয় নাই।

পম্পেয়াই।

ইংরাজী ৭৯ অব্দের ২৪ সে আগষ্ট তারিখে সুবি-খ্যাত ইতালী দেশের পম্পেয়াই নামক একটি নগর অপরাহ্নের মনোহর সূর্য্যকিরণে বিভাসিত হইতেছিল। তৎসময়ে আকাশ পরিনির্ম্মল ও কমনীয়বর্ণে বিচিত্রিত, বায়ু স্নিগ্ধ শীতল এবং উল্লাসকর, বৃক্ষ সকল ফলভারে

অবনত, এবং উদ্যান সকল সুগন্ধ পুষ্পে প্রসাদিত ছিল। সম্মুখে নেপল্‌সের উপসাগর আপন শান্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সকল পদার্থকে দেবলোকের শোভায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল; সকলই উজ্জ্বল, সকলই কান্তিময়, সকলই মনোহর, সকলই কমনীয়, সকলই সুরলোকগঞ্জন বোধ হইতেছিল। নগরের প্রজা সকল ঐ রম্যসময়ের প্রভাবে নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন অভিলষিত ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিল। কেহ ক্রয় করিতেছে, কেহ বিক্রয় করিতেছে; কেহ পণ্যশালায় পণ্য দ্রব্য আনিতেছে, কেহ বা তাহা বিদেশে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। এমত সময়ে নিকটস্থ বিসু-বিয়স্‌ নামক আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে হঠাৎ এক রাশি কৃষ্ণধূম নির্গত হইয়া প্রকাণ্ড স্তম্ভাকারে উন্নত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ ধূম নির্ম্মল প্রোজ্জ্বল নভোমণ্ডলকে একেবারে আচ্ছন্ন করিলেক। দিবাকর বিলুপ্ত হইলেন এবং সমস্ত নগর ও বহুক্রোশ পর্য্যন্ত নগরোপান্ত অমাবস্যার মধ্যরাত্রির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। অকস্মাৎ এ অন্ধকার যে ভয়ঙ্কর বোধ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অধিকন্তু ঐ অঞ্জনগিরি-সদৃশ নিবিড় কৃষ্ণমেঘে জ্বলন্ত গন্ধকজাত ঈষন্নীলবর্ণ সৌদামিনী-সদৃশ অগ্নিশিখা মধ্যে মধ্যে বিকশিত হইতে লাগিল। ইহার অনতিবিলম্বে আকাশ হইতে অতি

সূক্ষ্মপ্রায় অদৃশ্য রেণু-সদৃশ ভস্ম বরিষণ হইতে লাগিল, এবং তাহা অল্পকাল মধ্যে ভূপৃষ্ঠে দুই তিন হস্তাধিক স্থূল হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই পম্পেয়াই-নিবাসিদিগের বিপদের শেষ হয় নাই। তদনন্তরই উত্তপ্ত ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড সকল আকাশ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরও তাহার সহযোগী হইল। একে ভয়ঙ্কর অন্ধকার, তাহার উপর ভস্মবৃষ্টি, তদুপরি প্রস্তর-বর্ষণ, মধ্যে মধ্যে প্রজ্জ্বলিত গন্ধকের সৌদামিনী; বর্ণিত সুখের সময় ইহার পর ভয়ঙ্কর ব্যাপার হঠাৎ সম্ভাবনীয় নহে। কিন্তু পম্পেয়াই নিবাসিদিগের ইহাতেও ক্লেশের শেষ হইল না। কথিত প্রজ্জ্বলিত গন্ধকের ধূমে বায়ু প্রকৃষ্টরূপে দূষিত হইল; শ্বাস গ্রহণ করা দুষ্কর। অতঃপর নদীতে বাণ আসিবার সময় যে প্রকার শব্দ হয়, তদ্রূপ ধ্বনি আকর্ণিত হইতে লাগিল; এবং অবিলম্বে কৃষ্ণকর্দ্দমের এক প্রকাণ্ড স্রোতঃ মৃদুভাবে অবারিতবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা ত্বরায় রাজপথ সকল পরিপূর্ণ করিলেক, এবং দ্বার গবাক্ষ ছিদ্রাদি দ্বারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল পূর্ণ করিতে লাগিল। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায়মাত্র ছিল না। যে যদবস্থায় এই ভীষণ শত্রুর হস্তে পড়িল সে সেই অবস্থায় প্রোথিত হইল। যাহারা গৃহমধ্যে

লুক্কায়িত হইয়াছিল তাহারা তথায়ই আবৃত রহিল; যাহারা পলায়নে তৎপর হইয়া রাজপথে আসিয়াছিল তাহাদের কেহ পতনশীল শিলার আঘাতে মৃত হইল। কেহ গন্ধকের গন্ধে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, কেহ অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রমে গর্ত্তে পড়িয়া ভস্মে প্রোথিত হইল, কেহ বা কর্দ্দমস্রোতে প্লাবিত হইল। যে সকলব্যক্তি বর্ণিত বিপদের প্রারম্ভেই নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিল তাহারা অন্ধকারে পথশ্রমে ভস্ম ও গন্ধকধূমে আবৃত হইয়া নগরপ্রান্তে ধরাশয্যায় মহানিদ্রায় সুপ্ত হইল।

তিন দিন দিবা রাত্র কথিত উপদ্রব বলবৎ থাকে, তাহাতে বর্ণিত নগর এককালে প্রোথিত হইয়া যায়, চতুর্থ দিবস প্রাতে তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না। তখন অন্ধকারের শেষ হইয়াছিল, কর্দ্দমস্রোতঃ স্তব্ধ হইয়াছিল, ভস্মবৃষ্টি নিঃশেষ হইয়াছিল, এবং প্রস্তরবর্ষণ স্থগিত হইয়াছিল। তখন দিবাকর পুনঃ প্রোজ্জ্বল রশ্মিতে সমস্ত বিভাসিত করিলেন। বায়ু দুর্গন্ধ গন্ধকগন্ধ ত্যাগ করিয়া পুনঃ নির্ম্মল হইয়া মন্দ মন্দ গতিতে সকল প্রমুদিত করিল, এবং যে সকল দুর্ভাগারা বর্ণিত উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা স্নিগ্ধ হইল। কিন্তু তাহাদের গৃহের আর চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হইল না। যে স্থানে পম্পেয়াই নগরের মন্দির দেউল অট্টালিকা রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ইষ্টক-প্রস্তরের বাটী

সকল দেদীপ্যমান ছিল, তথায় এক ভস্ম ও কর্দ্দমের স্তূপমাত্র দৃষ্ট হইল। উক্ত নগরের সন্নিকটে হর্কুলেনিয় এবং স্তাবী নামক অপর দুই সমৃদ্ধ নগরও প্রোথিত হইয়াছিল, অতএব কথিত স্তূপ বহু ক্রোশ বিস্তীর্ণ দৃষ্ট হইত। ঐ বিস্তীর্ণক্ষেত্রে কালক্রমে মৃত্তিকা জমিয়া শস্যের উপযুক্ত হইল; এবং কৃষকেরা তথায় দ্রাক্ষা জলপাই গোধূমাদি দ্রব্য উৎপাদন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বৃহৎ বনস্পতি সকলও উত্থিত হইয়া সমস্ত স্থানকে উদ্যান-সদৃশ করিলেক।

প্রায় সপ্তদশ শত বৎসর যাবৎ বর্ণিত স্থান ঐরূপ থাকে। পরে গত শতাব্দির শেষে কৃষকেরা গহ্বর খনন দ্বারা দেখিলেক যে মৃত্তিকার নিম্নে অট্টালিকাদির চিহ্ন আছে; তাহাতে বোধ হইল, যে কোন নগর তথায় প্রোথিত আছে; এবং অনুসন্ধান দ্বারা তাহাই সব্যবস্থ হইল। নেপল্‌স্‌ দেশের অধিপতির অনুমতিতে উপযুক্ত কর্ম্মচারি সকল নিযুক্ত হইল। ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিগ হইতে খনন কার্য্য আরব্ধ হইল, এবং অল্প দিন মধ্যে পম্পেয়াই নগরের অনেক রাজপথ অট্টালিকাদি পরিষ্কৃত হইয়া পুনঃ সকলের নয়নগোচর হইল। এই দর্শন অতি অপূর্ব্ব বোধ হইয়াছিল। কোন স্থানে অতি বৃহৎ অট্টালিকা ঝাড় লণ্ঠন ছবি প্রস্তর-পুত্তলিকাদি বিবিধ সজ্জায় পরিসজ্জিত অবস্থায় মৃত্তিকা হইতে গাত্রোত্থান

করিতেছে ; কোন কোন স্থানে নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ পণ্যশালা প্রকাশ হইতেছে ; কোথায় বা মোদকের দোকানে বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন মৃত্তিকাবরণে পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। এক সূপকারের দোকান খনন করিতে করিতে দৃষ্ট হইয়াছিল যে বর্ণিত উপদ্রব সময়ে ঐ দোকানী সম্মুখে রোটিকা ও পেয়াজ ও ক্ষুদ্র মৎস্যের চচ্চড়ী বিক্রয় করিতেছিল, এবং সেই অবস্থায় সে কর্দ্দমে প্রোথিত হয়। এক বৃহৎ অট্টালিকার সকল গৃহ নানাবিধ সজ্জায় পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু কুত্রাপি মনুষ্য ছিল না ; কেবল তাহার নিম্নে ভূমিগর্ভে এক গুদামের মধ্যে যাহাতে অনেক গুলি জালা ছিল, তথায় ১৭টী অস্থিকঙ্কাল রহিয়াছে। জালা দৃষ্টে বোধ হয় যে ঐ ভূমিগর্ভস্থ গুদামে গৃহস্বামী মদিরা রাখিতেন। উপদ্রবের প্রারম্ভে ভস্মবৃষ্টির সময় গৃহস্বামিনী আপন অপত্য ও ভৃত্যবর্গ-সমভিব্যাহারে ঐ গুদামে পলায়ন করিয়াছিলেন, তথায় কর্দ্দমস্রোতঃ আসিয়া তাঁহাদিগের সকলকে প্রোথিত করিয়া ফেলে। যদিচ এক্ষণে তাহাদের অস্থিমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু মৃত্তিকামধ্যে তাহাদের দেহের ও বস্ত্রের ও অলঙ্কারাদির চিহ্ন এমত অবিকল ছাঁচ হইয়া আছে যে তদ্দৃষ্টে তাহাদের সমস্ত বিবরণ উপলব্ধি হয়। অনুমিত হইয়াছে যে ঐ সপ্তদশ ব্যক্তির মধ্যে এক জন গৃহস্বামিনী, তিনি

প্রৌঢ়া ছিলেন ; তাঁহার দেহে অনেক অলঙ্কার ছিল, ও তাঁহার বস্ত্র অতি সূক্ষ্ম রেসমে নির্ম্মিত। তাঁহার এক হস্তে এক খানি রুমালে কতকগুলি চাবি বদ্ধ ছিল ; অপর হস্তে একটী শিশুর হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে এক নবযৌবনা কন্যা চারু-বসনাভরণে সুসজ্জিতা ভয়ে ভীতা হইয়া রক্ষা প্রার্থনায় কেবল মাতার প্রতি অবলোকন করিতেছে। তাহার অল্প বয়স্ক দুই ভ্রাতা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িয়াছে। সন্নিকটে পরিচারিকা ও ভৃত্যবর্গ ; তাহাদিগের বস্ত্র স্থূল ও অলঙ্কার সামান্য। সম্মান রক্ষার্থ সহসা স্বামিনীর অত্যন্ত নিকট তাহারা আসিতে পারিতেছে না, অথচ কর্দ্দমস্রোত হইতে পলাইবার আর স্থান নাই, অতএব অত্যন্ত কুণ্ঠভাবে নিকটে রহিয়াছে। ইহাদের অবস্থাদৃষ্টে বোধ হয়, কর্দ্দমস্রোতঃ আসিয়া ইহাদিগকে এক-কালেই বিনষ্ট করিয়াছিল ; অধিক যাতনা না দিয়া থাকিবেক। এক রমণী আপন প্রিয় অলঙ্কারের মঞ্জুষা লইয়া পলায়ন করিতেছিল, এমত সময়ে কর্দ্দম আসিয়া তাহাকে আবৃত করে। সে সেই মঞ্জুষা বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া প্রোথিত রহিয়াছে। এক স্থানে দুই জন তস্কর একটা ধাতুময় পুত্তলিকা লইয়া পলাইতেছিল, এমত সময়ে কর্দ্দম আসিয়া তাহাদিগকে আবৃত করে। এই প্রকারে অপরাপর স্থানে

নানা অবস্থার বিবরণ ব্যক্ত হইয়াছে। খনন দ্বারা যে সঙ্খ্যায় ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ মূর্ত্তি ও গৃহ-সজ্জা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে পম্পেয়াই এক ঋদ্ধিমন্ত নগর ছিল, এবং ঐ সকল মূর্ত্তি ও দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ-চাতুর্য্যে বিলক্ষণ প্রমাণীকৃত হয় যে ঐ নগরবাসীরা শিল্পকার্য্যে অদ্বিতীয় নিপুণ ছিল।

বঙ্গদেশের অবস্থা।

পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশের যে অবস্থা ছিল, তাহার সহিত ইহার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল প্রদেশ হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ মহারণ্যে পরিবৃত ছিল, তাহা এক্ষণে জনাকীর্ণ নগর, রমণীয় উদ্যান ও শ্যামল-শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শোভা পাইতেছে। পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে যেখানে একটী সঙ্কীর্ণ পথও দৃষ্ট হইত না, এক্ষণে তথায় সুপ্রশস্ত পরিস্কৃত, বৃক্ষশ্রেণী-বিরাজিত, সুশীতল ছায়া-সমন্বিত রাজবর্ত্ম বিনির্ম্মিত হইয়াছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল স্থল, দূর ও দুর্গম বলিয়া বোধ হইত ও যাহা কেবল পরমার্থচিন্তাপরায়ণ বৃদ্ধ ও পরিণতবয়স্কদিগের ও সংসারশক্তি-শূন্য জনগণের গমনীয় ছিল, সেই সকল মহাতীর্থ এক্ষণে তরুণবয়স্ক বালক-বৃন্দের পক্ষেও সাতিশয় সুগম হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চা-

শৎ বর্ষ পূর্ব্বে যে পথে পদে পদে ত্রাস ও শঙ্কা উপস্থিত হইত, এক্ষণে সেই পথ দিয়া ঘোরতমসাচ্ছন্ন নিশীথ সময়েও নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্কচিত্তে লোকে গমনাগমন করিতেছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে লৌহময় দ্বার রুদ্ধ করিয়াও যাঁহাদের নিদ্রা হইত না, এক্ষণে তাঁহারা দ্বার মুক্ত রাখিয়াও সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে, যাঁহাদের গঙ্গাপার হইতেও সাহস হইত না, তাঁহারা এক্ষণে অপার পারাবার পার হইয়া নানা দিগ্‌দেশ সন্দর্শন করিতেছেন ও তত্রত্য অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি পর্য্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতেছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে দ্বিজাতি ব্যতীত অন্য জাতির সংস্কৃত কাননে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, কিন্তু এক্ষণে কি আর্য্য, কি অনার্য্য, সকলেই সেই অনুপম শোভাসম্পন্ন উপবনে প্রবেশ করত তদীয় বিকসিত কুসুম সমুদায়ের গন্ধানুভব ও সুরস তরুনিকরের ফলাস্বাদন করিয়া নিরুপম আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় পাঁচ কোটি লোককে রাজকীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত পাঁচটী বিদ্যালয়ও ছিল না, কিন্তু এক্ষণে তদুদ্দেশে অন্যূন পাঁচ সহস্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে পঞ্চাশৎ ব্যক্তিও রাজকীয় বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন

না, কিন্তু এক্ষণে অন্যূন পঞ্চ লক্ষ লোকে উহাতে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্বদেশের উন্নতি-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও মুদ্রিত পুস্তক ছিল না, কিন্তু এক্ষণে শত শত পুস্তক দিন দিন মুদ্রিত হইতেছে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে সমাচার পত্রের নামও ছিল না, কিন্তু এক্ষণে যে কত সমাচার পত্র ও সাময়িক পত্র প্রতিদিন মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর।

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকে না। কিন্তু যখন মনে হয় যে, যে মহাপুরুষদিগের শৌর্য্য, বলবীর্য্য ও ঔদার্য্য গুণে এদেশের এতাদৃশ সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারা যদি অদ্য ভারত ভূমি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে কল্য ইহার ভাগ্যে কি ঘটিবে; তখন ইন্দ্রিয় সকল নিতান্ত অবসন্ন ও অন্তঃকরণ একান্ত অভিভূত হয়। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন যে, যদি ইংরেজেরা অদ্য এদেশ হইতে প্রস্থান করেন, তাহা হইলে কল্য রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, পাঠান ও অন্যান্য সংগ্রামপ্রিয় জাতিদিগের মধ্যে ইহার সাম্রাজ্য লইয়া ঘোরতর বিবাদ সমুপস্থিত হইবে। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন যে, সেই দারুণ সঙ্কটানলে

শত শত গ্রাম ও নগর সহস্র সহস্র সুরম্য হর্ম্ম ও লক্ষ লক্ষ নয়নরঞ্জন বিবিধসামগ্রী-পরিপূর্ণ বিপণি সকল ভস্মীভূত হইবে। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন যে, সেই সুদারুণ সময়ে ভারততনয়দিগের শোণিতপ্রবাহে দেশ সকল প্লাবিত হইবে এবং লোকের ক্রন্দনধ্বনি ও মার্ মার্ হাহাকার শব্দে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইবে। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন যে, তৎকালে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্, মুদ্রাযন্ত্র, গ্রন্থাবলী ও সাময়িক পত্র সকলই বিলুপ্ত হইবে এবং অজ্ঞান তিমির আসিয়া ভারতের জ্ঞানসূর্য্যকে গ্রাস করিবে। ফলতঃ এই সময় হইতে সবিশেষ যত্ন না করিলে, যাঁহাদের প্রসাদে আমরা এতাদৃশ সুখ সম্ভোগ করিতেছি, তাঁহারা এদেশ পরিত্যাগ করিলে এই সমস্ত সুখরাশি হইতে আমাদিগকে একান্তই বঞ্চিত হইতে হইবে। অতএব যাহাতে এতদ্দেশীয় জনগণ রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্, মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি নির্ম্মাণ করত স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি ও আপনাদের সুখবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়েন, সাধ্যানুসারে তাহার উপায় বিধান করা স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি। হে ভারততনয়গণ! আর কত কাল তোমরা এরূপ মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকিবে, আর কত কালই বা তোমরা আর্য্যবংশসম্ভূত হইয়া

ম্লেচ্ছদিগের পাদলেহন করিবে। অতঃপর জাগরিত হও এবং আপনাদের উন্নতি-সাধনে ও স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে মনোনিবেশ কর।

বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলনের ফল।

যে শাস্ত্র দ্বারা বিশ্বব্যাপার সমুদায় কিরূপ নিয়মানুসারে নিষ্পাদিত হইতেছে, তাহা আমরা অবগত হইয়া অনাগত বিষয়ও অনায়াসে গণনা করিয়া বলিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার নাম বিজ্ঞান শাস্ত্র। ফরাসীদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতচূড়ামণি মহাত্মা কোম্তে বলেন, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, জীবনতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব, এই কয়েকটী বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ। জ্যোতিঃশাস্ত্রে জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের গতি ও পরিমাণাদি নিরূপিত হয়। পদার্থদর্শনে জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম এবং তাপ, আলোক ও তাড়িতাদি প্রাকৃতিক শক্তির বিষয় বর্ণিত থাকে। রসায়ন-শাস্ত্রে একজাতীয় দ্রব্যের সহিত অন্যজাতীয় দ্রব্যের সংযোগ বা বিয়োগ বশতঃ কিরূপ গুণান্তর উৎপন্ন হয়, তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে। জীবনতত্ত্বে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীদিগের বৃত্তান্ত এবং আত্মবিদ্যায় মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের বিবরণ উল্লিখিত হয়। আর সমাজতত্ত্বে সমাজসংস্থিতির নিয়মাবলী নির্দ্দিষ্ট থাকে। কিঞ্চিৎ বিবে-

চনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, এই সকল শাস্ত্রগুলির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অপেক্ষা পরপরটীর প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি দুরূহ ও জটিল। মহাত্মা কোম্তের মতে জ্যোতিষ ও সমাজতত্ত্ব যথাক্রমে বিজ্ঞানরূপ বর্ণ-মালার আদ্য ও অন্ত্য বর্ণ।

বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলনে বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় যেরূপ মার্জ্জিত হয়, অন্যশাস্ত্র-শিক্ষায় কদাপি সেরূপ হয় না। বিজ্ঞানশাস্ত্র-প্রকাশিত অশ্রুত-পূর্ব্ব ও অবিদিত-পূর্ব্ব ব্যাপার সকল অবগত হইলে অন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দের সঞ্চার হয়, কবিকপোল-কল্পিত অলীক উপাখ্যান পাঠে, কখনই সেরূপ হয় না। ভারতভূমির উত্তরে—যেখানে এক্ষণে অভ্রভেদী, দেবতাত্মা, নগা-ধিরাজ হিমালয় পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে অবস্থিতি করি-তেছেন—তথায় এককালে সাগরজলে জলচর জীবসকল অধিবাস করিত ও সুমেরু-সন্নিহিত চিরনীহারাবৃত ভূভাগে পূর্ব্বকালে ভূধরোপম, লোম-পরিবৃত গজেন্দ্র সকল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীব, এই জীবলোকে রাজত্ব ও প্রাধান্য করিয়া আসিতেছে, কখন কীটাণুগণ, কখন শম্বুকশম্বুকাদি, কখন মৎস্য, কখন বা সরীসৃপ, কখন বা পশ্বাদি এই জীবলোকে আধিপত্য করিয়াছে ও অবশেষে মনুষ্য আসিয়া সমগ্র ধরাতল স্বীয়-করতলস্থ

করিয়াছেন ও কালসহকারে উৎকৃষ্টতর জীবের আবি-র্ভাব ও প্রাদুর্ভাব বশতঃ তাহারও তিরোভাব হইতে পারে, এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে অন্তঃকরণে যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতির উদয় হয়, কবিকল্পিত কাল্পনিক উপ-ন্যাস পাঠে কখনই সেরূপ হয় না।

বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা যে সকল অত্যাশ্চর্য্য বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা শুনিলে বিস্ময়াম্বিত হইতে হয়। ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, যে শক্তি প্রভাবে বৃক্ষাদি হইতে ফলাদি ভূতলে নিপতিত হয়, সেই শক্তির গুণেই চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদ-ক্ষিণ করিতেছে ও পৃথিব্যাদি গ্রহগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রামিত হইতেছে। ইহা দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে হীরক ও অঙ্গার একই পদার্থ এবং ইহা দ্বারাই অবধারিত হইয়াছে যে, গন্ধকাদি কতিপয় পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে যে শক্তির সঞ্চার হয়, সেই শক্তি দ্বারাই বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। এই বিদ্যার অনুশীলন গুণে আমরা অবগত হইয়াছি যে দহনশীল বায়ু বিশেষ হইতে অনলবৈরি জলের জন্ম হইয়াছে এবং প্রাণনাশক বায়ু বিশেষের সহিত অপর একটী বায়বীয় পদার্থের সম্মিলনে জগৎপ্রাণ সমীরণ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা মানবসমাজের যে সকল

মহোপকার সাধিত হইয়াছে, তাহার সঙ্খ্যা করা দুঃসাধ্য। বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় শকট, মুদ্রা-যন্ত্র ও ঘটিকাযন্ত্র, দিগ্‌দর্শন, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ, তারের সংবাদ ও গ্যাসের আলোক ইহারা সকলেই বিজ্ঞানশাস্ত্রমহিমা প্রচার করিতেছে। অধিক কি, এই বিদ্যাপ্রভাবে ইউরোপখণ্ডনিবাসী জনগণ ধরা-ধামে বাস করিয়াও স্বর্গীয়-সুখ উপভোগ করিতেছেন।

অধুনা এতদ্দেশীয় বিদ্যালয়সমূহে ইংরাজি ভাষা ও তৎসহকারে ইংরাজি সাহিত্যাদির সবিশেষ আলোচনা হইতেছে। পরন্তু যে বিদ্যাপ্রভাবে আমাদিগের রাজ-পুরুষগণ এতাদৃশ উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছেন, সেই পদার্থবিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রায় কোন বিদ্যা-লয়েই দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, কাব্যরসাস্বাদনার্থ কিম্বা আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশের নিমিত্ত, বাল্মীকি ও কালিদাস এবং বেদব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য থাকিতে, ভারতসন্তানদিগের সেক্‌স-পীয়ার ও মিলটন, কি প্লেতো ও বর্ক্লির উপাসনা করিবার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। কিন্তু বিজ্ঞানশৈলে আরোহণ করিতে হইলে, আর্য্য-বংশীয়দিগকে বেকন ও নিউটনের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব যদি বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়ের যথাবিধাপে রি-রা নচালনা করা প্রার্থনীয় হয়, যদি বিশ্বব্যাপার সমুদায়ে

কারণ অনুসন্ধান করা মানবীয় মনের স্বভাবসিদ্ধ হয়, যদি গগনমণ্ডলস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির আকার প্রকারাদি পর্য্যালোচনা করা প্রীতিপ্রদ বলিয়া প্রতীতি হয় এবং যদি জল, বায়ু, তাপ, তাড়িতাদির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া আমাদিগের অবস্থার উন্নতি ও সুখবৃদ্ধি করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই।

বায়ুরাশি।

আমাদিগের আবাসভূমি বসুন্ধরা বিশাল বায়ু-রাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে এই বায়ুরাশি অনবরত ভ্রাম্যমান হইতেছে এবং বর্ষে বর্ষে সূর্য্যমণ্ডলকে এক এক বার প্রদক্ষিণ করি-তেছে। এই বায়ুরাশি সুগভীর সমুদ্র হইতেও গভীর ও অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতেও উচ্চ; কেহ কেহ অনুমান করেন ইহার উন্নতি এক শত ক্রোশের ন্যূন নহে। যাহা হউক, ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্যূন পঞ্চবিংশতি ক্রোশ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ইহা ব্যাপ্ত হইয়া আছে, এ কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। যেরূপ মৎস্যাদি জলচর জীবগণ বারিনিধি সাগরে অবস্থান করে, তদ্রূপ আমরা এই প্রবিস্তীর্ণ বায়ুময় সাগরে বাস করিতেছি। ইহা এরূপ লঘু, যে প্রজাপতির পক্ষ দ্বারাও সঞ্চালিত হয় অথচ ইহা দ্বারাই

আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণবপোত দুস্তর সাগরপারে নীত হইয়া থাকে। কখন বা ইহা এরূপ প্রশান্ত ভাবে অবস্থিতি করে যে ঊর্ণনাভের তন্তুও ইহার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় না আবার কখন বা ভীষণাকার ধারণ করিয়া এরূপ প্রচণ্ড বেগে গমন করিতে থাকে যে, ইহার ভয়ঙ্কর আঘাতে তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গও চূর্ণ হইয়া যায়। কখন বা সুমন্দ হিল্লোল আমাদিগের সর্ব্বশরীর শীতল করে এবং কখন বা দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে আমাদিগকে ব্যাকুলিত করে। কখন বা মৃদু মন্দ লহরীলীলায় জনগণকে পুলকিত করে এবং কখন বা উত্তাল ঊর্ম্মিমালা উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে আকুলিত করে। কখন বা শারদীয় পঞ্চমীতে ধনরত্ন লোকাদি পরিপূর্ণ নৌকা জলমগ্ন করিয়া চতুর্দ্দিকে বিলাপ ও ক্রন্দনধ্বনি বিস্তার করে এবং কখন বা অরাতি পরিবেষ্টিত পুরীশ্রেষ্ঠ পারীস নগরী হইতে ব্যোমযান আনয়ন করত তথায় যে সমস্ত মহাত্মাগণ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া স্বদেশরক্ষার্থ যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগের সংবাদ প্রদান করিয়া আমাদিগকে আহ্লাদিত করে।

বায়ু না থাকিলে, কি ঊষাকালীন পরম রমণীয় শোভা, কি প্রদোষকালীন জলদপটলের নিরুপম কান্তি, কিছুই নয়নগোচর হইত না। বায়ু না থাকিলে, নিশাবসান না হইতে হইতেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড উদিত

হইয়া খরতর করবর্ষণপূর্ব্বক জীবগণকে দগ্ধ করিত এবং দিনশেষ না হইতে হইতেই দিনমণি, বসুন্ধরাকে ঘোরতর তিমিরসাগরে নিমগ্ন করিয়া অস্তমিত হইত। বায়ু না থাকিলে, দীপাদি আলোক প্রদান করিত না ও কাষ্ঠাদি হইতে বহ্নি উৎপন্ন হইত না। বায়ু না থাকিলে, কাদম্বিনার ললাটদেশ সৌদামিনীরূপ সিঁথিতে সমুজ্জ্বলিত হইত না। বায়ু না থাকিলে, বিমানচারী বারিদগণ বারি বর্ষণ করিত না। বায়ু না থাকিলে, পর্ব্বতনন্দিনী সুস্বাদু-সলিল-শালিনী প্রবাহিনী স্রোতস্বিনীগণ কল কল রবে প্রবাহিত হইত না। বায়ু না থাকিলে, শ্যামল দূর্ব্বাদলশিরে শিশির বিন্দু সকল মুক্তাফল রূপে কখনই শোভা পাইত না। বায়ু না থাকিলে, কি বৃক্ষপত্রের শর্ শর্ শব্দ, কি পক্ষিগণের কলরব, কি সুমধুর গীতধ্বনি, কি ঘোরতর বজ্র নাদ, কিছুই আমরা শুনিতে পাইতাম না। অন্য কথা দূরে থাকুক, বায়ু না থাকিলে, আমরা ক্ষণমাত্র জীবিত থাকিতে পারিতাম না। এই নিমিত্তই ইহার জগৎপ্রাণ নামটি অন্বর্থ হইয়াছে।

প্রাচীনেরা বায়ুকে মূল পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত হইতে যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু অধুনাতন বিজ্ঞান

পরায়ণ মনীষিগণ বিশুদ্ধ যুক্তিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক যত-দূর নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহাতে বোধ হয় ক্ষিতি, জল ও বায়ু যৌগিক পদার্থ ; আর আকাশ এক প্রকার অতি বিরল, সূক্ষ্ম ও স্থিতিস্থাপক গুণ সম্পন্ন পদার্থ, উহা সমুদায় বিশ্বব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং উহারই সঞ্চালনে তেজের সঞ্চার হয়। রসায়ন-বেত্তা পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন অম্লজনক ও যবক্ষার জনক নামক দুইটী বায়বীয় পদার্থের মিলনে জগৎপ্রাণ সমীরণ সমুৎপন্ন হইয়াছে। রাসায়নিকদের মতে বায়ু যৌগিক পদার্থ নহে, মিশ্রপদার্থ কেননা ইহার উপাদান দ্বয় রাসায়নিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহে, একত্রে মিশ্রিত হইয়া আছে এই মাত্র। পূর্ব্বোক্ত অম্লজনক নামক বায়বীয় পদার্থটী আমরা নিঃশ্বাস সহকারে শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করি, ইহার অভাবে এক মুহূর্ত্তও আমরা প্রাণ ধারণ করিতে পারি না ; এই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহাকে 'প্রাণবায়ু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অম্লজনক বায়ুর দাহিকা শক্তি অতি চমৎকার। একটী নির্ব্বাপিত দীপশলাকার অগ্রভাগ মাত্র লাল থাকিতে থাকিতে যদি অম্লজনক পূর্ণ কোন পাত্র মধ্যে নিমজ্জিত করা যায় তাহা হইলে উহা অমনি তৎক্ষণাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ফলতঃ কাষ্ঠাদি হইতে যে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্গত

দাহ্য পদার্থের সহিত বায়ুস্থ অম্লজনকের রাসায়নিক সংযোগই তাহার কারণ। দীপাদি হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহাও তৈলাদির সহিত বায়ুস্থিত অম্লজনকের সংযোগ নিবন্ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। অম্লজনকের দাহকতাশক্তি এরূপ ভয়ঙ্কর যে বায়ুরাশিতে যদি শুদ্ধ অম্লজনক থাকিত তাহা হইলে তাবৎ বস্তু ভস্মীভূত হইয়া যাইত। এই নিমিত্ত করুণানিধান পরমেশ্বর যবক্ষারজনক নামক অপর একটী কোমল স্বভাব বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহার উগ্রস্বভাবের খর্ব্বতা সম্পাদন করিয়াছেন। উল্লিখিত অম্লজনক ও যবক্ষারজনক নামক দুইটী পদার্থ ব্যতীত বায়ুরাশিতে আরও কতিপয় পদার্থ আছে তন্মধ্যে অঙ্গারিকাম্ল বায়ু প্রধান। জীবগণ নিঃশ্বাসের সময় বায়ুস্থ অম্লজনক শরীর মধ্যে গ্রহণ করে এবং অঙ্গারিকাম্ল নামক এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বিসর্জ্জন করে। কাষ্ঠাদি দগ্ধ করিলেও এই বিষম বায়ু উৎপন্ন হয়। দীপাদি জ্বালাইলেও ইহার উৎপত্তি হয়। যাত্রা মহোৎসবাদির রাত্রিতে উৎসব ভূমিতে যে লোকের এত কষ্ট হয় তাহার কারণ এই যে সমাগত লোকদিগের নিঃশ্বাস বিনিঃসৃত ও দীপাবলী সমুত্থিত অঙ্গারিকাম্ল বায়ুতে তথাকার বায়ুরাশি দূষিত হইয়া উঠে। পরন্তু এই অঙ্গারিকাম্ল বায়ু উদ্ভিজ্জগণের পক্ষে মহোপকারী। প্রাণিগণ যেরূপ

অম্লজনক গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে, উদ্ভিজ্জগণ সেইরূপ অঙ্গারিকাম্ল বায়ু হইতে অঙ্গার ভাগ গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে। উদ্ভিজ্জেরা অঙ্গারিকাম্লের অম্লজনক ভাগ বিসর্জ্জন করে এবং আমরা সেই অম্লজনক লইয়া অঙ্গারিকাম্ল বায়ু পরিত্যাগ করি।

বায়ুরাশিতে জলীয় বাষ্প বিদ্যমান আছে। যেখানকার বায়ুতে জলীয় বাষ্প নাই সেখানে আমরা কদাচ থাকিতে পারি না। লুঃ, সাইমুন প্রভৃতি বাতাস যে এত ভয়ঙ্কর, উহাতে জলীয় বাষ্প নিতান্ত অল্প থাকাই তাহার কারণ। বায়ুরাশিতে যে জলীয় বাষ্প আছে তাহা শিশির কুজ্ঝটিকা ও মেঘরূপ ধারণ করিয়া বসুন্ধরাকে শীতল করিয়া থাকে।

শিশির।

রাত্রিকালে ভূতলস্থ বস্তু সকল তেজ বিকীর্ণ করিয়া বায়ুরাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর অন্তর্গত কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দু-রূপে উহাদিগের উপরিভাগে বিন্যস্ত হয়। দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ-সংযোগে পৃথিবী-পৃষ্ঠ সমুত্তপ্ত হইলে তৎসংসৃষ্ট বায়ুতে যে পরিমাণ বাষ্প থাকিতে পারে, রাত্রিকালে তেজ বিকীরণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ সমধিক শীতল হইলেও তদুপরিস্থ বায়ুতে সেই

পরিমাণে বাষ্প থাকিবে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। উষ্ণতার যত হ্রাস হয়, বায়ুরাশিতে তত কম বাষ্প থাকিতে পারে, অর্থাৎ তত অল্প বাষ্প দ্বারা বায়ুরাশি পরিসিক্ত হয়। সুতরাং দিবাভাগে বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, রাত্রিতে সমধিক শীতল হইলে, যদি তদ্দ্বারা উহা পরিসিক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে, শীতল দ্রব্য স্পর্শমাত্রেই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশির বিন্দুরূপে পরিণত হয়। বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলেই শিশির-সঞ্চার হয়। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল হয় না, একারণ বায়ুস্থ বাষ্পও শিশিররূপে পরিণত হয় না।

যে সকল বস্তুর বিকীরণ শক্তি সমধিক প্রবল, তাহারা রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, একারণে সেই সকল বস্তুর উপর সমধিক শিশিরসঞ্চার হয়। ধাতু-দ্রব্য সকলের বিকীরণ শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় না। কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, পশম প্রভৃতি সমধিক-বিকীরণ-শক্তি-সম্পন্ন দ্রব্যাদির উপর প্রচুর পরিমাণে শিশিরসঞ্চার হইয়া থাকে।

যদ্দ্বারা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে তেজ বিকীরণের প্রতি-

বন্ধকতা হয়, তদ্দ্বারা শিশিরসঞ্চারেরও প্রতিবন্ধকতা হইয়া থাকে। আকাশমণ্ডল মেঘাবৃত হইলে ভূপৃষ্ঠ তেজ বিকীরণ দ্বারা তাদৃশ শীতল হইতে পারে না কেননা মেঘাবলী হইতে তেজ বিকীর্ণ হইয়া আসিয়া উহার উপর পতিত হয় একারণ মেঘাচ্ছন্ন নিশিতে সেরূপ শিশিরসঞ্চার হয় না। বিস্তৃত-শাখা-বিশিষ্ট বৃক্ষতলেও এই কারণে শিশির উৎপন্ন হয় না।

বায়ু যত সরস হয়, শিশিরসঞ্চারও তত অধিক হইয়া থাকে। মন্দ মন্দ বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে দ্রব্যাদি সমধিক শীতল হয় এবং শিশিরসঞ্চার অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে তৎসংস্পর্শে দ্রব্যাদি উষ্ণ হয়, একারণ শিশির উৎপন্ন হয় না।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ভাব।

তুষারাকীর্ণ তুঙ্গ শৃঙ্গ সম্পন্ন পর্ব্বতশ্রেণী, বিস্তৃত শাখা সমন্বিত মহীরুহ সমাকীর্ণ মহারণ্য, প্রতপ্ত বালুকাপূর্ণ প্রবিস্তীর্ণ মরুভূমি, দারুণ হিমানী আবৃত ভীষণ প্রান্তর, নবীন দূর্ব্বাদলপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র ও নীলাম্বুরাশি পরিপূর্ণ সীমাশূন্য সুগভীর সমুদ্র পরিশোভিত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সন্দর্শন করিয়া অভ্যন্তর প্রদেশের

অবস্থা অবগত হইতে কোন্ চিন্তাশীল জনের চিত্তে কৌতূহল শিখা সমুদ্দীপ্ত না হয়? পরন্তু ভূপৃষ্ঠ যেরূপ আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় ভূগর্ভ সেরূপ নহে; এ নিমিত্ত আমরা পৃষ্ঠদেশের আকার প্রকারাদি অবধারণে সমর্থ হইলেও অভ্যন্তর ভাগের নৈসর্গিক ভাব নির্ণয় করিতে নিতান্ত অক্ষম।

আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গাম ও সীতাকুণ্ডাদির জলের উষ্ণতা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অগ্নিময় পদার্থে পরিপূর্ণ। পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে সৌর তেজ ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে না, অথচ ভূপৃষ্ঠ হইতে যত নিম্নে যাওয়া যায় ততই প্রতি ৬০ ফুটে ১ অংশ করিয়া উষ্ণতার আধিক্য অনুভূত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে ভূপৃষ্ঠ হইতে কতিপয় ক্রোশ নিম্নে তাপের এরূপ ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব যে তথায় নীত হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ তাবৎ দ্রব্যই দ্রব হইয়া যায়। আরও সকলেই অবগত আছেন পৃথিবীর আকার সম্পূর্ণ গোল নহে, উহার উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা। আবর্ত্তনবশতঃ তরল বস্তুরই কেবল ঐরূপ আকার উৎপন্ন হইয়া থাকে, কঠিন বস্তুর ওরূপ হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে; ফলতঃ এই সকল কারণে অনেক অনুমান করেন সমুদয় ভূমণ্ডল এককালে তরল ও অগ্নিময় ছিল; পরে বহুকাল পর্য্যন্ত অবিরত

তেজ বিকীর্ণ করিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়াতে পৃষ্ঠভাগ কঠিনাকার ধারণ করিয়াছে; কিন্তু অভ্যন্তর ভাগে এখন পর্য্যন্ত অগ্নিময় সমুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণ গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সমুদায় ভূমণ্ডলের আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের অপেক্ষা প্রায় ছয়গুণ অধিক; কিন্তু ভূপৃষ্ঠস্থ প্রস্তরাদির আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬৫ হইতে অধিক নহে। সুতরাং বলিতে হইবে ভূপৃষ্ঠস্থ দ্রব্যাদি অপেক্ষা ভূগর্ব্ভস্থ দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত ভারী। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অগ্নিময়, দ্রব এবং অপেক্ষাকৃত গুরু দ্রব্যে পরিপূর্ণ।

মহাসাগর।

যে বিশাল জলরাশি অবনিমণ্ডল পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যে বিস্তীর্ণ লবণার্ণবের বক্ষঃস্থলে স্থানে স্থানে পর্ব্বত কানন গ্রাম নগরাদি সমাকীর্ণ দ্বীপ উপদ্বীপ ও মহাদ্বীপাদি স্থলভাগ শোভা পাইতেছে, যে নীলাম্বুরাশির হৃদয়াকাশে দিনমণি সতত দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যে সিন্ধুনাথের সীমাশূন্য সাম্রাজ্যের কোন না কোন অংশে দিবা রাত্রি শীত গ্রীষ্ম সকল সময়েই স্ব স্ব প্রভাব প্রকাশ করিতেছে, যে মহার্ণবের উপকূল কোথাও শ্যামলতালীকুঞ্জে ও কোথাও বা শুভ্রবর্ণ

তুষার জালে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে; যে মহাসাগরের করালতম কল্লোল কোলাহল হিমানী আবৃত আগ্নেয় গিরি বিরাজিত কুমেরু হইতে তুষারাচ্ছন্ন সলিলাকীর্ণ সুমেরু পর্য্যন্ত নিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে; যে বারিরাশি হইতে বাষ্পরাশি সমুত্থিত হইয়া বারিদরূপে বারিবর্ষণ পূর্ব্বক আতপতাপিত বসুন্ধরাকে সুশীতল করিয়া ফলপুষ্পে বিভূষিত করিতেছে, যে নীলাম্বুনিধি নিরুপম নীলবর্ণ দ্বারা নীরদশূন্য নির্ম্মল নীলনভস্তলকেও তিরস্কৃত করিতেছে, যে মহোদধি উত্তুঙ্গ তরঙ্গরূপ ভীষণ অশনি প্রহারে নিয়ত ভূভাগের বিনাশ সাধন করিতেছে, যে নীরনিধি কলানিধির আকর্ষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া নিরত তাহার অনুসরণ করিতেছে, যে মহাসমুদ্র রজনী যোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবিধ জ্যোতির্ম্ময় জলচর জীব দ্বারা স্থানে স্থানে আলোকময় হইতেছে, যে পয়োরাশি নাবিক-বিদ্যা-প্রভাবে পোতপরিচালনের প্রকৃষ্ট পথস্বরূপে পরিণত হওয়াতে বিদূরস্থিত জনপদসমূহও সাতিশয় সন্নিহিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, যে অম্ভোনিধির মন্থনে, পুরাণের বর্ণনানুসারে, সুশীতল রশ্মিসম্পন্ন শীতাংশু, শ্বেতপদ্মোপবিষ্টা লক্ষ্মী, মহামূল্য কৌস্তুভমণি, হয়রত্ন উচ্চৈঃশ্রবা, মহাগজ ঐরাবত ও অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সগরবংশীয় দিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ বিবেচনায় পৌরাণিকেরা

যাঁহারে সাগর নাম প্রদান করিয়াছেন সেই সহস্র সহস্র শৈলনন্দিনী স্রোতস্বিনীগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর নিসেবিত, মনি-মুক্তা-প্রবালাদি বিবিধ রত্নের নিকেতন, শঙ্খ-মৎস্য-মকরাদি অসংখ্য-জলচর-জীব নিবাস যাদসাম্পতি রত্নাকর মহাসাগরের অপ্রমেয় আয়তন, অতলস্পর্শ গভীরতা, অত্যুৎকট লবণাক্ততা, অত্যুজ্জ্বল নীলবর্ণ ও পর্ব্বতাকার তরঙ্গাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়।

যে সমস্ত বহু বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করিয়া আমরা অধিবাস করিতেছি, এই মহাসাগরের সহিত তুলনা করিলে তাহাদিগকেও নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় চারিভাগের তিন ভাগ সাগর জলে সমাবৃত। ভূপৃষ্ঠের পরিমাণ প্রায় ১৯, ৭০,০০,০০০, ঊনবিংশ কোটী সত্তর লক্ষ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ৫, ২০,০০,০০০, পাঁচ কোটী বিংশতি লক্ষ বর্গ মাইল মাত্র স্থল এবং অবশিষ্ট ১৪, ৫০,০০,০০০ চৌদ্দ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ মাইল জল। স্থলভাগের ন্যায় সাগরতলও পর্ব্বত, উপত্যকা, ও অধিত্যকা সমূহে সুশোভিত এবং আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গম ও ভূকম্পনের কম্পনে সমাকুলিত। যে সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী, মেঘশ্রেণী ভেদ করিয়া ভূপিণ্ডোপরি অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তদপেক্ষাও উচ্চ-

তর শত শত শৈলরাজী ইহার অগাধ জল তলে বিরাজ করিতেছে। স্থলভাগে যে সকল আগ্নেয় গিরি দেখিতে পাওয়া যায় তদপেক্ষা শতগুণে ভয়ঙ্কর সহস্র সহস্র অগ্নিময় পর্ব্বত, সাগর মধ্যে স্ব স্ব প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভস্থিত কীরওয়া নামক যে আগ্নেয় পর্ব্বতটী জলরাশি ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে কি বিসুবিয়স, কি এট্না আর কাহাকেই ভয়ানক বলিয়া বোধ হয় না। যে সমস্ত সুদূরগামিনী প্রবাহিনী সাগর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদের সহিত তুলনায় সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি প্রবল প্রবাহকেও সামান্য বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ এই মেদিনী মণ্ডলের পৃষ্ঠদেশ যে মহাসাগরের জলে সমাচ্ছন্ন, তাহার তুল্য বিশাল ও গাম্ভীর্য্যশালী পদার্থ আর কোথাও লক্ষিত হয় না।

অনেকে অনুমান করেন অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উচ্চতা যত মহাসাগরের গভীরতা তদপেক্ষা অধিক নহে; অর্থাৎ প্রায় পাঁচ মাইল মাত্র। পরন্তু নিশ্চয় রূপে মহাসমুদ্রের গভীরতা নিরূপণ করা অতি সুকঠিন। সাগরের গভীরতা সকল স্থলে সমান নহে; উপকূল হইতে যত দূরে যাওয়া যায় ততই গভীরতা বৃদ্ধি উপলব্ধি হয়; যে স্থানে উপকূল ক্রমনিম্ন সেখানে অনেক

দূর গমন না করিলে সুগভীর সমুদ্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না; আর যেস্থলে উপকূল অপেক্ষাকৃত উচ্চ সেখানে কিয়দ্দূর গমন করিলেই সুগভীর সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রজলে নানাবিধ লবণময় পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া থাকে। সহস্র ভাগ সমুদ্রজলে প্রায় তিন ভাগ সামান্য লবণ আছে। এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা সমুদ্রজল ভারী। সমুদ্রজলের লবণাক্ততা সর্ব্বত্র সমান নহে; যেখানে বৃহৎ বৃহৎ নদী আসিয়া সাগরের সহিত মিলিত হইতেছে সেখানকার জলের লবনাক্ততা অপেক্ষাকৃত অল্প; আর যেস্থলে কোন নদীর সমাগম নাই অথচ প্রচণ্ড রৌদ্র প্রভাবে নিয়ত বাষ্পরাশি উত্থিত হইতেছে সেখানকার সাগরজল অত্যন্ত লবণাক্ত। যে স্থলে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়, কি প্রভূত পরিমাণে বরফরাশি দ্রবীভূত হয় তথাকার সাগরজল তাদৃশ লবণময় নহে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে কোন কোন স্থলে সমুদ্রগর্ভ হইতে সুস্বাদু জল উৎসাকারে উৎসারিত হয়।

মহাসাগরের বর্ণ গাঢ় নীল; গগনতল যেরূপ নীল বর্ণ, সাগরজলও প্রায় তদনুরূপ। কেহ কেহ বলেন সমুদ্রজলে নানাবিধ লবণময় দ্রব্য দ্রবীভূত আছে বলিয়া এরূপ নীলবর্ণ দেখায়, পরন্তু একথা কতদূর সত্য

তাহা আমরা নিশ্চয় জ্ঞাত নহি। যখন কোন কোন নদীর জলও গাঢ় নীলবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সমুদ্র জলের নীলবর্ণের কারণ যে তন্মিশ্রিত লবণরাশি ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। সমুদ্রজলের বর্ণ যে, সকল স্থানেই গাঢ় নীল এরূপ নহে; কোথাও বা হরিৎ, কোথাও বা শ্বেত, কোথাও বা লোহিত। উপ-কূল সন্নিহিত জল মৃত্তিকা মিশ্রিত হওয়াতে প্রায়ই বিবর্ণ।

গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ সমুদ্রজলে রাত্রিকালে জল আন্দো-লিত হইলে স্থানে স্থানে এক প্রকার অপূর্ব্ব আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে অনুমান করেন আভা-ময় কীটাণুবিশেষই তাহার কারণ। বিষুবরেখার নিকট-বর্ত্তী প্রদেশে সমুদ্রজল সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ, আর তথা হইতে যত মেরুপ্রদেশে যাওয়া যায় ততই উষ্ণতার হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়; মেরু সন্নিহিত প্রদেশের সমুদ্র সর্ব্বদাই বরফে আচ্ছন্ন। উপরের জল অপেক্ষা ভিত-রের জল শীতল, পরন্তু মেরু সন্নিহিত প্রদেশে উপরিস্থ বরফ ও জলরাশি হইতে ভিতরের জল বরং উষ্ণ।

বায়ু দ্বারা সমুদ্র জল চালিত হইলেই তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। প্রবল ঝটিকার সময়ে যে তরঙ্গ হয়, ৩০।৪০ হস্ত নিম্নে তাহারও প্রভাব অনুভূত হয় না। ভূমি-কম্পনে সাগরতল কম্পিত হইলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়,

তদ্দ্বারা তলপ্রদেশ হইতে ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত সমুদায় জলরাশি আন্দোলিত হয়। সমুদ্রতরঙ্গের উন্নতি প্রায় ৩০।৪০ হস্ত হইতে অধিক উচ্চ হয় না।

চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে মহাসমুদ্রে জোয়ার হয়। পৃথিবীর যে স্থান যখন চন্দ্রের ঠিক নিম্নভাগে অবস্থিত হয়, তখন সেই স্থান অন্যান্য অংশ অপেক্ষা নিকটবর্ত্তি হওয়াতে তথাকার জল অপেক্ষাকৃত অধিক আকৃষ্ট হইয়া স্ফীত হইয়া উঠে এবং তথাকার ঠিক পাদবিপক্ষ স্থানের জল অপেক্ষা সেই জলের ঠিক নিম্নস্থ কঠিন মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত অধিক আকৃষ্ট হওয়াতে চন্দ্রের নিকটস্থ হয় এবং তথাকার জলও স্ফীত হইয়া উঠে, (অথবা যদি স্ফীত হয় বলিলে বুঝিতে কষ্ট হয় তাহা হইলে বল যে " ঝুলিয়া পড়ে")। চন্দ্র যদি ভূমণ্ডলের এক ভাগের উপরেই নিয়ত অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ আকর্ষণ নিবন্ধন পৃথিবীর আকারের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইত, কিন্তু জোয়ার হইত না। পরন্তু পৃথিবীর আহ্নিক-গতি-নিবন্ধন ভূমণ্ডলস্থ এক স্থান চন্দ্রের ঠিক নিম্নস্থ হইতে না হইতে আর এক স্থান আসিয়া তাহার নিম্নে অবস্থিত হয়, সুতরাং সমুদ্রমধ্যে এক অতি বিস্তৃত তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হয়। পৃথিবীর আহ্নিক-গতিপ্রযুক্ত চন্দ্র পৃথিবীস্থ স্থানমাত্রেরই

মাধ্যাহ্নিক রেখার উপর দিবা রাত্রিতে দুই বার অবস্থিত হন, এই নিমিত্ত দিবা রাত্রিতে দুই বার জোয়ার হয়। চন্দ্রের আকর্ষণে যেরূপ জোয়ার উৎপন্ন হয়, সূর্য্যের আকর্ষণেও সেইরূপ একটী জোয়ার উৎপন্ন হয়; পরন্তু চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্য অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া চান্দ্র জোয়ারের ন্যায় সৌর জোয়ার প্রবল নহে। অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রপাতে অবস্থিত থাকিয়া আকর্ষণ করে এই জন্য ঐ সময়ে জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয় আর অষ্টমী নবমীতে তাহারা পাশাপাশি হইয়া আকর্ষণ করে এই নিমিত্ত ঐ সময়ে অল্প পরিমাণ জোয়ার হয়। দক্ষিণ মেরু সন্নিহিত প্রদেশে জলভাগ অধিক বলিয়া সেই স্থানেই জোয়ারের প্রভাব প্রথম অনুভূত হয় এবং ঐ স্থানে যে জোয়ার তরঙ্গ উৎপন্ন হয় তাহাই চন্দ্রের অনুগমন করিয়া পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে। পরন্তু স্থলভাগের বাধা প্রযুক্ত চন্দ্রের ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত কোন স্থানের উপর দিয়া চন্দ্র গমন করিবার কিছুকাল পরে তথায় জোয়ার আইসে। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে জোয়ারের সময় জলরাশি আন্দোলিত হয় কিন্তু পরিচালিত হয় না; একটী লৌহময় সুদীর্ঘ শৃঙ্খল ভূমির উপর বিস্তৃতভাবে রাখিয়া তাহার এক প্রান্ত ধরিয়া ঝাড়া দিলে শৃঙ্খলটী চালিত না হইয়া

যেরূপ আন্দোলিত হয়, সমুদ্রজলও জোয়ারের সময় চালিত না হইয়া তদ্রূপ আন্দোলিত হইয়া থাকে। কখন কখন কোন কোন নদীর মোহানায় জোয়ার তরঙ্গ অতি প্রবলবেগে প্রবিষ্ট হইয়া 'বান' উৎপাদন করে। জীব জন্তু জাহাজ প্রভৃতি যাহা কিছু ইহার সম্মুখে পতিত হয় তাহার রক্ষা পাওয়া সুকঠিন।

মহাসমুদ্রের কোন কোন অংশে প্রবল প্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যাতপ, বায়ুপ্রবাহ এই সকল সামুদ্রিক প্রবাহের কারণ। ক্রমাগত একদিক্ হইতে বায়ু বহিলে সমুদ্রে স্রোত উৎপন্ন হয়। উত্তাপ প্রযুক্ত কোন স্থানেই জল লঘু হইলে পার্শ্ববর্ত্তী অপেক্ষাকৃত শীতল জল তদভিমুখে প্রবাহিত হয়। অপিচ বাষ্পোদ্গম হেতু যদি কোন স্থানের জল অপেক্ষাকৃত লবণময় ও গুরু হয় তাহা হইলেও প্রবাহ উৎপন্ন হয়। সামুদ্রিক স্রোতের মধ্যে (উপসাগরীয় স্রোত) অতি প্রসিদ্ধ। এই প্রবাহটী মেক্সিকো উপসাগর হইতে উত্থিত হইয়া উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবীতে এরূপ বৃহৎ প্রবাহ আর দ্বিতীয় নাই। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র হইতেও ইহা বেগগামী ও বৃহৎ।

সূর্য্য।

এই বিশাল সৌর জগতের মধ্যস্থলে যিনি অবস্থিত রহিয়াছেন, পৃথিব্যাদি গ্রহগণ যাঁহারে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে, যাঁহার প্রদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ দ্বারা সমুদায় জগৎ সমুদ্ভাসিত হইতেছে যাঁহার অংশুমালায় বিভূষিত হইয়া হিমাংশু রমণীয় রশ্মিজালে রজনীযোগে গগনমণ্ডল সমুজ্জ্বলিত করিতেছে, যিনি এই ভূলোকে এবং ভূলোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর লোকসমূহে বৃক্ষ লতা ও জীব জন্তুদিগের জীবনোপযোগী অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সকল সম্পাদন করিতেছেন, সেই সর্ব্বলোকপ্রকাশয়িতা গভস্তিমান্ সবিতার তেজস্বিতা ও মহত্ত্বাদি ঘটিত যে সমস্ত মহতত্ত্ব অবধারিত হইয়াছে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রভাতকালীন প্রভাকরের প্রসন্নমূর্ত্তি, মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর জ্যোতিঃ ও অস্তগামী দিবাকরের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া, যে সমস্ত পুরাতন কবিগণ সুললিত কবিতাবলী রচনা করত তাঁহার স্তব করিতেন, না জানি তাঁহারা, তদীয় প্রবল প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলে, আর ও কত সুমধুরতর পদাবলী রচনা করিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন।

এই সৌর জগতে গ্রহ উপগ্রহাদি যত বৃহৎ বস্তু আছে, সূর্য্য তৎসমুদায় অপেক্ষা বৃহৎ। উহার আয়-

তন এরূপ প্রকাণ্ড, যে অবনীমণ্ডলের আয়তন অপেক্ষা প্রায় ১৩,৩১ ০০০ ত্রয়োদশ লক্ষ একত্রিংশৎ সহস্র গুণ বৃহৎ। পরন্তু জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, পৃথিবীর তুলনায় সূর্য্যমণ্ডলের আয়তন যাদৃশ বৃহৎ, ভার সেরূপ অধিক নহে; মেদিনী মণ্ডলের যে ভার, সূর্য্যমণ্ডলের ভার প্রায় তদপেক্ষায় ৩,৬০,০০০ গুণ মাত্র অধিক। কিন্তু পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের আয়তন প্রায় চতুর্দ্দশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে, সৌরপদার্থ সকল পার্থিব পদার্থ অপেক্ষায় অপেক্ষাকৃত বিরল ও লঘু। ভূপৃষ্ঠস্থ বস্তুসকল পৃথিবী কর্ত্তৃক যে বলে আকৃষ্ট হয়, সূর্য্য তাহার পৃষ্ঠদেশস্থ দ্রব্য সকলকে তদপেক্ষা ত্রিশগুণ অধিক বলে আকর্ষণ করে। ভূপৃষ্ঠ হইতে কোন বস্তু ঊর্দ্ধে তুলিতে যে বল লাগে, সূর্য্যমণ্ডলে তাহাকে তুলিতে হইলে তদপেক্ষায় ত্রিশগুণ অধিক বল প্রয়োগ করা আবশ্যক। একোনত্রিংশৎ ব্যক্তিকে স্কন্ধোপরি লইয়া দণ্ডায়মান হওয়া যাদৃশ অসম্ভব, সূর্য্যমণ্ডলে নীত হইলে তথায় আমাদিগের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া থাকা তেমনি অসাধ্য হইয়া উঠে।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯,৫০,০০,০০০ নয় কোটি পঞ্চাশৎ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত রহিয়াছে। উহার আকার সম্পূর্ণ গোল নহে, পৃথিবীর ন্যায় উহারও

উভয় পার্শ্ব কিঞ্চিৎ চাপা। দূরবীক্ষণ সহকারে দৃষ্টি করিলে সূর্য্যমণ্ডলে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন সূর্য্যের কলঙ্ক বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। ভূমণ্ডল যেরূপ বায়ুরাশিতে পরিবেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও তদ্রূপ এক প্রকার অত্যুষ্ণ প্রদীপ্ত বাষ্পীয় পরিবেশে পরিবৃত। কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতঃ ঐ পরিবেশের কিয়দংশ নিরাকৃত হওয়াতে তন্মধ্য দিয়া অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল প্রদেশ সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নরূপে প্রতীয়মান হয়। এই সকল চিহ্নগুলি সর্ব্বদা এক স্থানে থাকে না। একবার যে চিহ্নটিকে একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, ২৫ দিন ৮ ঘণ্টা ৯ মিনিট অতীত না হইলে আবার তাহারে সে স্থানে দেখিতে পাওয়া না; ইহাতেই বোধ হয়, পৃথিবী যেরূপ স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর ঘূর্ণিত হইতেছে, সূর্য্যও সেইরূপ স্বীয় কক্ষোপরি ২৫ দিন ৮ ঘণ্টা ৯ মিনিটে এক একবার আবর্ত্তন করিতেছে। পরন্তু কোন চিহ্নই চিরস্থায়ী নহে; চারি পাঁচ বারের অধিক কাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের সংখ্যাও সর্ব্বদা সমান থাকে না। কখন সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্কের লেশমাত্রও লক্ষিত হয় না, আবার কখন বা রাশি রাশি কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। কিয়দ্দিবস অতীত হইল, পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, সার্দ্ধ পঞ্চ বর্ষ

পর্য্যন্ত ক্রমাগত ইহাদিগের হ্রাস ও আর সার্দ্ধ পঞ্চ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ইহাদিগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই-রূপে প্রতি একাদশ বর্ষে সূর্য্যকে একবার কলঙ্কশূন্য ও একবার কলঙ্কে পরিপূর্ণ হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, সূর্য্যমণ্ডলস্থ কলঙ্কের ন্যূনাধিক্য বশতঃ ভূমণ্ডলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদির ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। যাহা হউক, সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্কের আধিক্য হইলে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকা সাতিশয় বিচলিত হয় এবং মেরু-সন্নিহিত প্রদেশে ভূরি ভূরি অরোরা নামক বিচিত্র আলোকরাশি উদিত হইয়া নভঃস্থল আলোকিত করে।

ভূমণ্ডলে যে সকল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল পদার্থের যোগেই সূর্য্যমণ্ডল উৎপন্ন হই-য়াছে। লৌহাদি কতিপয় ধাতু যে সূর্য্যমণ্ডলে বিদ্য-মান আছে, ইহা নিঃশংসয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সূর্য্য নিজে তেজোময় নহে; এক প্রকার জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পীয় পরিবেশে পরিবৃত থাকাতে ঐরূপ তেজোময় বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু বাষ্পীয় পদার্থ সকল সাতিশয় উত্তপ্ত হইলেও তাদৃশ প্রভা-শালী হয় না; এই নিমিত্ত কোন কোন পদার্থবিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন, বাষ্পীয় পরিবেশের অভ্যন্তরস্থ

তেজোময় কঠিন অথবা দ্রব পদার্থ হইতেই শুভ্র ও প্রখর জ্যোতি বিনির্গত হইয়া চতুঃপার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হয়।

সূর্য্য হইতে পৃথিবী যে তেজ প্রাপ্ত হয় তদপেক্ষা অন্যূন ২৩০,০০,০০০ গুণ অধিক তেজ উহা হইতে নিয়ত চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে, তথাপি উহার অপরিমেয় তেজোরাশির কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস উপলব্ধি হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, রাশি রাশি উল্কা অনবরত সূর্য্যোপরি বর্ষিত হইয়া অগ্নি উৎপাদন করাতেই সৌর তেজের হ্রাস হয় না। এক জন ইংলণ্ডদেশীয় পণ্ডিত বলেন, উল্কাবর্ষণ বশতঃই সৌর তেজের উৎপত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু এক্ষণে আর উল্কাপাত হয় না; সূর্য্যমণ্ডল এক্ষণে শীতল হইতেছে। জর্ম্মনদেশীয় কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, সূর্য্যমণ্ডল প্রথমে প্রতপ্ত বাষ্পময় পিণ্ড ছিল, এক্ষণে ক্রমশঃ শীতল সঙ্কুচিত হইতেছে। তিনি গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন, ১,৭০,০০,০০০ বর্ষ এইরূপে তেজ বিকীর্ণ করিলে পর সূর্য্যমণ্ডলের আয়তন পৃথিবীর ন্যায় হইবে।

এই সৌরজগতে যে সমস্ত তেজোময় বস্তু আছে, তন্মধ্যে সূর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী। তাঁহা হইতেই আমরা তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইতেছি; কিন্তু তিনি যে কোথা হইতে তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা নিশ্চয় অবগত নহি। তাপ, আলোক

ও গতি বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারই তাঁহা হইতে সম্পাদিত হইতেছে। দীপশিখা ও ইন্ধনাগ্নিতে তিনিই প্রকাশমান হইতেছেন। দাবাগ্নি বিদ্যুতাগ্নি ও বজ্রাগ্নিতে তিনিই বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সমুদ্র জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই নবপল্লবে তরুদলকে সুশোভিত করিতেছেন। তিনিই কাননরাজি দ্বারা ধরণীকে বিভূ-ষিত করিতেছেন। তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপাদন করিয়া পুনরায় কুঠার দ্বারা তাহাকে ছেদন করিতেছেন। তিনিই হয়াকারে আশুগতি গমন করিতেছেন, তিনিই বিহঙ্গাকারে আকাশমার্গে উড্ডীন হইতেছেন, তিনিই মীনরূপে জলমধ্যে বিচরণ করিতে-ছেন। তিনিই বীজ বপন করিতেছেন, তিনিই শস্য আহরণ করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে আহার দিতেছেন। তিনিই তুলা রোপণ করিতেছেন. তিনিই সূত্র নির্ম্মাণ করিতেছেন, তিনিই বস্ত্র বয়ন করিতেছেন. তিনিই খনি হইতে অপরিষ্কৃত লৌহ তুলিয়া তাহাকে পরিষ্কার করি-তেছেন তিনিই রেল নির্ম্মাণ করিতেছেন, তিনিই জলকে সন্তপ্ত করিয়া বাষ্প করিতেছেন. তিনিই বাষ্পীয় শক-টকে বায়ু বেগে লইয়া যাইতেছেন। তিনি তেজ রূপে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তেজরূপে তিরোভূত হইতে-

ছেন এবং তাঁহার আগমন ও অন্তর্দ্ধানের অন্তর্গত কালে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। পাঠকগণ! এ সকল কবিকপোল কল্পিত অলীক কথা নহে; পরন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রসম্মত যুক্তিসিদ্ধ বাক্য, ইহাতে কিছুমাত্র অবিশ্বাস বা সংশয়ের বিষয় নাই।